Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

১৯তম বর্ষ	১১তম সংখ্যা
শাওয়াল-যিলক্বদ	১৪৩৭ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র	১৪২৩ বাং
আগস্ট	২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ জান্নাত লাভের কতিপয় উপায় *(শেষ কিস্তি)* ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি *(৭ম কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক

♦ স্বাধীন হায়দারাবাদকে যেভাবে ইন্ডিয়া দখল করে নেয় ১৬
-ফাহমীদুর রহমান

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ১৮

♦ ইসলামিক স্টেটের আকর্ষণ কি? *-মশিউল আলম*

◈ **দিশারী :** ২০

♦ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় *(৫ম কিস্তি)*
-ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

◈ **সাক্ষাৎকার :** *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ২৩

◈ **মনীষী চরিত :** ২৫

♦ মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী *-নূরুল ইসলাম*

◈ **ইতিহাসের পাতা :** ২৮

♦ তাতারদের আদ্যোপান্ত *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩৩

♦ জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সময়
-মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৪

♦ ইসবগুলের ভুষির উপকারিতা

◈ **ক্ষেত-খামার :** ৩৫

♦ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলাচ্ছে কৃষি

◈ **কবিতা :** ৩৬

♦ ভাংবে ওরা ♦ অলক্ষ্যের আহ্বান
♦ ঈমানদার ♦ আত-তাহরীক-এর কথা

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৭

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৮

◈ **মুসলিম জাহান** ৪০

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪২

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ধর্ম। যা মানবতার সর্বশেষ আশ্রয়। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানবতা যখন নিষ্পিষ্ট, ধনী-গরীব, শক্তিমান ও দুর্বলের দ্বন্দ্বে সমাজ যখন বিপর্যস্ত, মানুষের সম্মান যখন সস্তায় বিক্রীত, তখন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সৃষ্টি জগতের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরণ করলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সর্বশেষ কিতাব দিয়ে। যাতে ভূলুণ্ঠিত মানবতা পুনরায় উন্নীত হয়। শয়তানের ধোঁকা থেকে মানুষ মুক্ত হয়। পৃথিবী আবার শান্তিময় হয়। প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত, বিজ্ঞানপূর্ণ যুক্তি, বাস্তবসম্মত উপদেশ, সর্বোচ্চ মানবিক আচরণ সবকিছুর সর্বোত্তম নমুনা হিসাবে এসেছিলেন শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর কথা, কর্ম ও আচরণ সবই ছিল মানবতার পক্ষে ও পশুত্বের বিপক্ষে। আর সেজন্যেই তো স্বার্থান্ধ সমাজনেতারা তাঁকে মানেনি। তবুও তিনি পরম ধৈর্য্যের সাথে সকলের কথা শুনেছেন। সাধ্যমত দ্বন্দ্ব এড়িয়েছেন। বাধ্য হয়ে অস্ত্রধারণ করেছেন আল্লাহ্র হুকুমে। কিন্তু তাঁর রিসালাতের মূলনীতিই ছিল 'দাওয়াত'। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের বিশ্বাসের ও কর্মের পরিবর্তন ঘটানো সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে ও সর্বোত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে। এজন্য গভীর ধৈর্য্য ও পরমতসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর ও তাঁর সাথীদের প্রধান গুণ। মানুষের প্রতি দরদ, তাকে সাক্ষাৎ জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যাকুল আকুতি তাঁকে করেছিল মহিয়ান। তাইতো দেখি সর্বোচ্চ অলৌকিক ক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি তা প্রয়োগ করেননি তাঁর জানী দুশমন মক্কা ও ত্বায়েফের ধুরন্ধর নেতাদের বিরুদ্ধে। পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক ফেরেশতার আবেদনের জবাবে নির্যাতিত রাসূল (ছাঃ) সেদিন বলেছিলেন, 'ওদের পিষে মেরে ফেলার চাইতে আমি বরং আশা করি আল্লাহ ওদের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন, যারা এক আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না' *(বু.মু. মিশকাত হা/৫৮৪৮)*। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে বিজয়ের পর যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তিনি ছাহাবীগণকে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে ছাহাবীগণ নিজেরা খেজুর খেয়ে বন্দীদের রুটি খাওয়ান *(ইবনু হিশাম ১/৬৪৫)*। ঐ সময় মদীনায় খেজুর ছিল সাধারণ খাদ্য এবং রুটি ছিল মূল্যবান খাদ্য' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*। মক্কা বিজয়ের রাতে ধরা পড়া শত্রুপক্ষের নেতা আবু সুফিয়ানকে তিনি কেবল ক্ষমাই করেননি, বরং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে দিবে, সে নিরাপদ থাকবে এবং যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ থাকবে' *(মুসলিম, ছহীহাহ হা/৩৩৪১)*। অতঃপর মক্কা বিজয় শেষে উপস্থিত কুরায়েশদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আর কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত' *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*। অথচ এইসব লোকেরা ছিলেন আজকের পরিভাষায় শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী। তিনি সেদিন প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করেছিলেন। ফলে তারাই মাত্র ১৯ দিন পরের হোনায়েন যুদ্ধে এবং তারও পরে আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (১১-১৩ হি.) আজনাদায়েন ও ইয়ারমূকের যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন। এদিকে ইঙ্গিত করেই ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত আইরিশ দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০) বলেন, 'আমি যে সর্বদা মুহাম্মাদ-এর ধর্মকে উচ্চ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করি। তার কারণ হ'ল এ ধর্মের বিস্ময়কর জীবনীশক্তি। আমার নিকট এটাই একমাত্র ধর্ম যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। ফলে সকল যুগেই সমানভাবে তার আবেদন বজায় রাখতে পারে। আমি তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। একজন বিস্ময়কর মানুষ তিনি এবং আমার মতে তাঁকে এন্টি-ক্রাইস্ট বা যীশু-বিরোধী না বলে অবশ্যই আখ্যায়িত করা উচিৎ 'সেভিয়ার অব হিউম্যানিটি' বা 'মানবতার ত্রাণকর্তা' হিসাবে। আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত একজন মানুষ যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়ক শাসক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন, তাহ'লে তিনি আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার সমাধান এমনভাবে করতে সক্ষম হ'তেন, যা সেই অতি কাংখিত সুখ ও শান্তি বয়ে নিয়ে আসত। আমি মুহাম্মাদ-এর ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, এটা আগামীর ইউরোপের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে যেমনিভাবে তা ইতিমধ্যেই বর্তমান ইউরোপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে শুরু করেছে'। তিনি আরও বলেন, If any religion had the chance of ruling over England, nay Europe within the next hundred years, it could be Islam. 'যদি কোন ধর্ম আগামী ১০০ বছরের মধ্যে ইংল্যাণ্ড তথা সমগ্র ইউরোপ শাসন করার সুযোগ পায়, তবে সেটা হ'তে পারে ইসলাম' *(The Genuine Islam Vol. 1, No. 8, 1936)*।

খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (১৩-২৩ হি.)-এর সময়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়ের প্রাক্কালে খ্রিষ্টান নেতারা শর্ত দিল যে, খলীফাকে রাজধানী ছেড়ে এখানে আসতে হবে। তখন খলীফা ওমর হযরত ওছমানের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, এটা হীনকর শর্ত। অতএব তাদের উপর অবরোধ আরোপ করুন। যাতে তারা সন্ধিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-এর নিকট পরামর্শ নিলেন। তিনি বললেন, অবরোধে সময় ক্ষেপণ ও লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশী। তার চেয়ে আপনার যাওয়াটাই উত্তম হবে। খলীফা শেষোক্ত পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং আলী (রাঃ)-কে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে তিনি যেরুযালেম যাত্রা করলেন। অতঃপর একটি পানির ঘাটে, যেখানে খ্রিষ্টান নেতারা অপেক্ষা করছিলেন, সেখানে পৌঁছে তিনি উট থেকে নেমে পায়ের মোযা খুলে ঘাড়ে রেখে উটের লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করেন। এটা দেখে সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) এতে আপত্তি করেন। জবাবে খলীফা বলেন, 'আমরা ছিলাম নিকৃষ্ট জাতি। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতএব যে কারণে আল্লাহ আমাদের মর্যাদা দান করেছেন, তা ছেড়ে অন্য কিছুর মাধ্যমে সম্মান তালাশ করলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমরা সেই জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এর বাইরে অন্য কিছুর মাধ্যমে আমরা সম্মান চাই না' *(হাকেম হা/২০৮; ছহীহাহ হা/৫১; আল-বিদায়াহ ৭/৫৫ পৃ.)*। আমেরিকান কুটনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ ওয়াশিংটন ইরভিং (১৭৮৩-১৮৫৯) বলেন, If he aimed at a universal dominion, it was the dominion of faith 'মুহাম্মাদ যদি বিশ্বজনীন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকেন, তবে সেটা ছিল বিশ্বাসের আধিপত্য' *(Washington Irving, 'Mahomet and His Successors', New York, 1920)*। আজও ইসলাম বিশ্ব জয় করতে পারে, দৃঢ় ঈমানী শক্তির জোরে, কেবল অস্ত্র শক্তির জোরে নয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

জান্নাত লাভের কতিপয় উপায়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

২২. পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা :

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে আসে। তাই তাদের প্রতি সদাচরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য করণীয়। এটা আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক পসন্দনীয় আমলও বটে। এর বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল!

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ–

'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে পসন্দনীয় আমল কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[১]

অন্যত্র তিনি বলেন, رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ– 'তার নাক ধূলায় মলিন হোক (একথা তিনি তিনবার বললেন)। বলা হ'ল, সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অথবা দু'জনের একজনকে পেল (তাদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে) অথবা সে জান্নাত লাভ করতে পারল না'।[২]

পিতামাতার সেবা করা আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মু'আবিয়া ইবনু জাহিমা হ'তে বর্ণিত একদা আমার পিতা জাহিমা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا–

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে যেতে ইচ্ছুক। আমি আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা আছেন কি? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাঁর সেবা কর, তাঁর পায়ের নিকটে জান্নাত রয়েছে'।[৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ– 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সন্তানের উপর পিতামাতার কি হক? তিনি বললেন, তারা উভয় তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৪]

২৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম মাধ্যম। আবূ আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে'।[৫]

আবূ আইউব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, أَخْبِرْنِيْ مَا يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ– 'যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হ'তে দূরবর্তী করবে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, ইবাদত করবে আল্লাহ্র এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে'।[৬]

২৪. প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা :

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জিবরীল (আঃ) এসেই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দেন। মনে হচ্ছিল তিনি যেন প্রতিবেশীকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। মানুষ অধিকহারে নফল ছালাত-ছিয়াম আদায় ও দান-ছাদাক্বা করেও যদি প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহ'লে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ،

---

১. *বুখারী ২/৮৮২; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৮ 'ছালাত' অধ্যায়।*
২. *মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।*
৩. *আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহুল জামে' হা/১২৪৯।*
৪. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৭২৪।*
৫. *বুখারী হা/১৩৯৬।*
৬. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮।*

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ–

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অমুক মহিলা যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হ'ল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[৭]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি মুমিন নয় বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ : مَنْ يَا رَسُول اللهِ؟ قَالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহ্র কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ নয়'।[৮] এ ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ– 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ নয়'।[৯]

২৫. ইয়াতীম প্রতিপালন করা :

সমাজের অনাথ-ইয়াতীম শিশুরা হয়ে থাকে অবহেলিত। তাদের দেখা-শুনা ও প্রতিপালনের কেউ থাকে না। ফলে তারা হয়ে ওঠে দুষ্ট চরিত্রের। বখাটেপনা তাদের পেয়ে বসে। এদের দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়। রাসূল (ছাঃ) এদের রক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের প্রতিপালনে অশেষ ছওয়াবের কথাও উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আরেক শ্রেণী আছে স্বামীহীনা বিধবা মহিলা। তাদের ভরণ-পোষণ, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণেরও ব্যবস্থা থাকে না। এ শ্রেণীর মানুষকে রক্ষার জন্য রাসূল (ছাঃ) বিশেষভাবে আদেশ দিয়েছেন। এদের দেখাশুনায়ও অনেক ছওয়াব রয়েছে। তিনি বলেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ النَّهَارِ لاَ يُفْطِرُ– 'বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মত। রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাও বলেছেন, রাত্রি জাগরণকারী যে অলসতা করে না এবং ঐ ছিয়াম পালনকারীর মত যে কখনও ছিয়াম ভঙ্গ করে না'।[১০]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ. وَقَرَنَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ 'আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এদু'টির মত থাকব। আর তিনি স্বীয় মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী (শাহাদত) আঙ্গুলি একত্র করলেন।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ 'নিজের অথবা অন্যের ইয়াতীমের প্রতিপালক ও আমি জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব'। বর্ণনাকারী মালেক বলেন, তিনি মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।[১২]

২৬. কন্যা সন্তান প্রতিপালন করা :

কন্যা সন্তানকে সমাজে হীন দৃষ্টিতে দেখা হয়। অথচ কন্যা সন্তান প্রতিপালন করা জান্নাত লাভের উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে থাকব। এটা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুল একত্রিত করলেন'।[১৩] তিনি আরো বলেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ. وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ. 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে প্রতিপালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি জান্নাতে এ দু'টির মত থাকব। আর তিনি স্বীয় দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন'।[১৪]

২৭. আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা স্থাপন করা :

সমাজের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে অপরের সাথে সম্প্রীতি-সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সম্পর্ক যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মানসে হয়ে থাকে তাহ'লে তার বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ، وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ.

'আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং

৭. *আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৫৬০।*
৮. *বুখারী হা/৬০১৬; মিশকাত হা/৪৯৬২।*
৯. *মুসলিম হা/৪৬; মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
১০. *বুখারী হা/৬০০৭; নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৫১।*
১১. *আবু দাউদ হা/৫১৫০, সনদ ছহীহ।*
১২. *মুসলিম হা/২৯৮৩।*
১৩. *মুসলিম হা/২৬৩১; মিশকাত হা/৪৯৫০।*
১৪. *তিরমিযী হা/১৯১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৭।*

আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে, আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত'।[১৫] তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّىْ. 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সুমহান ইয্যতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।[১৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَّهُ فِىْ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ أُرِيْدُ أَخًا لِّىْ فِىْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَّكَ عَلَيْهِ مِنْ نِّعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لاَ غَيْرَ أَنِّىْ أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ قَالَ فَإِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ-

'এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হ'ল। আল্লাহ তা'আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছল, তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কোন অনুগ্রহ আছে কি, যার বিনিময় লাভের জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না, আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস'।[১৭] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَّا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَشُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِّنَ اللهِ. قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرَوْحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلاَ أَمْوَالٍ يَّتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَّإِنَّهُمْ لَعَلَى نُوْرٍ، لاَيَخَافُوْنَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلاَيَحْزَنُوْنَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। ছাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহ্র রূহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে মাল-সম্পদের লেনদেনও নেই। আল্লাহ্র কসম! তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।[১৮]

২৮. মুসলিম ভাইয়ের কষ্ট দূরীভূত করা :

দুনিয়াতে মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা বা তার কোন কষ্ট লাঘব করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِىْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব মোচনে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদ সমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।[১৯]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[২০]

তিনি আরো বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি কোন

১৫. *মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাত, হা/৫০১১, সনদ ছহীহ।*
১৬. *মুসলিম হা/২৫৬৬, মিশকাত, হা/৫০০৬।*
১৭. *মুসলিম, হা/২৫৬৭; মিশকাত, হা/৫০০৭।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/৩৫২৭, মিশকাত, হা/৫০১২, ছহীহ লি-গায়রিহি।*
১৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হা/৪৯৫৮।*
২০. *মুসলিম, তিরমিযী হা/১৯৩০; আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬।*

মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন'।[২১]

২৯. ছয়টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া :

ছয়টি এমন গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোন ব্যক্তি সেগুলির অধিকার হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন,

اضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَأَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ.

'তোমরা নিজেদের পক্ষ হ'তে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) তোমরা যখন কথাবার্তা বল, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। (৩) যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হ'তে) বিরত রাখবে'।[২২]

৩০. মহিলাদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা :

মুসলিম মহিলাদের জন্য স্বামীর আনুগত্য করা জান্নাত লাভের মাধ্যম। হুছায়েন ইবনে মেহছান তার ফুফু আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তার ফুফু একদা তার কোন প্রয়োজনে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوْهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ أُنْظُرِيْ أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ– 'তোমার স্বামী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তার কেমন স্ত্রী? সে বলল, আমি তার খিদমত করতে কম করি না, তবে যদি আমি তার ব্যাপারে অপারগ হই। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি যা বলছ, সে ব্যাপারে চিন্তা কর, তুমি তার থেকে কোথায় যাবে? নিশ্চয়ই সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[২৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ– 'কোন মহিলা যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে, তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'।[২৪]

৩১. ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেওয়া :

ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ– 'এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহ্র নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'।[২৫] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ– 'যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দেন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়'।[২৬] তিনি আরো বলেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ– 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন'।[২৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ– 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন'।[২৮]

৩২. গোলাম আযাদ করা :

কোন মুসলিম দাসকে মুক্ত করলে তা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় হিসাবে গণ্য হয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ– 'যে কোন মুসলমান দাসকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে'।[২৯]

তিনি আরো বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে

---

২১. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।
২২. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৭০; ছহীহুল জামে' হা/১০১৮।
২৩. মিশকাত হা/৪৯৪১; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬১২, ১৯৩৪।
২৪. আবু নু'আইম, মিশকাত হা/৩২৫৪, হাদীছ ছহীহ।
২৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১।
২৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২।
২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩।
২৮. মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৮।
২৯. ইবনু মাজাহ হা/২৫২২; তিরমিযী হা/১৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৮২৮।

মুক্ত করবে, আযাদ ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন'।[৩০]

৩৩. তওবা করা :

যে ব্যক্তি অপরাধ করার পর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চায় সে আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করে। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন, অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত খুশী হন না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ– 'প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী। উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে'।[৩১] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

قَالَ يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ–

'হে আমার বান্দারা! আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি যাকে আহার দেই। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন বা বস্ত্রহীন কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব'।[৩২]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ، فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ تَعَالَى، فَيَغْفِرُ لَهُمْ– 'ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন'।[৩৩]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ– 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন'।[৩৪]

বান্দা পাপ করার পর আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অতি খুশি হন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

اَللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ–

'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হ'তে ছুটে পালায় যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে'।[৩৫] অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন,

إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ، أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ: قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِيْ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِيْ ثَلاَثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ–

'কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন

৩০. বুখারী হা/২৫১৭; মুসলিম হা/১৫০৯।
৩১. আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৪০।
৩২. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬।
৩৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮।
৩৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২।

আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফেরেশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষী থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন সে অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক'।[৩৬]

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল তোমার এরূপ বলা-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ-

'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ দো'আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৩৭]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ. يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً-

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব'।[৩৮] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-

'যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ'তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ'তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে অকল্পনীয় উৎস হ'তে রিযিক দান করেন'।[৩৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ، وإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ- (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তওবাকারী।) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ'তে পালিয়ে গিয়ে থাকে'।[৪০]

উপরে বর্ণিত আমলগুলি কোন মুমিন পূর্ণ একনিষ্ঠতা সহকারে যথাযথভাবে আদায় করতে পারলে সে অবশ্যই জান্নাত লাভ করতে পারবে। আল্লাহ্র উপরে অবিচল আস্থা-বিশ্বাস ও তাঁর রহমত লাভের আশা নিয়ে এসব আমলের পাশাপাশি আরো যেসব আমলে আল্লাহ রাযী-খুশি ও সন্তুষ্ট হন সেগুলি সম্পাদন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে জান্নাতী আমলসমূহ সম্পাদন করে পরকালীন মুক্তি ও জান্নাত লাভ করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

৩৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩।
৩৭. বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫।
৩৮. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬।
৩৯. আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯।
৪০. তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৫৩।

Contents

ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি

*মূল : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(৭ম কিস্তি)

(২০) পাওনাদারের পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ভুলকারীর মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা :

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আওফ বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, হিময়ার গোত্রের এক ব্যক্তি (যুদ্ধকালে) শত্রুপক্ষীয় একজনকে হত্যা করে। সে নিহত ব্যক্তির 'সালাব' (নিহত ব্যক্তির সাথে থাকা অস্ত্র, কাপড়-চোপড়, অর্থকড়ি ও অন্যান্য সামগ্রীকে একত্রে সালাব বলে) পেতে চেয়েছিল। কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালীদ তাকে তা দিতে অস্বীকার করেন। তিনি ছিলেন দলপতি। আওফ বিন মালিক তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে খবরটা দেন। তিনি খালিদকে বললেন, কি জন্যে তুমি ওকে তার সালাবটা দিলে না? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে পরিমাণটা বেশী মনে হয়েছিল। তিনি বললেন, ওকে সালাব দিয়ে দাও। পরে খালিদ আওফের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আওফ তখন তার চাদর টেনে ধরে বলেন, আমি তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যা বলেছিলাম তা কি পূরণ করতে পেরেছি? কথাটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনে ফেলেন। এতে তাঁর খুব রাগ হয়। তিনি বলতে থাকেন, খালিদ, ওকে দিও না! খালিদ, ওকে দিও না!! তোমরা কি আমার কথার সূত্র ধরে আমার আমীরদের সাথে যাতা আচরণ করবে? তোমাদের ও তাদের উপমা তো সেই ব্যক্তির মত যাকে উটের কিংবা ছাগলের পালের রাখাল নিযুক্ত করা হয়েছে। সে পশুপাল চরাচ্ছিল। তারপর পানি পান করানোর সময় হ'লে সে তাদের একটা চৌবাচ্চার ধারে নিয়ে গেল। পশুগুলো সেখানে নেমে পরিষ্কার পানি পান করল, আর ঘোলা পানি রেখে গেল। এই পরিষ্কার পানি হ'ল তোমাদের ভাগে, আর ঘোলা পানি মিলল তাদের।[১]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আওফ বিন মালিক আশজাঈ হ'তে এর থেকেও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে আমরা একটা যুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমাদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালীদ। পথিমধ্যে হিমারীয় গোত্রের সহযোগী এক ব্যক্তি আমাদের সাথে যোগ দেয়। সে আমাদের শিবিরে অবস্থান করতে থাকে। তার সাথে একটা তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। এ সময় মুসলমানদের এক ব্যক্তি একটা উট যবেহ করে। লোকটা তো আমাদের সাথেই অনুক্ষণ ছিল; সে ঐ উটের চামড়া নিয়ে ঢাল বানানোর চেষ্টা করে। সে চামড়াটা মাটিতে বিছিয়ে দেয়। তারপর আগুন দিয়ে তা শুকিয়ে নেয়। সে তাতে ঢালের মত একটা হাতল লাগিয়ে নেয়। এদিকে আমাদের সাথে আমাদের শত্রু রোমক ও আরবীয় সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা সংঘটিত হয়। তারা আমাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

শত্রু বাহিনীতে এক রোমক তার লাল হলুদে মিশেল ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল, ঘোড়ার জিন ছিল স্বর্ণমণ্ডিত, তার কোমরবন্দ ছিল স্বর্ণখচিত, তরবারিও ছিল অনুরূপ। সে তার পক্ষের লোকদের যুদ্ধের জন্য নানাভাবে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করছিল। আমাদের সেই সহযোগী লোকটি ঐ রোমকের নাগাল পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। যেই সে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অমনি সে তার পিছু নেয় এবং তলোয়ার দিয়ে ঘোড়ার ঠ্যাঙে আঘাত করে। ফলে লোকটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন সে তলোয়ারের উপর্যুপরি আঘাতে তাকে হত্যা করে। অতঃপর আল্লাহ যখন মুসলিম বাহিনীর বিজয় দান করলেন তখন সে এসে সালাব দাবী করল। লোকেরাও তার পক্ষে সাক্ষ্য দিল যে, সেই তার হত্যাকারী। খালিদ তাকে সালাবের কিছুটা দিয়ে বেশীর ভাগই রেখে দিলেন। সে আওফের শিবিরে ফিরে গিয়ে তাকে সব বলল। আওফ তাকে বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও, সে তোমাকে অবশিষ্ট সালাব ফিরিয়ে দেবে। সে তার নিকট ফিরে গেল। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। তখন আওফ হাঁটতে হাঁটতে খালিদের নিকট এসে বললেন, আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হত্যাকারীকে সালাব দেওয়ার ফায়ছালা দিয়েছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ জানি। তিনি বললেন, তাহ'লে তার হাতে নিহতের সালাব তুলে দিতে আপনার কিসে বাধা হয়ে দাঁড়াল? খালিদ বললেন, আমি তার জন্য এটা অনেক সম্পদ মনে করেছি। আওফ বললেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা দর্শনে সমর্থ হই (অর্থাৎ বেঁচে থাকি) তাহ'লে অবশ্যই আমি বিষয়টা তাঁর সামনে তুলব। মদীনায় পৌঁছে আওফ ঐ সহযোগীকে ডেকে পাঠালেন। সে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে সাহায্য চাইল। তিনি খালিদকে ডাকলেন, আওফ তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খালিদ, এই লোকটাকে তার হাতে নিহত ব্যক্তির সালাব দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তার জন্য পরিমাণটা বেশী মনে করেছিলাম। তিনি বললেন, ওকে সালাব (পুরোই) দিয়ে দাও। তিনি তখন আওফের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আওফ তার চাদর টেনে ধরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আমি তোমার যে কথা বলেছি তার প্রতিদানার্থে আমি এটা করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা শুনে ফেলেন। এতে তাঁর খুব রাগ হয়। তিনি বলে ওঠেন, হে খালিদ! তুমি ওকে তা দিও না। তোমরা কি আমার আমীরদের সাথে যা তা আচরণ করবে? তোমাদের ও তাদের উপমা তো সেই ব্যক্তির মত যাকে উট কিংবা ছাগপালের রাখাল নিযুক্ত করা হয়েছে। সে পশুপাল চরাতে চরাতে তাদের পানি পান করাতে মনস্থ করল। তাই একটা চৌবাচ্চায় তাদের নামিয়ে দিল। তারা পরিষ্কার পানি পান করল এবং ঘোলা-কাদা পানি রেখে গেল। এই পরিষ্কার পানি তোমাদের আর ঘোলা পানি তাদের।[২]

---

* *সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*

** *সিনিয়র শিক্ষক, হরিণাকুণ্ড সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

১. *মুসলিম হা/১৭৫৩।*

২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৪০৩৩, সনদ ছহীহ।*

আমরা লক্ষ্য করছি যে, খালিদ (রাঃ) হত্যাকারী সৈনিককে পরিমাণে বেশী সালাব প্রদানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদে ভুল করেছেন। তাই নবী করীম (ছাঃ) হকদারকে তার হক ফিরিয়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন- যাতে কাজ নিয়মমাফিক হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আওফ (রাঃ)-এর মুখ দিয়ে খালিদ (রাঃ)-কে কটাক্ষ ও মশকরা করে কথা বলতে শুনলেন, তখনই তাঁর রাগ হয়ে গেল। আবার খালিদ (রাঃ)-এর চাদর আওফ (রাঃ) টেনে ধরেছিলেন- যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। তাই তিনি বলছিলেন, খালিদ তুমি ওকে দিও না।

এ কথার মধ্যে আমীর ও সেনাপতির মান-মর্যাদা রক্ষা করার শিক্ষা নিহিত রয়েছে। কেননা জনগণের মাঝে তাদের মর্যাদা হেফাযত করার মধ্যে যে উপকার রয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

এখানে অবশ্য একটি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। তা হ'ল : হত্যাকারী যখন সালাব লাভের অধিকারী তখন তিনি কিভাবে তাকে তা দিতে বাধা দিতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইমাম নববী (রহঃ) দু'টি ছুরত বলেছেন। এক. সম্ভবত তিনি হত্যাকারীকে পরে তা দিয়েছিলেন। তিনি তাকে ও আওফ বিন মালিককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তা বিলম্বিত করেছিলেন। কেননা তারা দু'জনে খালিদ (রাঃ)-এর ব্যাপারে গলা লম্বা করেছিলেন এবং শাসক ও তার নিয়োগকর্তার মানহানি করেছিলেন। দুই. সম্ভবত তিনি সালাব প্রাপকের মন জয় করার অন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে সে স্বেচ্ছায় তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল এবং তা মুসলমানদের দিয়ে দিয়েছিল। এতে আমীরের সম্মানার্থে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কেও সন্তুষ্ট করা লক্ষ্য ছিল।[৩]

ভুলের শিকার যে ব্যক্তি তার ব্যাপারে ভুল শুধরাতে ভুলকারীকে ডেকে পাঠানোর একটি সাক্ষ্য মুসনাদে আহমাদে পাওয়া যায়। আবুত তুফায়েল আমের বিন ওয়াছেলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি একদল লোকের নিকট গিয়ে তাদেরকে সালাম দেয়। তারা সালামের উত্তর দেয়। পরে সে তাদের ছেড়ে গেলে উপস্থিত একজন বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এই লোকটাকে আল্লাহ্র খাতিরে ঘৃণা করি। সভাস্থ লোকেরা সমস্বরে বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! তুমি কি বাজে কথা বলছ? শোনো, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমরা অবশ্যই কথাটা তাকে জানাব। তারা তাদের মধ্যকার একজনকে ডেকে বলল, ওহে অমুক! ওঠো ঐ লোকটিকে জানিয়ে দিয়ে এস। তাদের বার্তাবাহক লোকটির নাগাল পেয়ে তাকে লোকটি যা বলেছে তা জানিয়ে দিল। লোকটি তখন সোজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমানদের একটি সভার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাদের মাঝে অমুক উপস্থিত ছিল। আমি তাদের সালাম দিলাম, তারা আমার সালামের জবাব দিল। তারপর আমি তাদের ছেড়ে আসার পর তন্মধ্যস্থিত এক লোক আমার নাগাল পেয়ে জানাল যে, অমুক বলেছে, আল্লাহ্র কসম, আমি এই লোকটাকে আল্লাহ্র খাতিরে ঘৃণা করি। আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমাকে ঘৃণা করে। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তিনি তাকে উল্লিখিত লোকটি তাকে যা জানিয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে সবই স্বীকার করল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে সে কথা বলেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কেন তাকে ঘৃণা কর? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী, আমি তার ভেতর সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে ফরয ছালাত ব্যতীত কখনো কোন ছালাত আদায় করতে দেখিনি। এ ফরয ছালাত তো সৎ অসৎ সকলেই আদায় করে। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কি আমাকে ঐ ছালাত যথাসময় থেকে বিলম্বিত করতে দেখেছে, অথবা আমি তজ্জন্য ভালভাবে ওযূ করিনি, কিংবা তাতে রুকূ-সিজদা খারাপভাবে করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এসব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। তারপর সে বলল, আল্লাহ্র কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে ঐ মাস ব্যতীত কখনো কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। যেই মাসে ভালমন্দ সকলেই ছিয়াম পালন করে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে কি কখনো আমাকে ছিয়াম ভেঙে ফেলতে দেখেছে, নাকি আমি তার কোন হক লাঘব করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। পুনরায় সে বলল, আল্লাহ্র কসম, আমি তাকে কখনো কোন প্রার্থী বা ভিক্ষুককে কিছু দিতে দেখিনি এবং আল্লাহ্র রাস্তায়ও তার সম্পদ থেকে কিছু মাত্র ব্যয় করতে দেখিনি। তবে সে যাকাত দিয়ে থাকে, যা সৎ অসৎ সবাই দিয়ে থাকে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি যাকাত থেকে কিছুমাত্র লুকিয়েছি, নাকি তার আদায়কারীর কাছে হিসাব কম দাখিল করেছি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি উঠে যাও। আমি জানি না; তবু হ'তে পারে সে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ।[৪]

মুসনাদে আহমাদে এই হাদীছ উল্লেখের পর সরাসরি নিম্নরূপ বলা হয়েছে- আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়া'কূব তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আমার পিতা ইবনু শিহাব থেকে; তিনি তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় এক ব্যক্তি একদল লোকের নিকট গমন করে। তিনি আবুত তুফায়েলের নাম উল্লেখ করেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে যে, ইবরাহীম বিন সা'দ এ হাদীছ তার স্মৃতি থেকে বলেছেন এবং তিনি আবুত তুফায়েল থেকে বর্ণনার কথা বলেছেন। তারপুত্র ইয়া'কূব পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন- তাতে তিনি আবুত তুফায়েলের নাম বলেননি। আমার মনে হয় তার মধ্যে দ্বিধা তৈরী হয়েছিল। ইয়া'কূবের বর্ণনাই ছহীহ। আল্লাহই বেশী জ্ঞাত।[৫]

৩. *আল-ফাতহুর রব্বানী ১৪/৮৪।*

৪. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৪০৩৩, সনদ যঈফ; হায়ছামী বলেন, এর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। দ্রঃ মাজমাউয যওয়ায়েদ ২/৫৩৫।।*

৫. *আল-মুসনাদ ৫/৪৫৫; হায়ছামী বলেছেন, আহমাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, বলিষ্ঠ। দ্র. আল-মাজমা' ১/২৯১।*

(২১) দ্বিপক্ষীয় ভুলের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উভয়ের ভুল সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা :

অনেক সময় দ্বিপক্ষীয় ভুল হয়ে থাকে। একই সময় ভুলকারী এবং যার বিরুদ্ধে ভুল করা হয়েছে উভয়ে ভুল করতে পারে। অবশ্য উভয় পক্ষের ভুলের হারে তারতম্য হ'তে পারে। সুতরাং দুই দিকের ভুল নিয়ে কথা বলা ও উপদেশ দেওয়া উচিত। নীচে এমন একটি উদাহরণ তুলে ধরা হ'ল।

আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুর রহমান বিন আওফ খালিদ বিন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করেন। নবী করীম (ছাঃ) তখন খালিদ (রাঃ)-কে বললেন, يَا خَالِدُ، لاَ تُؤْذِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا لَمْ تُدْرِكْ عَمَلَهُ، فَقَالَ : يَقَعُوْنَ فِيَّ فَأَرُدُّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : لاَ تُؤْذُوْا خَالِدًا؛ فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ– 'হে খালিদ! কোন বদর যোদ্ধাকে কষ্ট দিও না। তুমি যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান কর, তবুও তার আমলের নাগাল পাবে না। সে বলল, তারা আমাকে গালমন্দ করে, ফলে আমি তার উত্তর দেই। তখন তিনি বললেন, তোমরা খালিদকে কষ্ট দিও না। কেননা সে আল্লাহ্র তরবারি। কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাকে প্রয়োগ করেছেন'।[৬]

(২২) ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলা :

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে একে অপরকে সেবা করা আরবদের একটি চিরাচরিত অভ্যাস। এক সফরে আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন লোক ছিল। সে তাদের দু'জনের খেদমত করত। একবার তারা ঘুমিয়ে পড়েন, তারপর ঘুম থেকে জেগে দেখতে পান খাদেম লোকটি তাদের জন্য খাবার তৈরী করেনি। তখন তাদের একজন তার সঙ্গীকে বলে, এতো দেখছি খুব ঘুমকাতুরে। (لنــؤوم বা খুব ঘুম কাতুরে শব্দটি দারুশ শা'ব থেকে প্রকাশিত তাফসীর ইবনু কাছীরের। আলবানী তাঁর সিলসিলাতুছ ছহীহাহ গ্রন্থে ২৬০৮ নং হাদীছে উল্লেখ করেছেন إن هذا ليوائم نوم نعبيكم صلى الله عليه وسلم 'এ লোক তো নিশ্চয়ই তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর মত ঘুম যায়'। অন্য বর্ণনায় আছে ليوائم نوم بيتكم 'তোমাদের বাড়ীর মতই ঘুম যায়'। তাঁরা তাকে জাগিয়ে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বল, আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম জানিয়েছে, তারা খানা খাওয়ার জন্য আপনার কাছে তরকারি চেয়েছেন। তিনি লোকটির কথা শুনে তাকে বললেন, তুমিও তাদের দু'জনকে সালাম জানাবে এবং বলবে যে, তারা ইতিমধ্যে রুটি তরকারি খেয়ে নিয়েছে। তাঁরা দু'জনেই তার কথায় ভয় পেয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট তরকারী চেয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম। আপনি তাকে বলেছেন, তাদের রুটি তরকারী খাওয়া হয়ে গেছে। তাহ'লে আমরা কি দিয়ে রুটি খেলাম? তিনি বললেন, তোমাদের ভাইয়ের গোশত দ্বারা। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, নিশ্চয়ই আমি তার গোশত তোমাদের দু'জনের চোখা দাঁতগুলোতে লেগে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ তার গোশত যাদের তাঁরা দু'জনে নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, সেই (নিন্দিত জন) বরং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে'।[৭]

(২৩) ভুলকারীকে যার বিরুদ্ধে সে ভুল করেছে তার মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে সে লজ্জিত হয় এবং ওযরখাহি করে :

এরূপ সমাধান নবী করীম (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মাঝে করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহ গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে আলাপ হয়। আবু বকরের কথায় ওমরের রাগ হয়। রাগের চোটে ওমর (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে চলে যান। আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে পিছনে যেতে থাকেন এবং তাঁকে মাফ করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু তিনি তা না করে ঘরে ঢুকে তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন। ফলে আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমরা এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব শুনে বললেন, তোমাদের এই সাথী খুব একটা ঝগড়া করেছে। ইতিমধ্যে ওমর (রাঃ)ও তাঁর আচরণে অনুশোচনা বোধ করেন। ফলে তিনিও নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে সালাম দেন এবং তাঁর পাশে বসে পুরো ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এতে রেগে যান। এদিকে আবুবকর (রাঃ) বলতে থাকেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই যুলুম করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে চলেন, তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? আমি বলেছিলাম, হে মানব জাতি, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ, আর আবুবকর বলেছিলেন, আপনি সত্য বলেছেন'।[৮]

বুখারী তাঁর ছহীহ গ্রন্থে মানাকিব বা মাহাত্ম্য অধ্যায়ে আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে একই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর কাপড়ের কোঁচা তুলে এগিয়ে এলেন। তিনি কাপড় এতটাই তুলে ধরেছিলেন যে, তাঁর দু'হাঁটু বেরিয়ে পড়েছিল। নবী করীম (ছাঃ) তা দেখে বললেন, তোমাদের এই সাথী নিশ্চয়ই

৬. *হায়ছামী বলেছেন, তাবারানীর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আল-মাজমা' ৯/৩৪৯, তাবারানী আল-মু'জামুল কাবীর হা/৩৮০১।*

৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮, ইবনু কাছীর হাদীছটি সূরা হুজুরাতের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ৭/৩৬৩ প্রকাশক : দারুশ শা'ব।*

৮. *বুখারী হা/৪৬৪০।*

ঝগড়া করে এসেছে। তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আমার ও খাত্ত্বাব তনয়ের মাঝে একটা কিছু ঘটেছিল। আমি তার প্রতি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি (তাকে অপমান করেছি এবং মনে ব্যথা দিয়েছি)। পরে আমি অনুশোচনা করেছি এবং তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু সে অস্বীকার করেছে। তারপর আমি আপনার কাছে এসেছি।

তিনি একথা শুনে তিনবার বললেন, হে আবুবকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তারপর ওমর (রাঃ)-এর মনে অনুশোচনা জাগে। তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি আবুবকর (রাঃ) আছেন? তারা বলল, না। তারপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছিল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দু'হাঁটু মাটিতে গেড়ে দু'বার বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোষ আমিই করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তোমরা বলেছিলে, তুমি মিথ্যা বলছ; আর আবুবকর (রাঃ) বলেছিলেন, আপনি সত্য বলছেন। তিনি তার জানমাল দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। তোমরা কি এমতাবস্থায় আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে? কথাটি তিনি দু'বার বলেন। তারপর তাঁকে আর কষ্ট পেতে হয়নি।[৯]

(২৪) উত্তেজনা প্রশমনে হস্তক্ষেপ এবং ভুলকারীদের মধ্য থেকে ফেৎনার মূলোৎপাটন :

বহু ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ) এমন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মুসলমানদের মাঝে যখন লড়াই বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। যেমন আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে অপবাদ দানের ঘটনায় এমন হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ ঘটনাকালে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনতার সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আব্দুল্লাহ বিন ওবাই সম্পর্কে কৈফিয়ত চাইলেন। তিনি বললেন, হে মুসলিমগণ! কে আছে যে আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কৈফিয়ত দিতে পারবে, যার পক্ষ থেকে আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আমার পরিবার সম্পর্কে ভাল বৈ অন্য কিছু জানি না। তারা একজনের নামোল্লেখ করেছে তার সম্বন্ধেও আমি ভাল বৈ কিছু জানি না। সে আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে প্রবেশ করে না। তখন বনু আব্দুল আশহালের ভাই সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে কৈফিয়ত দেব। যদি সে আওস গোত্রীয় কেউ হয় তাহ'লে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রীয় কেউ হয়, তবে আপনি যেমন হুকুম করবেন আমরা সেই মত কাজ করব। তখন খাযরাজ গোত্রের একজন উঠে দাঁড়ালেন। হাসসান (রাঃ)-এর মা ছিলেন তাঁর আপন চাচাত বোন। তার নাম সা'দ বিন ওবাদা। তিনি খাযরাজ গোত্রের প্রধান। তিনি ইতিপূর্বে সৎ লোক বলেই গণ্য ছিলেন। কিন্তু ঐ মুহূর্তে তিনি আত্মম্ভরিতার শিকার হন। ফলে সা'দকে লক্ষ্য করে বলে বসেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করবে না। তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। সে যদি তোমার গোত্রের হয়ে থাকে তাহ'লে তুমি তার নিহত হওয়া পসন্দ করবে না। তখন সা'দের চাচাত ভাই উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে সা'দ বিন ওবাদাকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। আর তুমি মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছ। অতএব তুমি একজন মুনাফিক। অতঃপর আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখনো মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে। তিনি অনুক্ষণ তাদের মেযাজ ঠাণ্ডা করতে বলতে থাকায় শেষ পর্যন্ত তারা চুপ করে গেল।[১০]

বুখারী ও মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে, নবী করীম (ছাঃ) বনু আমর বিন আওফ গোত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে তাদের মহল্লায় গিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর ছালাতের জামা'আতের প্রথম দিকটা ছুটে গিয়েছিল। নাসাঈর বর্ণনায় আছে সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلاَمٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْتُبِسَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه– 'আনছারদের দু'টি গোত্রের মাঝে বচসা বা কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত তারা একদল অপর দলের প্রতি পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। নবী করীম (ছাঃ) একথা জানতে পেরে তাদের মাঝে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। ইত্যবসরে ছালাতের সময় হয়ে যায়। বিলাল (রাঃ) আযান দেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু তিনি (মীমাংসার কাজে) আটকা পড়ে যান। ফলে বিলাল ইকামত দেন এবং আবুবকর (রাঃ) সামনে এগিয়ে যান (ইমামতি করার জন্য)...।[১১] আহমাদের বর্ণনায় সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آتٍ فَقَالَ إِنَّ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَدِ اقْتَتَلُوا وَتَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ– 'একজন আগমনকারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, বনু আমর বিন আওফ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের মাঝে সমঝোতা করার উদ্দেশ্যে তাদের মহল্লায় গমন করেন'।[১২]

৯. *বুখারী হা/৩৬৬১।*

১০. *বুখারী হা/৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০।*
১১. *নাসাঈ হা/৫৪১৩, সনদ ছহীহ।*
১২. *আহমাদ হা/২২৯১৪, সনদ ছহীহ।*

(২৫) ভুলের জন্য ক্রোধ প্রকাশ :

সামনে ভুল দেখতে পেলে কিংবা কানে শুনতে পেলে সময় বিশেষে রাগ করলে ভুল বন্ধ হ'তে পারে। যেমন তাক্বদীর ও কুরআন নিয়ে মতবিরোধ করলে উষ্মা হওয়া স্বাভাবিক। ইবনু মাজাহ গ্রন্থে আমর ইবনু শু'আইব কর্তৃক তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন,

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের মাঝে বেরিয়ে এসে দেখলেন, তারা তাক্বদীর নিয়ে বাকবিতণ্ডা করছে। এতে তাঁর মাঝে এতটাই রাগের সঞ্চার হয় যে, তাঁর মুখমণ্ডলে ডালিমের দানা ফেটে পড়েছে (তাঁর চেহারা লালচে সাদা ছিল। রাগ হ'লে চেহারায় রক্ত জমে যেত। ফলে এমনটা মনে হ'ত)। তিনি তাদের বললেন, بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ- بِهَذَا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ এ কাজের জন্য কি তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, নাকি এজন্য তোমাদের সৃষ্ট করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লাগাচ্ছ। এমন আচরণের জন্যই তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই মজলিসে উপস্থিত না থাকায় আমার মাঝে যে মনস্তাপ হয়েছিল তা অন্য কোন মজলিসে উপস্থিত না থাকার জন্য হয়নি'।[১৩]

ইবনু আবী আছেম 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে দেখলেন তারা তাক্বদীর নিয়ে বিতর্ক করছে। এ এক আয়াত খণ্ডন করছে তো ও অন্য আয়াত খণ্ডন করছে। এ দেখে তিনি এতটাই রাগান্বিত হ'লেন যেন তাঁর মুখমণ্ডলে ডালিমের দানা গলে পড়ছে। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কি এজন্য সৃষ্ট করা হয়েছে, নাকি এজন্য আদিষ্ট হয়েছ? তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার কর না। তোমরা লক্ষ্য কর, কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের যা আদেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন কর, আর যা নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে দূরে থাক'।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাগ থেকে আক্বীদাগত বিষয়ে যেমন উল্টাপাল্টা কথা বলা নিষেধ বুঝা যায়, তেমনি ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় শিক্ষার উৎস নিয়ে তাঁর ক্রোধ হেতু বিরুদ্ধ ধারার উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ যে সমীচীন নয় তা বুঝা যায়।

আহমাদ (রহঃ) তার মুসনাদে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ وَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَىْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوْا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِى-

'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) একটা বই হাতে করে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসেন। তিনি বইটি একজন আহলে কিতাব (ইহুদী) থেকে পেয়েছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বইটি পড়ে রেগে যান। তিনি বলেন, হে খাত্ত্বাব তনয়! তোমরা কি এই বই নিয়ে পেরেশান হয়ে পড়লে? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট এক আলোকময় স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি, তোমরা তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেও না। তারা হয়তো তোমাদের সত্য খবর দেবে কিন্তু তোমরা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করবে অথবা বাতিল খবর দেবে, আর তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করে বসবে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! যদি মূসা (আঃ)ও আজ জীবিত থাকতেন তবে তার জন্যও আমার অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না'।[১৫]

এই হাদীছ ইমাম দারেমী (রহঃ)ও জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ. فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، أَمَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَمِنْ غَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِى لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لاَتَّبَعَنِىْ-

'ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রাসূল (ছাঃ) কোন কথা না বলে চুপ করে রইলেন। ওমর (রাঃ) তা পড়তে লাগলেন, এদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। তা দেখে আবুবকর (রাঃ) বলে উঠলেন, তুমি একেবারে গুম হয়ে যাও; তুমি নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা দেখতে পাচ্ছ না? ওমর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর

১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৮৫, যাওয়ায়েদ গ্রন্থে আছে- এই হাদীছের সনদ ছহীহ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ছহীহ ইবনু মাজাহতে বলা হয়েছে, সনদ হাসান, হাদীছ নং ৬৯।*

১৪. *ইবন আবী আছেম, আস-সুন্নাহ, তাহকীক : আলবানী নং ৪০৬। তিনি বলেছেন, এটির সনদ হাসান।*

১৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৫১৯৫, ৩/৩৮৭। ইরওয়াউল গালীল, হা/১৫৮৯, আলবানী, সনদ হাসান।*

চেহারার দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ্র ক্রোধ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমরা আল্লাহকে রব মেনে, ইসলামকে দ্বীন মেনে এবং মুহাম্মাদকে নবী মেনে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যদি তোমাদের মাঝে মূসা আত্মপ্রকাশ করতেন, আর তোমরা তার অনুসরণ করতে আর আমাকে বর্জন করতে তাহ'লে অবশ্যই তোমরা সোজা রাস্তা হারিয়ে ফেলতে। আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুঅত পেতেন তাহ'লে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন'।[১৬]

এ হাদীছের অনুরূপ অর্থে আবুদ দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) তাওরাতের কিছু অর্থবহ কথাসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি তাওরাতের কিছু অর্থবহ কথা। আমি বনু যুরাইকের আমার এক ভাই থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছি। একথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিগড়ে গেল। তা দেখে স্বপ্নে যিনি আযান দেখেছিলেন সেই আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ কি আপনার বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছেন? আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না? তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে দ্বীন, মুহাম্মাদকে নবী এবং কুরআনকে ইমাম মেনে সন্তুষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কষ্টের সেই আলামত দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যদি মূসা আজ তোমাদের মাঝে থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে তবে নিশ্চিতই তোমরা চরমভাবে বিপথগামী হ'তে। অন্যান্য উম্মতের মুকাবিলায় তোমরা আমার অংশভুক্ত এবং আমি অন্যান্য নবীদের মুকাবিলায় তোমাদের অংশভুক্ত'।[১৭]

এ ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা উপস্থিতদের পক্ষ থেকে শিক্ষকের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে দেখতে পাই। একই সঙ্গে আমরা শিক্ষকের চেহারা বিবর্ণ হওয়া এবং তার ভিত্তিতে গৃহীত পদক্ষেপও লক্ষ্য করি। এসব কিছু এক সাথে সংঘটিত হওয়ার ফলে উপদেশ গ্রহীতার মনে তার একটা বড় প্রভাব পড়ে। এখানে পর্যায়ক্রমে আমরা কাজগুলো দেখতে পাচ্ছি।

এক. কোন কথা বলার আগেই নবী করীম (ছাঃ)-এর চেহারা রাগে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

দুই. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) তা লক্ষ্য করে ওমর (রাঃ)-কে সতর্ক করেছেন।

তিন. ওমর (রাঃ) তাঁর ভুল সম্পর্কে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেছেন ও ভুল সংশোধনে দ্রুত এগিয়ে এসেছেন। ভুল যা হয়ে গেছে, সেজন্য নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রোষ থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চেয়েছেন এবং ইসলামের মৌল ভিত্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি তুলে ধরেছেন।

চার. ওমর (রাঃ) নিজের ভুল ধরতে পারায় এবং ভুল থেকে ফিরে আসায় নবী করীম (ছাঃ)-এর কপালের ভাঁজ বা রেখাগুলো স্বাভাবিক হয়ে গেল।

পাঁচ. মূল বিষয় হ'ল- নবী করীম (ছাঃ)-এর শরী'আতের অনুসরণ করা ফরয। অন্য কোন ধর্মীয় উৎস থেকে বিধি-বিধান গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। এটাই নবী করীম (ছাঃ)-এর শেষের কথায় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কোন অন্যায় অশোভনীয় কাজ দেখলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাঝে রাগের সঞ্চার হ'ত। তার উদাহরণ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর হাদীছ। তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِىَ فِىْ وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِىْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا-

'নবী করীম (ছাঃ) (মসজিদের) কিবলার দিকে কফ পড়ে থাকতে দেখলেন। বিষয়টা তাঁর মনকে এতটাই পীড়া দিল যে, তার আভা তাঁর চেহারায় ফুটে উঠল। তিনি উঠে গিয়ে নিজ হাতে তা আঁচড়িয়ে তুলে ফেললেন, তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে অবশ্যই তার প্রভুর সাথে চুপিসারে কথা বলে। অথবা তার ও কিবলার মাঝে তার রব অবস্থান করে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কখনই তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। তবে বামদিকে অথবা দু'পায়ের তলায় ফেলতে পারবে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের কোন তুলে ধরে তাতে থুথু ফেললেন; অতঃপর একাংশের উপর অন্য অংশ চাপা দিয়ে ডললেন এবং বললেন, অথবা এমন করবে'।[১৮]

এ রাগ ও ক্ষোভ থেকে ছালাতে থুথু ফেলার নিয়ম জানা গেল। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমাজে বিপর্যয় বা ফাসাদ সৃষ্টিকারী একটি ভুলের কথা জানতে পেরে রাগ প্রকাশ করেছিলেন। ছহীহ বুখারীতে আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّىْ وَاللهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا. قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِىْ مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا

১৬. *দারেমী হা/৪৩৫; মিশকাত হা/১৯৪, সনদ ছহীহ।*

১৭. *হায়ছামী মাজমা 'গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি তাবারানী তার আল-কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আবু আমের আল-কাসিম বিন মুহাম্মাদ আল-আসাদী নামে একজন লোক আছেন। আমি তার জীবনী আলোচনা করতে কাউকে পাইনি। অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। আল-মাজমা' ১/১৭৪।*

১৮. *বুখারী হা/৪০৫।*

النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ-

'এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ফজর ছালাতে আমাদের নিয়ে দীর্ঘ কিরাআতে ছালাত আদায় করে বিধায় আমি ফজর ছালাতের জামা'আতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, তার এই কথার ফলে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে এতটা কঠিনভাবে রাগ করতে দেখেছি যে আর কোন দিন তা করতে দেখিনি। পরে তিনি বলছিলেন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টিকারী কিছু লোক রয়েছে। তোমাদের যেই ছালাতে ইমামতি করবে সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের (ছালাত আদায়কারী মুক্তাদীদের) মধ্যে বয়োবৃদ্ধ, দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত অনেকেই থাকে'।[১৯]

মাসআলা জিজ্ঞাসাকারীর পালন করা কষ্টকর এমন বিষয়ে প্রশ্ন এবং সংশয়মূলক প্রশ্নের জন্যও উত্তর দাতার রাগ হ'তে পারে। এ সম্পর্কে যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِىٌّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا، وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ : لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ ضَالَّةُ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ-

'জনৈক বদ্দু নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নিলে সে সম্পর্কে কি করণীয় তা তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এক বছর ধরে তা প্রচার কর। তারপর তার ছিপি ও রশি সংরক্ষণ কর। তারপর যদি কেউ এসে তোমাকে এগুলো সম্পর্কে বলে তাহ'লে (তাকে তা দিয়ে দেবে) নতুবা তা খরচ করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারানো জিনিসটা যদি ছাগল হয়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের ভাগে পড়বে। সে বলল, যদি হারানো উট হয়? এ কথায় নবী করীম (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, তুমি উট ধরে কি করবে? তার সাথে তো তার পা ও পানীয় রয়েছে, সে পানিতে নেমে পানি পানি করবে এবং গাছ গাছালি খাবে। (এমনি করে তার মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে)'।[২০]

লক্ষ্যণীয় যে, ভুল সংঘটিত হওয়া, কিংবা চোখে পড়া কিংবা কানে আসার সাথে সাথে যদি সংশোধনকারী শিক্ষাদাতার চোখে মুখে তা ফুটে ওঠে তাহ'লে তা ঐ ভুল ও নিষিদ্ধ কথা বা কাজের বিরুদ্ধে তার দিল-জান যে তাজা রয়েছে এবং সে যে এ সবের ক্ষেত্রে নীরব নয়, তারই আলামত বলে গণ্য হবে। এভাবে তাৎক্ষণিক নিষেধে উপস্থিত লোকদের ঐ ভুল সম্পর্কে মনে ভয় জন্মে এবং অন্তরের উপর তার একটি কার্যকরী প্রভাব পড়ে। পক্ষান্তরে 'যুদ্ধ কবে কাল হাম জায়েগা পরশু' প্রবাদের মত বিলম্বিত তালে দেরীতে নিষেধ করলে কিংবা বিষয়টা নিষেধ না করে গোপন রাখলে তাতে আদেশ-নিষেধ তেমন প্রভাব ফেলবে না। অনেক সময় সেসব অন্যায় আমাদের গা সওয়া হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি আমাদের অনুভূতি শীতল হয়ে পড়বে।

অবশ্য যদি মনে হয়, মানুষ যখন সাধারণত জমা হবে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সমাবেশ করার কথা রয়েছে অথবা এই মুহূর্তে উপদেশ দেওয়ার মত যথেষ্ট লোক নেই পরে লোক জমা হ'লে উপদেশ দেওয়া হবে- তেমন ক্ষেত্রে সংঘটিত নিষিদ্ধ কাজ কিংবা ভয়াবহ কথার তাৎক্ষণিক নিষেধ ও প্রতিবাদ না করে লোকসমাবেশের সময়ও নিষেধ করা যাবে। এরূপ ক্ষেত্রে সরাসরি বা সাথে সাথে খাছ বা ব্যক্তিগত আদেশ-নিষেধে যেমন বাধা নেই, তেমনি বিলম্ব করে আমভাবে সকলকে আদেশ-নিষেধ করায়ও অসুবিধা নেই।

এ সম্পর্কে ছহীহ বুখারীতে আবু হুমায়েদ আস-সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে (যাকাত আদায়ের) কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। কাজ শেষে ঐ কর্মচারী এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! এগুলো আপনাদের আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থেকে দেখ না কেন- তোমাকে উপহার দেওয়া হয় কি-না? তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিকালে আছর ছালাতের পর (জনতার উদ্দেশ্যে) ভাষণের জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করলেন, মহান আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন তারপর বললেন, একজন আমিলকে (কর্মচারীকে) আমরা নিয়োগ দেই, তারপর এমন কি অবস্থা ঘটে যে, সে আমাদের কাছে এসে বলে, এগুলো তোমাদের জন্য সংগৃহীত, আর এগুলো আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থেকে দেখুক না কেন- তাকে উপহার দেওয়া হয় কি-না? যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! যাকাতের সম্পদ থেকে যে কেউ তার কিছুমাত্র আত্মসাৎ করবে ক্বিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে হাযির হবে। যদি সেটা একটা উট হয় তাহ'লে সে তাকে নিয়ে হাযির হবে আর সেটা তার নিজ স্বরে ডাকতে থাকবে। যদি তা গরু হয় তবে যখন সে তা নিয়ে হাযির হবে তখন তা হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে থাকবে। আর যদি ছাগল হয় তবে উপস্থিতকালে তা ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। আমি (তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিলাম। আবু হুমায়েদ (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত এতখানি উঁচু করলেন যে, আমরা তাঁর দু'বগলের শুভ্র রঙ দেখতে পাচ্ছিলাম'।[২১] *[চলবে]*

১৯. *বুখারী হা/৭১৫৯।*
২০. *বুখারী হা/২৪২৭; ফাৎহুল বারী হা/২৪৩৬।*
২১. *বুখারী হা/৬৬৩৬।*

স্বাধীন হায়দারাবাদকে যেভাবে ইন্ডিয়া দখল করে নেয়

-ফাহমীদুর রহমান

ঊনিশ আর বিশ শতককে বলা যায় মুসলমানদের জন্য এক ক্ষয়িষ্ণুতার যুগ। একালে এসে মুসলমানরা যা পেয়েছে, তার চেয়ে হারিয়েছে অনেক বেশি। সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত থাবা একালে মুসলমানদের যত বেশি রক্ত ঝরিয়েছে বোধ হয় এর নযীর ইতিহাসে খুব একটি পাওয়া যাবে না। দেখতে দেখতে মুসলমান দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের করতলগত হয়েছে। শত শত বছরের মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খেলাফত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে। আর সে সাথে মুসলমানদের উপর নির্যাতন আর নিবর্তণের দীর্ঘ ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে। এরকম এক ট্র্যাজেডির নাম 'হায়দারাবাদ'।

সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত বৃটেন শুধু মুসলিম দুনিয়ায় তার খবরদারি আর রক্তক্ষয় করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপনিবেশগুলো থেকে বিদায় নেবার সময় তারা এমনসব সমস্যা জিইয়ে রেখে গেছে যার মাশুল আজও মুসলমানদের গুণতে হচ্ছে। এর একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে আজকের কাশ্মীর। কিন্তু কাশ্মীরের সাথে হায়দারাবাদের পার্থক্য হচ্ছে কাশ্মীরের জনগণ অদ্যাবধি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী জিহাদ জারী রেখেছে আর হায়দারাবাদের আযাদী-পাগল মানুষের সংগ্রামকে অত্যাচার আর নিবর্তণের স্টিমরোলারের তলায় স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বাধীন হায়দারাবাদের নাম পৃথিবী মনে রাখেনি। হায়দারাবাদ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, তার ছিল স্বাধীন প্রশাসন, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এসব আজ বিস্মৃত প্রায়, ইতিহাসের গর্ভে আশ্রয় পেয়েছে।

মীর লায়েক আলীর লেখা 'The Tragedy of Hyderabad' গ্রন্থে হায়দারাবাদের আযাদী-পাগল মানুষের সে বেদনাঘন কাহিনীর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মীর লায়েক আলী ছিলেন স্বাধীন হায়দারাবাদের শেষ প্রধানমন্ত্রী। আগ্রাসী ভারতের বিরুদ্ধে হায়দারাবাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে এই লায়েক আলী তাঁর দেশের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য শেষাবধি লড়াই চালিয়েছিলেন। এ লড়াই যখন চলছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনী স্বাধীন হায়দারাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন বিশ্বশান্তির মন্ত্র উচ্চারণকারী পুরোহিত দেশগুলো এ অবিচার ও যুলুমের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেনি। এমনকি জাতিসংঘও না।

হায়দারাবাদের মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে। তখন থেকেই হায়দারাবাদকে কেন্দ্র করে মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে, তা পুরো দাক্ষিণাত্যকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও হায়দারাবাদ পুরোপুরি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের সাথে চুক্তি সাপেক্ষে একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশের বিদায়ক্ষণেই হায়দারাবাদের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন বুঝতে পেরেছিল পৃথিবী জুড়ে তার কারবার করার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তখন তারা ভারত ত্যাগের একরকম প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিল। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দুদের সহযোগিতায়। তাই বিদায়কালেও তারা পুরনো মিত্রকে অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। ভারত বিভক্ত হোক এবং ভারতের বুক জুড়ে মুসলিম লীগের দাবী মোতাবেক একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক মুসলিম বিদ্বেষী বৃটেন কখনোই চায়নি।

ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ছিলেন নেহেরুর ব্যক্তিগত বন্ধু। তিনিও চাননি ভারত বিভক্ত হোক। কেবলমাত্র কায়েদে আযমের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সামনে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের দাবীকে অখণ্ডনীয় বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানের দাবীকে যখন ধূলিসাৎ করা গেল না, তখন নেহেরু ও তার সাম্রাজ্যবাদী বন্ধু মাউন্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে বিকলাঙ্গ পাকিস্তান দেয়ার ব্যবস্থা করলো। মুসলমানদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা ও ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে খর্বাকৃতির পাকিস্তান দেয়ার এসব গোপন পরামর্শের কথা পরবর্তীকালে ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক লাপিয়ের কৃত 'Freedom at Midnight' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। দেশ বিভাগের সময় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, দেশীয় রাজ্যগুলো তাদের ইচ্ছানুসারে ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে অথবা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারবে। মীর লায়েক আলী জানিয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই হায়দারাবাদের নিযাম মাউন্টব্যাটেনের কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, হায়দারাবাদ ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রেই যোগ দিবে না, সে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই থাকবে।

মাউন্টব্যাটেন উত্তরে নিযামকে জানান যে, তিনি তার পত্র যথাযথভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি খুব শিগগিরই তার উত্তর আশা করছেন। মীর লায়েক আলী লিখেছেন- উত্তরপত্রটি অবশ্য কখনোই আসেনি। কেননা মাউন্টব্যাটেন পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন, তিনি নিযামের পত্রটি ব্রিটিশ সরকারের নিকট আদৌ প্রেরণ করেননি। মাউন্টব্যাটেনের এই স্বীকৃতির সাথেই যোগ রয়েছে হায়দারাবাদকে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দের গভীর ষড়যন্ত্রের কথা। ভারত বিভাগের পরেও কংগ্রেস মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেছিল। এ ছিল তার মুসলমানদের সাথে বেঈমানীর পুরস্কার।

মাউন্টব্যাটেনকে কংগ্রেস কর্তৃক গভর্ণর জেনারেল নিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজ্যগুলোকে সুচতুর দক্ষতার সাথে ভারতভুক্ত করা। দেশীয় রাজ্য হিসাবে কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক এবং নেহেরুর দৃষ্টি বেশি করে পড়েছিল এ দু'টি রাজ্যের ওপর। দেশ বিভাগের সাথে সাথে হায়দারাবাদ নিজেকে স্বাধীন হিসাবে ঘোষণা করে। সেখানে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি

স্বাধীন সরকারের জন্য যা যা প্রয়োজন তাও চালু করা হয়। কিন্তু অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা নেহেরু এটা মেনে নিতে পারেননি যে, ভারতের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পাকিস্তানের মতো আরেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। তাই তিনি একে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাতারাতি দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আগ্রাসনের তারিখ নির্ধারিত হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮। এ দিনটি নির্ধারণ করার পেছনে একটি কারণ ছিল। এর মাত্র দু'দিন আগে কায়েদে আযম ইন্তেকাল করেছিলেন- সমগ্র পাকিস্তান তখন শোকে মুহ্যমান। ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল, এ সময় হায়দারাবাদে অভিযান চালালে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তেমন কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। কার্যত তাই হয়েছিল। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ভারতীয় বাহিনীর সাথে হায়দারাবাদের সেনাবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি। হায়দারাবাদ ভারতের পদানত হয়েছিল। মাত্র পাঁচ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী ৭০,০০০ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ এগুলো তো ছিলই। এই যে সার্বিক গণহত্যা, ভারতীয় বাহিনীর মানবতা বিরোধী রক্তক্ষয় ও লোকক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিশ্ববিবেক চোখ তুলে তাকায়নি।

জাতিসংঘ থেকে খবর এলো- হায়দারাবাদ সংক্রান্ত যে আলোচনা সভা ১৬ই সেপ্টেম্বর হওয়ার কথা ছিল, তা ২০ তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুসলিম দমনের যে চিত্র একালে আমাদের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তা একটিই ইঙ্গিত করে, মুসলিম নিবর্তণের ক্ষেত্রে সারা দুনিয়ার সব শক্তিই এক ও অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। তাই হায়দারাবাদে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের চালিকাশক্তিগুলো নিষ্ক্রিয়তার অভিনয় করে গেছে।

হায়দারাবাদের যুদ্ধ থেকে আরেকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে- মুসলমানের বিপর্যয় তার ভিতর থেকেই যুগে যুগে সূচিত হয়েছে। যুদ্ধে নিযাম বাহিনীর পরাজয় এতো ত্বরিত গতিতে সম্ভব হ'ত না, যদি হায়দারাবাদ বাহিনীর প্রধান এল এদরুস বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন। পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফর যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সাঈদ আহমদ এল এদরুস তার পুনরাভিনয় করেছিলেন মাত্র। এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না, যদি বিশ্বাসঘাতক এল এদরুসের পাশে দেশপ্রেমিক কাশেম রিজভীর নাম উচ্চারিত না হয়।

এই দেশপ্রেমিক নিজস্ব উদ্যোগে দুই লাখ সদস্যের এক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করেছিলেন, যারা ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

হায়দারাবাদ আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের জন্য কতকগুলো দিক নির্দেশনাও রেখে গেছে। অখণ্ড ভারত তত্ত্বের প্রবক্তরা উপমহাদেশব্যাপী ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন এখনো বিসর্জন দেয়নি। এ স্বপ্নের কথা সেই দশম শতাব্দীতে আলবেরুনী তার 'কিতাবুল হিন্দ'-এ পরিস্কারভাবে লিখে গেছেন। মনুসংহিতার সমাজের প্রধানরা যে অন্যের ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে কখনোই মেনে নেয় না, তার কথা আলবেরুনীর চেয়ে সুন্দরভাবে কেউ বলতে পারেননি। আধুনিককালে জওয়াহেরলাল নেহেরু তার 'Discovery of India' গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী সে স্বপ্ন বিস্তারের কথা পুনরায় উচ্চারণ করেছেন। এ ইতিহাসের পাতাগুলো আজ আমাদের নেড়ে-চেড়ে দেখবার প্রয়োজন আছে বৈকি! কারণ যে শক্তি হায়দারাবাদের বুক চিরে রক্তের বন্যা ছুটিয়েছিল, তারা যে আমাদের আযাদীকে পায়ের তলে পিষে মারবে না তার কোন গ্যারান্টি নেই। সে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কাশেম রিজভীর মতো দেশপ্রেমিকদের কোমর বেঁধে দাঁড়ানোর সময় আজ এসেছে। *(সূত্রঃ বুকমাস্টার প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'সাম্রাজ্যবাদ' গ্রন্থ)।* *॥ সংকলিত ॥*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com
নিয়মিত প্রকাশনার ১৯ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৭
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৭

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯,
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

ইসলামিক স্টেটের আকর্ষণ কি?

-মশিউল আলম

আইএসের সহিংস তৎপরতার ফলে লাভ হচ্ছে কার? গুলশান হত্যাযজ্ঞে অংশ নিয়ে যে তরুণরা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের মধ্যে দু'জন ছিল পলিগ্রামের সন্তান, একজন মাদ্রাসায় পড়েছিল। বাকি সবাই শহুরে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। পড়াশোনা করেছে রাজধানীর অভিজাত ও ব্যয়বহুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কেউ কেউ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়েও।

বিজ্ঞ মহলে এতকাল বলা হয়েছে যে, উগ্রপন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রতি সহজেই যাদের আকর্ষণ করা যায়, তারা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত গ্রামাঞ্চলের তরুণ-যুবক। বিশেষতঃ যারা মাদ্রাসায় পড়ে, লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে থাকে ইত্যাদি। উন্নয়নবিশারদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিক ব্যক্তিগণ বলে থাকেন, দারিদ্র্য দূর হলেই মৌলবাদ-উগ্রপন্থা-সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি দূর হবে। কিন্তু গুলশান ট্র্যাজেডির কুশীলবেরা এক নতুন কিংবা আমাদের কাছে এ যাবৎ অজ্ঞাত এক বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়ে গেল। তারা যেন বলে গেল, আর্থসামাজিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের বিবেচনায় আছে। সে বিষয়ের গুরুত্ব তাদের কাছে এতই বেশী যে, সে জন্য তারা অকাতরে আত্মবিসর্জনও দিতে পারে।

কী সেই বিষয়?

প্রথমতঃ বিদ্রোহ। তারুণ্য বিদ্রোহের বয়স। ভালো বা মন্দ অর্থে নয়; বিদ্রোহ শব্দটি দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করছি। এই তীব্র আবেগ জাগে সাধারণত প্রতিক্রিয়া থেকে। অর্থাৎ বিদ্রোহ মৌলিক আবেগ নয়, কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়ামূলক আবেগ। কিন্তু কিসের প্রতিক্রিয়া? কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? যার মনে বিদ্রোহ জাগে তার বিবেচনায় যা কিছু অন্যায়, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

রাজনৈতিক ইসলামের একশ্রেণীর তাত্ত্বিক মনে করেন, ইউরোপ-আমেরিকার শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ভূ-রাজনৈতিক আচরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ, প্রপাগাণ্ডা, সর্বোপরি সামরিক তৎপরতা সবকিছুর লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট হ'ল মুসলিম বিশ্ব বা ইসলামী উম্মাহ। ইসলাম আর মুসলমানই তাদের প্রধান শত্রু। তাদের এই শত্রুতার সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত ফিলিস্তীন, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া। তাদের তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এটা তাদের ক্রুসেড। এই ক্রুসেডেরই প্রতিক্রিয়া হ'ল জিহাদ।

ইরাক যুদ্ধের পরিণতিতেই আইএস-এর জন্ম হয়েছে এ রকম স্বীকারোক্তিমূলক কথা এখন পাশ্চাত্যে উচ্চারিত হচ্ছে। ইরাক যুদ্ধেরও আগে থেকে আছে যে আল-কায়েদা, তারও জন্ম পাশ্চাত্যবিরোধী প্রতিক্রিয়া থেকে। সব প্রতিক্রিয়ার একটা আদি উৎস ফিলিস্তীন। আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় ইসরাঈল নামের যে কৃত্রিম রাষ্ট্রটি বিশাল ফিলিস্তীন ভূখণ্ডকে দিনে দিনে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, যে সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতন তারা এখনো ফিলিস্তীনী জনগোষ্ঠীর ওপর চালিয়ে যাচ্ছে, তা আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের মতো সংগঠনগুলোর তীব্র ক্রোধ ও ভয়ংকর জিঘাংসার এক অন্তহীন উৎস।

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতিতে জন্ম হয়েছে তালেবান ও আল-কায়েদার মতো অনেক সশস্ত্র ইসলামী গোষ্ঠীর। সমগ্র আরব দুনিয়া থেকে হাযার হাযার তরুণ-যুবক ছুটে গিয়েছিল পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। সঊদী ধনকুবেরের পুত্র ওসামা বিন লাদেন, মিসরীয় চিকিৎসক আয়মান আল-জাওয়াহিরি, এমনকি জর্ডানের ছোট্ট শহর জারকার তরুণ আবু মুস'আব আয-যারকাবীর (আজকের ইসলামিক স্টেট যাকে তাদের স্বপ্নদ্রষ্টা পথিকৃৎ হিসেবে মানে) জিহাদের দীক্ষালাভ ঘটেছে আফগানিস্তানের পাথুরে-পাহাড়ী রণাঙ্গনে। বাংলাদেশের আদি ইসলামী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সূতিকাগারও সেই আফগানিস্তান। স্নায়ুযুদ্ধের সেই কালে আমেরিকা ও তার পশ্চিমা মিত্রশক্তিগুলো প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বতোভাবে মদদ জুগিয়েছিল ইসলামপন্থী যোদ্ধা বা মুজাহিদদের। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপ ও স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে নিল তালেবান। শুরু হ'ল দেশটির বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে তালেবানের পাশে দাঁড়াল ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা। সেই সঙ্গে শুরু হ'ল বৈশ্বিক জিহাদ। বিস্ময়কর এক শত্রু সৃষ্টি করে নিল আমেরিকা ও তার মিত্ররা। তারা সেই শত্রুর নাম দিল 'মিলিট্যান্ট ইসলাম'।

ইরাকের সাদ্দাম হোসেন সেই মিলিট্যান্ট ইসলামকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, এমনকি তিনি নিজেই এক মহা সন্ত্রাসবাদী, তাঁর কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে, এই মিথ্যা অজুহাতে আমেরিকা ও তার মিত্ররা ব্যাপক বিধ্বংসী আগ্রাসন চালাল ইরাকে। লাখ লাখ মানুষের প্রাণ গেল, দেশটা তো ধ্বংস হ'লই, ধ্বংস হ'ল মানুষে মানুষে শত বছরের সম্প্রীতি। শী'আ-সুন্নী-কুর্দি-ইয়াযীদী বিরোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ইরাকী সমাজের বুনন। গড়ে উঠল কয়েক ডজন সশস্ত্র গোষ্ঠী। ইরাকের পর লিবিয়া, তথাকথিত আরব বসন্তের আগুনে বাতাস দিয়ে ও ইন্ধন জুগিয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে বানানো হ'ল এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড। সিরিয়ার প্রলম্বিত গৃহযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর জন্য দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র ও অর্থ জুগিয়ে যে ব্যাপক বিধ্বংসী নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হ'ল, তারই মধ্যে অভ্যুদয় ঘটল ইসলামিক স্টেট নামের এক স্বঘোষিত খিলাফত রাষ্ট্রের। আল-কায়েদার ছোট ভাই,

একদা লাদেন-অনুগত কিন্তু পরে অবাধ্য এই দুর্ধর্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠী ইরাক ও সিরিয়ার বিরাট অঞ্চল দখল করে নিয়ে ওই দুই দেশের সীমান্তরেখা মুছে দিয়ে ঘোষণা করল পৃথিবীতে খিলাফতের পুনরুত্থান ঘটেছে; আবুবকর আল-হুসাইনী আল-কুরায়শী আল-বাগদাদী সেই রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন বা খলীফা।

সিরিয়ার রাক্কা শহরকে রাজধানী করে ঘোষিত সেই ইসলামিক স্টেট বা খিলাফতের আয়তন ২০১৪ সালের জুন মাসে ছিল গ্রেট ব্রিটেনের আয়তনের সমান।

যদিও গুলশান হামলার দায় আইএস স্বীকার করেছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সূত্রে বলা হয়েছে, তবু ওই হামলায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের সিরিয়া-ইরাকভিত্তিক ওই সংগঠনটিই যে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করেছে এ ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত হতে পারিনি। কিন্তু এটা অন্তত বলা যায়, তারা প্রেরণা পেয়েছে আইএসের মতো সংগঠন থেকেই। যেটাকে 'মগজ ধোলাই' বলা হচ্ছে, তার জন্য সিরিয়ার আলেপ্পো বা রাক্কায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই; ইউরোপ-আমেরিকার মতো জিহাদী মন্ত্রে দীক্ষাদানের কাজ এই বাংলাদেশেও বেশ ভালোভাবে সম্ভব। অনেকে অনেকবার বলেছেন, আইএস শুধু একটি সংগঠনই নয়, একটা ভাবাদর্শও বটে। আমি বরং বলব, আইএস প্রধানতই একটা ভাবাদর্শ, যার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নেই এবং যার আকর্ষণ সারা পৃথিবীর মুসলমান তরুণদের মধ্যে ক্রমশ বেড়েছে।

সংবাদপত্রে পড়লাম, ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে ১৫ জন মুসলমান তরুণ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তারা আইএসে যোগ দিতে সিরিয়ায় গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওই তরুণদের একজন 'হোয়াটস অ্যাপ'-এ স্বজনদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে, 'আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আমি সিরিয়ায় চলে গেলাম'। 'আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এই তরুণদের কাছে এক আকর্ষণীয় রোমাঞ্চ। এই দুঃসাহসিক অভিযানে তার মৃত্যু হতে পারে, এটা সে জানে। কিন্তু এভাবে মৃত্যু হলে তার আফসোস থাকবে না। কারণ তাকে বোঝানো হয়েছে এই মৃত্যু মহান। এটাকে বলে শাহাদাত; যার পুরস্কার জান্নাত। ইহলৌকিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধের রোমাঞ্চের সঙ্গে পারলৌকিক পুরস্কারের আকর্ষণই এই তরুণদের কাছে ইসলামিক স্টেটের মূল আকর্ষণ।

এদের 'মগজ ধোলাই' বলতে যা বোঝানো হচ্ছে, তার মোদ্দাকথা এটাই। কিন্তু শুধু তো ইসলামিক স্টেটই এসব কথা বলে না, আল-কায়েদার বক্তব্যও একই। মধ্যপ্রাচ্যে আরও কয়েক ডজন ইসলামী সশস্ত্র গোষ্ঠী আছে, তাদের বক্তব্যও একই ধরনের। তাহ'লে এই তরুণেরা শুধু ইসলামিক স্টেটের পেছনে ছুটছে কেন?

কারণ, দু'বছর ধরে বৈশ্বিক জিহাদের ১ নম্বর ব্র্যান্ড হ'ল ইসলামিক স্টেট বা আইএস। আল-কায়েদাকে টপকে আইএস কী করে ১ নম্বর হ'ল?

প্রথমতঃ ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বিভীষিকাপূর্ণ সামরিক আগ্রাসন এবং সাদ্দাম হোসেনের সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার ফলে। সাদ্দাম- সেনারাই এখন আইএসের প্রধান সামরিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ আইএস ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, যেটা সারা বিশ্ব থেকে ছুটে যাওয়া আইএস যোদ্ধাদের নিরাপদ ঘাঁটি বা 'সেফ হেভেন' হিসেবে কাজ করছে। তৃতীয়তঃ আইএসের আছে অত্যন্ত শক্তিশালী এক প্রপাগান্ডা মেশিন বা প্রচারযন্ত্র। চতুর্থতঃ আইএসের দর্শন নিরেট বিশুদ্ধতাবাদী; তারা তাদের ভাষায় আদি বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ইসলামের বহু রূপ তারা বরদাশত করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শী'আ ইসলাম মুসলিম জাহানে তাদের প্রধান শত্রু। পঞ্চমতঃ আইএসের কর্মপদ্ধতি তার যোদ্ধাদের কাছে দর্শনীয়ভাবে রোমাঞ্চকর, যাকে বলে 'থ্রিলিং'। তাদের কাছে আইএস এক বিপ্লবী শিহরণের নাম।

এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে জিহাদী তরুণের মনে ইসলামিক স্টেটের যে রূপ দাঁড়িয়ে গেছে, তা চূড়ান্ত অর্থে বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিশোধের প্রতীক এবং সেই বিদ্রোহ পরকাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কেননা পুরস্কারের আশ্বাসও সেখানে রয়েছে। কিন্তু এই ইউটোপিয়ায় আকৃষ্ট তরুণমন বিচারী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা বোধ করে না। সে প্রশ্ন তোলে না, বৈশ্বিক রাজনীতির কোনো গোপন খেলার ঘুঁটি হিসেবে সে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না। সে প্রশ্ন তোলে না, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সঙ্গে নারী-শিশুসহ নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের ওপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানোর সম্পর্ক কী। এই প্রশ্নও তার মনে জাগে না, নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের ওপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানোর ফলে তাদের সম্পর্কে সমাজে কি ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। তারা জানতে চায় না, ইঙ্গ-মার্কিন গণতন্ত্র রফতানীকারকদের হাতে মধ্যপ্রাচ্যে যত মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে, তার চেয়ে কত বেশী মুসলমান মারা গেছে নিজেদের মধ্যে সহিংসতায়। তারা জানতে চায় না, শী'আ-সুন্নীসহ বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভক্তি ও বিরোধ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে ক্ষতি হচ্ছে কার। আমেরিকা ও তার মিত্রদের 'ক্রুসেডী' দুনিয়ার, নাকি ইসলামী উম্মাহ্‌র?

সর্বোপরি এই তরুণদের মনে এমন জিজ্ঞাসা জাগে না, আইএসের সহিংস তৎপরতার ফলে লাভ হচ্ছে কার? কে মূল বেনিফিশিয়ারী?

(সংকলিত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয়

*ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী**

(৫ম কিস্তি)

প্রশ্ন নং ১০ : বুখারী ও মুসলিম কি বিশুদ্ধ কিতাব?

উত্তর : আলেম সমাজ একমত যে বুখারী ও মুসলিম বিশুদ্ধ কিতাব। এ দু'টি কিতাবকে একত্রে 'ছহীহায়ন' তথা বিশুদ্ধ দু'খানা কিতাব বলা হয়। বুখারী ও মুসলিমের বিশুদ্ধতার বিষয়ে মনীষীদের সুচিন্তিত অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

ছহীহ বুখারী :

১. জমহূর মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতে, أصح الْكتب بعد كتاب الله الصحيح البخارى- 'আল্লাহ্র কিতাব কুরআনুল কারীমের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব হ'ল ছহীহুল বুখারী'।[১]

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ইমাম নববী সহ অসংখ্য মুসলিম মনীষী বলেছেন, اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة- 'জমহূর ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কুরআনুল কারীমের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হ'ল 'ছহীহায়ন' তথা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম। আর ছহীহ বুখারী হ'ল উভয় কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম, অধিক উপকারী, সুপরিচিত ও সূক্ষ্ম'।[২]

৩. হাফেয মূসা ইবনে হারূণ বলেন, لو أن أهل الاسلام اجتمعوا على أن ينصبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل ما قدروا عليه- 'যদি সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ) কর্তৃক সংকলিত ছহীহ আল-বুখারীর মতো উঁচু মানের ও বিশুদ্ধ কিতাব সংকলন করতে চেষ্টা করে, তবুও তারা তা করতে সক্ষম হবে না'।[৩]

৪. হাফেয আবু ইয়ালা আল-খলীলী স্বীয় 'ইরশাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, رحم الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَإِنَّهُ ألف الْأُصُول يَعْنِي أُصُول الْأَحْكَام من الْأَحَادِيث وَبَين للنَّاس وكل من عمل بعده فَإِنَّمَا أَخذه من كِتَابه كمسلم بن الْحجَّاج 'আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (রহঃ)-এর প্রতি রহম করুন। কেননা তিনি ইলমে হাদীছের হুকুম-আহকাম তথা মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন ও তাঁর পরে যারা একাজ করবে তাদের প্রত্যেকের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। বস্তুত তাঁর সংকলিত ছহীহ বুখারী থেকে অন্যান্য মুহাদ্দিছ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যেমন ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)।[৪]

৫. ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخارى- অর্থাৎ 'হাদীছের এসব কিতাবের মধ্যে ছহীহ আল-বুখারী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কোন কিতাব নেই'।[৫]

৬. আবূ জা'ফর মাহমূদ ইবনে আমর আল-আকীলী বলেন, لما ألف البُخَارِيُّ كتاب الصَّحِيْح عرضه على أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وعلى بن الْمَدِينِيّ وَغَيرهم فاستحسنوه وشهدوا لَهُ بالصِّحَّة الا فِي أَرْبَعَة أَحَادِيث- অর্থাৎ ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ আল-বুখারীর পাণ্ডুলিপি আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ সমকালীন জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণের নিকট পেশ করেন। তাঁরা একে উত্তম বলে অভিহিত করেন এবং মাত্র চারটি হাদীছ ব্যতীত সকল হাদীছের বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। অবশ্য ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর শর্তে ঐ চারটি হাদীছও ছহীহ'।[৬]

৭. আবু যায়েদ আল-মারওয়াযী বলেন, كنت نَائِما بَين الرُّكْن وَالْمقَام فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا زيد إِلَى مَتى تدرس كتاب الشَّافِعِي وَلَا تدرس كتابي، فَقلت يَا رَسُول الله وَمَا كتابك قَالَ جَامع مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل- অর্থাৎ আমি রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে ঘুমন্ত ছিলাম। এ সময় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলছেন, হে আবু যায়েদ! শাফেঈর কিতাবের দারস আর কতদিন দিবে,

---

** প্রধান মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, জামালপুর।*

১. *আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (হানাফী), উমদাতুল ক্বারী (বৈরূত : দারু এহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), ১/৫ পৃঃ; জালালুদ্দীন জালালাবাদী; মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন (হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, তাবি), পৃঃ ৫৮; মান্না আল-কাত্ত্বান, তারীখুত তাশরীয়িল ইসলামী (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ ১৯৯৬ ইং/১৪১৭ হিঃ), পৃঃ ৯৪।*

২. *শরহে মুসলিম লিন নববী, ১/১৫ পৃঃ, সাইয়েদ ছিদ্দীক হাসান কানুহী, আল-হিত্তাহ ফী যিকারিছ ছিহাহ সিত্তাহ, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলয়িয়্যাহ, ১৯৮৫ ইং), পৃঃ ১৬৮; হাজী খলীফা, কাশফুয যুনূন (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১/৫৪১ পৃঃ; তাদবীবুর রাবী, পৃঃ ৬৭।*

৩. *হাফেয জালালুদ্দীন আল-মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৯৯২ইং), ২৪/৪৫৭; হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, (বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬ইং/১৪১৭ হিঃ), ১২/৪৩৪ পৃঃ।*

৪. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, হুদা আস-সারী মুক্বাদ্দামাতু ফাতহিল বারী (রিয়ায : মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৭ইং/১৪১৮ হিঃ), পৃঃ ১৪।*

৫. *শাব্বীর আহমাদ উছমানী, মুক্কাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম (দেওবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ১৯৯৯ ইং), ১/৯৭ পৃঃ; তাদবীবুর রাবী, পৃঃ ৭০।*

৬. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৩ ইং/১৪১৩ হিঃ), ৫/৩৭ পৃঃ; হুদা আসসারী মুক্বাদ্দামাতু ফাতহিল বারী, পৃঃ ৯।*

আমার কিতাবের দারস দিবে না? তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার কিতাব কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারীর জামি' তথা ছহীহ বুখারী।[৭]

ছহীহ মুসলিম :

এ বিশ্বে ইলমে হাদীছের যতগুলো কিতাব সংকলিত হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি কিতাবকে ওলামায়ে কেরাম 'ছহীহায়ন' তথা 'বিশুদ্ধতম দু'টি কিতাব' বলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ ছহীহায়নের একটি হ'ল ছহীহ মুসলিম। অধিকাংশ মুহাদ্দিছীনে কেরাম ছহীহায়নের ছহীহ বুখারীকে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম বলে অভিমত পোষণ করলেও আবু আলী নিসাপুরীসহ মুসলিম বিশ্বের ও পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক মনীষী অভিমত পোষণ করেছেন যে, أن كتاب مُسلم أفضل من كتاب البُخَارِيّ ছহীহ মুসলিম ছহীহ বুখারীর চেয়ে উত্তম।[৮]

১. হাফেয ইবনে মান্দাহ (রহঃ) বলেন, سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري، يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث অর্থাৎ আমি আবু আলী নিসাপুরীকে বলতে শুনেছি, এ আকাশের নীচে ছহীহ মুসলিমের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ইলমে হাদীছের কোন কিতাব নেই'।[৯]

২. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله অর্থাৎ 'ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর ছহীহ মুসলিমের কারণে এত দ্রুততার সাথে এমন মহান সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এত দ্রুততার সাথে ঐ স্তরে পৌঁছা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়'।[১০]

৩. হাফেয মুসলিম ইবনে কুরতুবী (রহঃ) ছহীহ মুসলিম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, لم يضع أحد في الإسلام مثله অর্থাৎ 'ইসলামে এরূপ গ্রন্থ কেউ রচনা করতে সক্ষম হয়নি'।[১১]

৪. আবু সাঈদ ইবনে ইয়া'কূব বলেন, رأيت فيما يرى النائم كأن أبا علي الزغوري يمضي في شارع الحيرة وفي يده جزء من كتاب مسلم يعني ابن الحجاج، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال نجوت بهذا وأشار إلى ذلك الجزء. অর্থাৎ 'প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ আয-যাগূরীকে যেন স্বপ্নে দেখলাম, তিনি নিসাপুরের 'হিরাত' নামক রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন এবং তাঁর হাতে রয়েছে ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের সংকলিত হাদীছগ্রন্থ ছহীহ মুসলিমের একটি খণ্ড। আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? তখন তিনি ছহীহ মুসলিমের খণ্ডটির দিকে ইশারা করে বললেন, এর বদৌলতে আমি (জাহান্নাম থেকে) নাজাত পেয়েছি'।[১২]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ ছহীহ মুসলিম সংকলনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে শুধু নিজের অভিমত ও দৃষ্টিকোণকেই প্রাধান্য দেননি; বরং তৎকালীন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের অভিমত ও পরামর্শানুযায়ী হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إِنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ অর্থাৎ শুধু আমার নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে এ কিতাবে হাদীছ সন্নিবেশ করিনি; বরং যে সকল হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমকালীন মুহাদ্দিছগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন ঐ সকল হাদীছও লিপিবদ্ধ করেছি'।[১৩]

ছহীহ মুসলিমের পাণ্ডুলিপি বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল মনীষীর নিকট পেশ করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আবু যুর'আ অগ্রগণ্য, যিনি হাফেযুল হাদীছ নামে খ্যাত। মাক্কী ইবনে আবদান বলেন,

سمعت مسلما يقول : عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرعة فكل ما أشار على في هذا الكتاب ان له علة وسببا تركته وكل ما قال : أنه صحيح ليس له علة فهو الذى أخرجت.

'আমি ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি এ কিতাব (ছহীহ মুসলিম) আমার শ্রদ্ধেয় উস্তায প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু যুর'আ-এর নিকট উপস্থাপন করেছি। অতঃপর যে হাদীছের মধ্যে ত্রুটি আছে বলে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, আমি নিঃসংকোচে তা পরিত্যাগ করেছি। আর যে সকল হাদীছ বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত বলে অভিমত পোষণ করেছেন, সে সকল হাদীছ আমি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি'।[১৪]

ছহীহ মুসলিম সংকলনান্তে ইমাম মুসলিম (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ما وضعت في هذا المسند شيئا الا بحجة ولا اسقطت شيئا منه الا بحجة. অর্থাৎ বিশুদ্ধতার

---

৭. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, মুকাদ্দামাতু ফাতহিল বারী (বৈরূত : ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, তাবি), ১/৪৭৮; আত-তুহফাতু লিতালিবিল হাদীছ, পৃঃ ৮।*

৮. *হুদা আস-সারী, পৃঃ ১৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫৬৭ পৃঃ; তারীখুত তাশরীঈল ইসলামী, পৃঃ ৯৪; শরহে ছহীহ মুসলিম নববী, ১/১৫ পৃঃ।*

৯. *তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৮৯ পৃঃ; তারীখু বাগাদাদ, ৩/১০১ পৃঃ; শাযারাতুয যাহাব, ২/১৪৪ পৃঃ।*

১০. *তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৪২৭ পৃঃ; মুকাদ্দামাতু ফাতহিল মুলহিম, ১/৯১ পৃঃ; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৫৬৭ পৃঃ।*

১১. *হায়াতুল মুছান্নিফীন, পৃঃ ৫৫; হুদা আস-সারী বারী, পৃঃ ১৬।*

১২. *বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ২৩২।*

১৩. *আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফুদ্দীন নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম (দারুত তাহাভী, তা.বি), ১/১৬ পৃঃ; আল-হিত্তাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ সিত্তাহ, পৃঃ ২০১; তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ৭৩।*

১৪. *আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওছমানী, ফাতহুল মুলহিম, (দেওবন্দ : মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ১৯৯৯ খ্রিঃ), ১/১০১ পৃঃ; মিফতাহুল উলূম ওয়াল ফুনূন, পৃঃ ৫৮।*

অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোন হাদীছ আমি এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিনি এবং অশুদ্ধতার অকাট্য প্রমাণ ছাড়া কোন হাদীছ আমি পরিত্যাগও করিনি'।[১৫]

ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় অমর সংকলন ছহীহ মুসলিমের বিশুদ্ধতার প্রতি সর্বোচ্চ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে দাবী করেছেন, لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند অর্থাৎ 'যদি মুহাদ্দিছগণ দু'শত বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনা করে ইলমে হাদীছের কোন গ্রন্থ সংকলন করেন তবুও এ গ্রন্থের ওপর তাঁদেরকে নির্ভর করতে হবে'।[১৬] *[চলবে]*

১৫. তাযকিরাতুল হুফফায, ২/৫৮৯ পৃঃ; কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, ১/৫৫৫ পৃঃ।

১৬. শরহে ছহীহ মুসলিম, ১/১৬ পৃঃ মুকাদ্দামাতু ছহীহ মুসলিম লি নববী, ১/১৩ পৃঃ।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৩) জুনিয়র সহকারী শিক্ষক (আরবী) ১ জন। যোগ্যতা : আলিম (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৪) হাফেয (১ জন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০শে আগস্ট ২০১৬।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

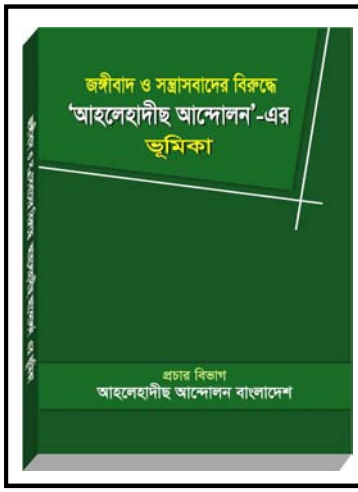

সদ্য প্রকাশিত বই

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে
'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা

প্রকাশক
প্রচার বিভাগ, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান :
দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫।
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বই বিক্রয় বিভাগ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০।
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, বংশাল, ঢাকা। মোবা : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

স্যাটেলাইট হোমিও চিকিৎসা সেবা

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা, এখন আপনার অতি কাছে।
পলিপাস/নাকের মাংস বৃদ্ধি রোগ থেকে বিনা অপারেশনে অল্প দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ

পলিপাস এর লক্ষণ :
* নাক প্রায় সময় বন্ধ হয়ে থাকে।
* নাক সুড়সুড় করে অনেক হাঁচী হতে থাকে।
* কান সুড়সুড়, নাকতুল্য, গলার মধ্যে ভীষণ চুলকায়।
* ধুলা, ধোঁয়া, কুয়াশা, গন্ধ কনোটাই সহ্য হয় না।
* সার্বক্ষণিক মাথা ব্যথা।
* ঘুমের মধ্যে নাক ডাকা

জটিল রোগসহ যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয় -
* যৌন * চর্ম * হাঁপানি * অর্শ্ব * মানসিক সমস্যা * প্রেসার * ডায়াবেটিস * ক্যান্সার * পুরাতন আমাশয় * মাথা ব্যথা * টিউমার * আঁচিল * কান পাকা * বাতের ব্যথা * গ্যাষ্ট্রিক * ঘন ঘন প্রস্রাব * শ্বেতপ্রদর * মাসিকের সময় ব্যথা * জন্ডিস * হার্টের পীড়া * ওভারিয়ান টিষ্ট * পিত্ত পাথরী * কিডনী পাথর * প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া * সিফিলিস * গনোরিয়া * সায়টিকা * হার্ণিয়া * এপেন্ডিসাইটিস।

সকল চিকিৎসায় কম্পিউটারাইজ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।

ডাঃ মোঃ সেলিম রেজা
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা)
লেকচারার, বেসিক হোমিও মেডিকেল এন্ড ট্রেনিং
কনসালটেন্ট অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন
মোবা ঃ ০১৭১১-১০৬৪৬৬, ০১৬৭৫-২০৩০৮০।

চেম্বার-১, (ঢাকা)
২৪/৫, রাজাবাড়ী সাভার, ঢাকা
সাক্ষাতের সময় : প্রতি ইংরেজী মাসের ১৬ তারিখ

চেম্বার-২, (রাজশাহী)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।
(আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্‌রাসা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে ২য় তলা বিল্ডিং)
সাক্ষাতের সময় : সকাল ৯-১টা, বিকাল ৪-৯টা পর্যন্ত

E-mail : rezasalim2013@gmail.com, Skype : salim,reza263,savar203080

*[নেপালের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম এবং জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপালের আমীর মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী গত ২২শে ডিসেম্বর ২০১৫ এবং বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান গত ২৫শে জুন ২০১৬ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁদের উভয়ের সাথেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর গাঢ় দ্বীনী সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁদের সম্পর্কে জানার জন্য মাসিক আত-তাহরীকের পক্ষ থেকে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। নিম্নে তা বিবৃত হ'ল]-*

১. মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী (১৯৫৫-২০১৫) :

আমীরে জামা'আত : আব্দুল্লাহ মাদানীর মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে হঠাৎ অশনিপাতের মত মনে হয়েছিল। ঠিক যেমন মনে হয়েছিল আব্দুল মতীন সালাফীর মৃত্যু সংবাদ। তিনি ও আব্দুল মতীন উভয়ে এসেছিলেন দুনিয়াতে আমার অনেক পরে। কিন্তু গেলেন আমার আগে। তাঁরা উভয়ে এবং সেই সাথে আব্দুলাহ নাছের রহমানী (করাচী) ও আব্দুল ওয়াহহাব খালজী (দিলী) ছিলেন আমাদের মতই সংস্কারধর্মী মেযাজের মানুষ। সেজন্য আন্তরিকতা ছিল বেশী। শেষের দু'জন এখনও বেঁচে আছেন বলে শুনেছি। কিন্তু যোগাযোগ নেই '৯৮-এর পর থেকে।

১৯৮৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীতে যেদিন আব্দুল মতীনের সূত্রে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তার কর্মস্থল নেপালের তাওলহুয়া মাদরাসায়, সেদিন থেকে আন্তরিকভাবে কেউ বিচ্ছিন্ন হইনি। তার 'নূরে তাওহীদ' নিয়মিত আমার ঠিকানায় এসেছে। ফেরার সময় তার পিতার কাপড়ের দোকান কৃষ্ণনগরের তাজ এম্পোরিয়াম থেকে যে ছোট্ট তোয়ালেটা তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, সেটি আগেই আব্দুল মতীনের উপহার হিসাবে পাওয়া আমার রেডিওর উপর দিয়ে রাখতাম। কিন্তু এবার ই'তিকাফ থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম সেটি আর নেই। অন্য একটি কভার সেখানে শোভা পাচ্ছে। যদিও বছরে একদিনও রেডিওতে খবর শুনি কি-না সন্দেহ। তবুও মনের গহীনে স্মৃতির কাঁটায় যেন বেদনা ঝরে পড়ল। কেননা দু'টিই দু'জনের স্মৃতি। তাই ফেলিনি এযাবৎ।

আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যুর সাথে সাথে তার দীর্ঘ ২৭ বছরের স্মৃতিটুকুও আজ হারিয়ে গেল।... হ্যাঁ বস্তু হারিয়েছে। কিন্তু আব্দুল্লাহ হারাননি। তিনি আছেন স্মৃতির মুকুরে জ্বলজ্বলে। থাকবেন আমৃত্যু। তবে দুঃখ থেকে গেল। '৯৮ সালের ইজতেমায় এসে বাসায় তৈরী দই খেয়ে বলেছিলেন, আমি আবার আসব কেবল এই দই খাওয়ার জন্য...। হ্যাঁ সেই টেবিলে বসেই আজ তাঁর স্মৃতি চারণ করছি। কিন্তু তিনি আর আসেননি। আর আসবেনও না কোনদিন।...

নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চারের জন্য আমিই তাকে ও তার সাথীদেরকে 'জমঈয়ত' গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। পরে ১৯৯২ সালের ১৯-২১শে জানুয়ারীতে কুয়েতের হোটেল মেরিডিয়ানে বসে আবারও তাকীদ দিয়েছিলাম। তখন আমরা আন্ত র্জাতিক ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষ্যে কুয়েতের আমীরের মেহমান হিসাবে সেখানে অবস্থান করছিলাম। অতঃপর সে বছরেই নভেম্বরে তারই উদ্যোগে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল' গঠিত হয়।

কুয়েতের এহইয়াউত তুরাছ উক্ত সম্মেলন উপলক্ষ্যে আগত বিশ্বের ৬টি দেশের ৬ জন আহলেহাদীছ নেতাকে তাদের নিজস্ব মিলনায়তনে অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানেও আমার পরের বক্তা ছিলেন আব্দুলাহ মাদানী। অতঃপর সম্ভবতঃ ১৯৯৫-তে সফরকালে কুয়েতের শ্রম ও যোগাযোগ সহ ৪টি মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী মন্ত্রী জাসেম আল-'আওন কর্তৃক তাঁর নিজ বাসায় আহলেহাদীছ প্রতিনিধিদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলেও আব্দুল্লাহ ছিলেন আমার সাথী।

১৯৯৭-এর তাবলীগী ইজতেমায় যখন আমরা আমার ডক্টরেট থিসিসের সুপারভাইজরকে উপহার সামগ্রী প্রদান করি, তখন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সাথে তিনি ছিলেন নেপালের প্রতিনিধি। এটি যেন অবশেষে সার্ক জামা'আতে আহলেহাদীছের পক্ষ থেকে সুপারভাইজর মহোদয়কে সম্মাননা দেওয়া হ'ল *(আত-তাহরীক ১৫/৬ সংখ্যা, মার্চ ২০১২, পৃ. ৪৩-৪৪)*। নিঃসন্দেহে এটি ছিল এক বিরল সম্মাননা ও অনন্য সম্বর্ধনা। আব্দুল্লাহ মাদানী তাই আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল তারকা। যেমন তারকা হয়ে আছেন আব্দুল মতীন সালাফী। আক্বীদার ঐক্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। অন্য কিছুই নয়। যেজন্য তারা রাজশাহীর অভিজাত হোটেল ছেড়ে আমাকে লুকিয়ে ইজতেমায় আগত মুছল্লীদের সাথে কাজকর্মে ও খানাপিনায় যোগ দিতে পেরেছিলেন অবলীলাক্রমে আব্দুল্লাহ ও আব্দুল ওয়াহ্‌হাব খালজী একত্রে। 'যুবসংঘ' অফিসে গিয়ে 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি' বই সহ সব ধরনের সাংগঠনিক কাগজপত্র ও প্রচারপত্র গুছিয়ে নিয়ে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে খালজী সেদিন বলেছিলেন, আমি দেশে ফিরে আমাদের (ভারতের) জমঈয়তকে এভাবেই ঢেলে সাজাবো'। উলেখ্য যে, আব্দুল ওয়াহহাব খালজী ছিলেন ঐ সময় জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক। দিলী-৬ উর্দূ বাজার 'আহলেহাদীছ মনযিলে' যার কেন্দ্রীয় অফিস।

নিঃসন্দেহে আব্দুল্লাহ ছিলেন নিরহংকার, স্পষ্টবাদী ও সংস্কারবাদী লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজ সেবক যোগ্য আলেম। যবানে তোতলামী থাকলেও দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বক্তব্য রাখতেন। সবার সাথে হাসিমুখে ও খোলা মনে কথা বলতেন। নেপালের মত একটি ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে আহলেহাদীছ আলেম ও বাগ্মী হিসাবে মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরীর (১৯১০-১৯৯৯) পরে তিনিই ছিলেন দেশে ও বিদেশে সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন- আমীন!

২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (১৯৩৫-২০১৬) :

আমীরে জামা'আত : তিনি ছিলেন একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক, রাজনীতি সচেতন, সমাজ সেবক, নিখাদ দেশপ্রেমিক ও ধর্মীয় গবেষক। মাযহাবী তাক্বলীদ পুরা মাত্রায় থাকলেও ব্যবহারে ছিলেন উদার। হানাফী আলেম যাদের সঙ্গে আমরা মিশেছি, মাওলানা আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) ব্যতীত আর কাউকে আমি তাঁর মত উদার পাইনি। তাঁর সাথে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেমন-

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন হলে ছাত্র থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৭ সালে যখন বর্ধিত কলেবরে 'বঙ্গানুবাদ খুৎবা' বের করি, তখন সেটি বিক্রয়ের জন্য আমি প্রথম বাংলাবাজারে যাই এবং মাওলানার বইয়ের দোকানে তা বিক্রয়ের জন্য দেই। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি গেলে রসিকতা করে বলতেন, এইবার আহলেহাদীছ এসেছে।

(২) ১৯৯২ সালের ১৯-২১শে জানুয়ারীতে কুয়েত সরকারের আমন্ত্রণে যখন আমরা সেখানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে একই সাথে হোটেল মেরিডিয়ানে পাশাপাশি কক্ষে তিনদিন অবস্থান করি, সেখানে জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারীর প্রতি আমার খেদমত দেখে তিনি রসিকতা করে বলেন, দেশে দেখি বিভেদ, অথচ বিদেশে দেখছি খুবই মিল?

(৩) সম্মেলন চলাকালীন সময়ে একদিন দুপরে খাবার টেবিলে উনি, আমি, ওআইসি মহাসচিব ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদের খতীব একত্রে বসেছি। কুয়েতের আমীর বিভিন্ন টেবিলে যাচ্ছেন। এক পর্যায়ে আমাদের টেবিলে এলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম ও সাথে বসতে আমন্ত্রণ জানালাম। উনি খুব খুশী হয়ে আমার পরিচয় নিতে লাগলেন। অতঃপর ধন্যবাদ দিয়ে অন্য টেবিলে গেলেন। অন্যেরা নীরবে দৃশ্যটা উপভোগ করলেন। অতঃপর রং ও বর্ণের এবং ভাষা ও অঞ্চলের ভেদাভেদহীন ইসলামী জাতীয়তার উপরে মহাকবি ইকবালের একটা কবিতা পাঠ করলাম। তা শুনে খতীব আব্দুল কাদের থ হয়ে আরও কবিতা শুনতে চাইলেন। আমি শিকওয়াহ ও জওয়াবে শিকওয়াহ থেকে ১০/১২ লাইন মুখস্ত শুনিয়ে দিলাম ও তাঁর সঙ্গে উর্দূতে ভাব জমিয়ে ফেললাম। উনি এক পর্যায়ে বললেন, এ বছর লাহোরে আল্লামা ইকবালের উপরে যে সেমিনার হবে, তাতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। খান ছাহেব এতক্ষণ পরে এবার মুখ খুললেন এবং বললেন, আমরা থাকতে আপনি একজন আহলেহাদীছকে দাওয়াত দিচ্ছেন? বাংলাদেশে ওনাদের মাত্র হাযার দেড়েক লোক বসবাস করে বংশালে। দেখলাম, উনি কথাটি সিরিয়াসলি বললেন। তখন আমিও জবাব দিলাম। এক পর্যায়ে উনি বললেন, আমার এক বড় ভাবী আছে আহলেহাদীছের মেয়ে। তার চোট-পাটে আমাদের পরিবারে মীলাদ-কিয়াম হয় না। এখানেও দেখছি এক আহলেহাদীছের চোটে আমরা কোনঠাসা। তারপর হাসাহাসিতে খাওয়ার পর্ব শেষ হ'ল।

(৪) ১৯৯৩ সালের ২৬-২৮শে আগষ্ট কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ১ম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে আমি, উনি ও জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা ইউসুফ একত্রে সামনের সারিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের জন্য নির্ধারিত ডেস্কে বসে আছি। শেষ দিনের শেষ অধিবেশনে উন্মুক্ত বক্তৃতার সুযোগ। মঞ্চ থেকে আহ্বান করা হ'ল বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষে ভাষণ দেওয়ার জন্য। আমার দু'পাশে দু'জন আমাকে ঠেলছেন মঞ্চে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে লোক চলে এল স্লিপ নিয়ে তাতে নাম লিখে দিতে হবে। আমি বললাম, আপনারা নেতা। আপনারা যান। কিন্তু কেউ রাযী হলেন না। বাধ্য হয়ে আমার নাম লিখে দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়ে নয়, 'আমীন, জমঈয়তে শুব্বানে আহলিল হাদীছ বাংলাদেশ' হিসাবে। কেননা ঐভাবেই আমার নিকটে মুদ্রিত দাওয়াতনামা গিয়েছিল। আমি গেলাম। আরবীতে বক্তৃতা করলাম। কারণ ওখানে আরবী, ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চ ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় বক্তৃতার অনুমতি ছিল না। আমার আনন্দ এই যে, শ্রীলংকার মাটিতে ১৪টি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে আমার নামের পরিচয়ে ঘোষক কর্তৃক 'আহলেহাদীছ' নামটি উচ্চারিত হ'ল।

এসময় মঞ্চে ছিলেন সভাপতি রিয়াদের কিং সঊদ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, সঊদী ধর্মমন্ত্রী ড. আব্দুলাহ আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী, শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে, স্পীকার হনূফা মুহাম্মাদ হনূফা, মালদ্বীপের বিচারমন্ত্রী প্রমুখ।

(৫) জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত সীরাতুন্নবী সম্মেলনে দাওয়াত দিয়ে তিনি আমাকে দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন সম্ভবতঃ ১৯৯৯ সালের দিকে। কিন্তু আমি অপারগতা জানিয়ে চিঠি দিয়ে বলেছিলাম, নবী দিবস পালন করার কোন অনুষ্ঠানে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়'।

(৬) ২০০৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালের ফ্লাইটে যখন আমি ঢাকায় ফেরার জন্য সিলেট এয়ারপোর্টে অপেক্ষারত ছিলাম, উনি তখন ঐ ফ্লাইটে ঢাকা থেকে সিলেট অবতরণ করেন। ভিআইপি লাউঞ্জে সাক্ষাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সিলেটের উজানে ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ঢাকা থেকে জকিগঞ্জ অভিমুখে লংমার্চের ব্যবস্থা করার জন্য এসেছি। এ ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা চাই। আমি সাথে সাথে সঙ্গে থাকা সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে নির্দেশ দেই। এতে তিনি অত্যন্ত খুশী হন।

(৭) ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আমার গ্রেফতারের পর সংগঠন কর্তৃক ঢাকায় আয়োজিত প্রতিবাদ সম্মেলনে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান আমার মুক্তির দাবীতে সেদিন যে জোরালো ভাষণ দিয়েছিলেন, সাথীদের ভাষ্য অনুযায়ী সেখানে তিনি কলম্বোর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, বিদেশে যে রত্নটি দেশের সম্মান বাঁচালো, সেই রত্নটি আজ ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের যিন্দানখানায় বন্দী? এই বৃদ্ধ বয়সে স্ট্রেচারে ভর দিয়ে হ'লেও আমি তার মুক্তির দাবীতে রাস্তায় নামব'।

(৮) ২০০৮ সালের ২৮শে আগষ্ট কারামুক্তির পর ২০০৯ সালে ঢাকার বশীরুদ্দীন মিলনায়তনে যে সমাবেশ হয়, সেখানে 'জামায়াত' ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী দলের নেতাদের সাথে তিনিও এসেছিলেন অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে। সেদিন তিনি আমার পাশে বসে অনেক আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আমাকে 'তাঁর সমস্ত নেকীর একটি প্রধান অংশ' বলে মন্তব্য করেন। পরে আমি একদিন 'মদীনা ভবনে' গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। পেঁপে দিয়ে তিনি আপ্যায়ন করেন। বললেন, উম্মুল আমরায (ডায়াবেটিস) আমাকে ধরেছে। পরে সাপ্তাহিক 'মুসলিম জাহান' আমার নামে ৬ মাসের জন্য জারি করে দেন। আমরা তাঁর নামে 'আত-তাহরীক' আগে থেকেই পাঠাতাম। পরে জেলখানায় বসে লেখা বইগুলির এক সেট তাঁকে 'হাদিয়া' হিসাবে পাঠিয়েছিলাম।

(৯) এ দিন আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি ইসলামী মাসিক পত্রিকাগুলির একটি সংগঠনের প্রস্তাব করেন এবং এইসব পত্রিকায় সরকারের পক্ষ থেকে কাগজ ও বিজ্ঞপ্তি দাবী করেন। আমি তাতে আগ্রহভরে সম্মতি দেই। কিন্তু পরে আর যোগাযোগ হয়নি।

(১০) এ সময় এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ঢাকায় এসে আমি মাওলানা কাফী ছাহেবের অফিসে দু'বছর চাকুরী করি এবং তাঁর পত্রিকা সম্পাদনায় লেখালেখির কাজে সহযোগিতা করি।

(১১) এ সময় তিনি দেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতার কারাগারে আহলেহাদীছ হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আপনি তাকে মুরীদ বানিয়ে ফেলেছেন। বললাম, আমরা পীর-মুরীদীতে বিশ্বাসী নই।

(১২) অসুখে শয্যাশায়ী আছেন জানতে পেরে গত ৩০শে এপ্রিল'১৬ বিকালে ঢাকার ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতালে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। ইশারায় কথা বললেন। দো'আ চাইলাম। চোখ বেয়ে পানি ঝরল। এটাই ছিল তাঁর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ। বাইরে দাঁড়ানো ছেলে মোস্তফা মুঈনুদ্দীন বললেন, ৫/৬ টা মিথ্যা মামলায় প্রায়ই ডিবি পুলিশের আনাগোনা থাকত বাড়ীতে। এতেই আব্বা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন ও শয্যাশায়ী হন। এক পর্যায়ে হার্ট এ্যাটাকের ফলে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান'। দ্বীন ও জাতির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ আলেমদের জন্য সম্ভবতঃ এটাই হ'ল দুনিয়াবী পুরস্কার!

আল্লাহ তাঁর সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন- আমীন!

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরী

- *নূরুল ইসলাম**

মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্দুত তাউয়াব আল-মাদানী নেপালের একজন প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ আলেম এবং জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপালের আমীর ছিলেন। নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'নূরে তাওহীদ', 'মারকাযুত তাওহীদ' ও 'মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা' নেপালে ইসলামী শিক্ষা ও বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জন্ম ও শিক্ষা :

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ১৯৫৫ সালের ২রা জুলাই নেপালের লুম্বানী অঞ্চলের কপিলবস্তু যেলার ঝাণ্ডানগরে (কৃষ্ণনগর) এক ধার্মিক পরিবারে পিতা আব্দুত তাউয়াবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চাচা মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব রিয়াযী নেপালের প্রসিদ্ধ আলেম ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। দাদা মাওলানা মিয়াঁ মুহাম্মাদ যাকারিয়া ভারতের উত্তর প্রদেশের বস্তী যেলার বেত্নার গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নেপালের বিখ্যাত আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠান জামে'আ সিরাজুল উলূমের শিক্ষক হিসাবে তিনি ১৯১৬ সালে নেপালে এসে ঝাণ্ডানগরে বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ তিনি উক্ত মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন এবং ৮২ বছর বয়সে ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ঝাণ্ডানগরে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছেন।[১]

মাওলানা আব্দুল্লাহ জামে'আ সিরাজুল উলূমে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে উত্তর প্রদেশের বস্তী যেলার মাদরাসা ইসলামিয়া আকরাহ্রা-তে তিন বছর পড়াশুনা করার পর ১৯৭০ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারসে ভর্তি হন। এখানে তিনি ছয় বছর পড়াশুনা করে 'আলামিয়াত' ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের জন্য তিনি নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌতে ভর্তি হন। এখান থেকে দু'বছরের কোর্স সম্পন্ন করে ১৯৭৭ সালে তিনি ফারেগ হন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য একই বছর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে ৪ বছরের কোর্স সম্পন্ন করে শরী'আহ অনুষদের ইসলামী ফিকহ বিভাগ হতে ১৯৮১ সালে লিসান্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর একই বছরে 'দারুল ইফতা'র মাবঊছ হিসাবে সঊদী সরকারের চাকুরী নিয়ে দেশে ফিরেন।[২]

কর্মজীবন :

সঊদী মাবঊছ হিসাবে দেশে ফিরে তিনি প্রথমে জামে'আ সালাফিইয়াহ জনকপুর ধামে চার বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর ১৯৮৫ সাল থেকে তিন বছর কাঠমাণ্ডুর নেপালী (দেওবন্দী) জামে মসজিদে রিয়াযুছ ছালেহীন হাদীছ সংকলন থেকে দৈনিক এক ওয়াক্ত করে দরসে হাদীছ পেশ করতেন। ১৯৮৬ সালে তিনি নেপালে কর্মরত সঊদী মাবঊছদের মুশরিফ বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি কপিলবস্তু যেলার তাওলহুয়া-তে অবস্থিত 'আল-মা'হাদ আল-ইসলামী'তে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন।[৩] এখানেই তিনি মারকাযুল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আল-ইসলামীতে পাঁচ বছর কর্মরত ছিলেন। এরপর প্রচণ্ড ব্যস্ততা হেতু শিক্ষকতা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেন।[৪]

মারকাযুত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী দ্বীনী শিক্ষার বিকাশ এবং দাওয়াতী ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৯৮৯ সালে তাঁর জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে 'মারকাযুত তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এই মারকাযের অধীনে 'মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা' নামে একটি মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি নেপালের একমাত্র মহিলা মাদরাসা। এখানে ইবতেদায়ী থেকে দাওরায়ে হাদীছ পর্যন্ত পাঠ দান করা হয়। তিনি আমৃত্যু মারকাযুত তাওহীদ-এর সভাপতি ও মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরার সেক্রেটারী রূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বদা মাদরাসার উন্নতিকল্পে চিন্তা-ভাবনা করতেন, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা খুঁজতেন এবং শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টায় নেপালের শত শত মেয়ে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরিবার, সমাজ ও জাতির খিদমতে নিয়োজিত হয়। তাদরীসী ও দাওয়াতী ময়দানেও তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উক্ত মারকায কুরআন মাজীদ ও হাদীছ মুখস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন, ইমাম ও দাঈদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার -সিম্পোজিয়াম, ইয়াতীম, মিসকীন ও দুর্গতদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৫]

দাওয়াতের ময়দানে মাদানী :

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী একজন উদ্যমী, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ দাঈ ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার ও সমাজ সংস্কারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন কনফারেন্স, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিভিন্ন দাওয়াতী প্রোগ্রাম ও জালসায় অংশগ্রহণ করে দাওয়াতী খিদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। তিনি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রিটেন, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, সঊদী আরব, কুয়েত, দুবাই প্রভৃতি দেশে দাওয়াতী সফর করেছেন।[৬]

উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক জাতীয় সম্মেলন ও

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস), পৃ. ৪৮৭, ৪৯৪।*

২. *মাওলানা মুহাম্মাদ আইয়ুব সালাফী, 'মাওলানা আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব মাদানী ঝাণ্ডানগরী পায়কারে ইলম ওয়া আমল', মাসিক মুহাদ্দিছ (উর্দূ), জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ভারত ৩৪/৪ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ২৮; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৯৪।*

৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৯৪।*

৪. *মাসিক নূরে তাওহীদ, নেপাল ২৮/৯ সংখ্যা, জানুয়ারী'১৬, পৃ. ২৫; মুহাদ্দিছ, পৃ. ২৯; আস'আদ আ'যমী, 'রাহীলুশ শায়খ আব্দুল্লাহ আব্দুত তাওয়াব আল-মাদানী', মাসিক ছওতুল উম্মাহ (আরবী), জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস, ৪৮/২ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০১৬, পৃ. ৫৮।*

৫. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ২৯; ছওতুল উম্মাহ, পৃ. ৫৮; নূরে তাওহীদ, মার্চ-এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৩৬।*

৬. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩০।*

তাবলীগী ইজতেমায় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রথমটিতে তিনি 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্য' এবং দ্বিতীয়টিতে 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।[৭]

তিনি পিস টিভি উর্দূসহ বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলে আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান জানান। তিনি নেপালের দুর্গম পাহাড়ী এলাকাতেও দাওয়াতী সফর করতেন।

আল্লাহ তাঁকে যে অপূর্ব বাগ্মিতাশক্তি প্রদান করেছিলেন সেটিকে তিনি দাওয়াতী কাজে ব্যয় করেন। তাঁর বক্তব্য কুরআন মাজীদ ও হাদীছের দলীল দ্বারা সুসজ্জিত থাকত। ফলে শ্রোতার মনে তা দারুণভাবে রেখাপাত করত। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে কুরআন ও সুন্নাহ্র নাম শোনার মত কেউ ছিল না। এখন সেখানে আব্দুল্লাহ মাদানী ও তাঁর সাথী আহলেহাদীছ আলেমদের প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছদের একটি জামা'আত কায়েম হয়ে গেছে।

ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেও তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতেন। বড় বড় মানুষদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা বড় বড় ব্যবসায়ী, উচ্চপদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দ প্রভাবিত ছিলেন। তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং আহলেহাদীছের মানহাজ তুলে ধরতেন। মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরায় তিনি দাওয়াতী প্রোগ্রামে খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ডাক্তার, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, মুসলিম -অমুসলিম জ্ঞানী-গুণী এবং সব ধরনের মানুষকে দাওয়াত দিয়ে তাদের সামনে ইসলামের শিক্ষাসমূহ ব্যাখ্যা করতেন।[৮]

পত্রিকা প্রকাশ :

১৯৮৮ সালের মে মাসে তিনি 'নূরে তাওহীদ' (نور توحيد) নামে নেপালে সর্বপ্রথম একটি উর্দূ মাসিক ইসলামী পত্রিকা বের করেন।[৯] নেপাল ও পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে আহলেহাদীছ মানহাজের প্রচার-প্রসারে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পত্রিকায় তিনি 'শুউর ওয়া আগাহী' (شعور وآگہی) শিরোনামে নিয়মিত সম্পাদকীয় লিখতেন। এ পত্রিকার জানুয়ারী'১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর জীবনের সর্বশেষ সম্পাদকীয়ের শিরোনাম ছিল 'মাক্বামে রিসালাত' (রিসালাতের মর্যাদা)।[১০] তিনি তাঁর জীবদ্দশায় উক্ত সম্পাদকীয়গুলোকে গ্রন্থের রূপ প্রদান করেন। যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া তিনি খাঁটি নেপালী ভাষাভাষী মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য নেপালী ভাষায় 'হামরো সওগাত' (ہامرو سوغات) নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[১১]

লেখনী : দাওয়াতী কাজে এবং মারকাযুত তাওহীদ ও মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা পরিচালনায় ব্যস্ততার কারণে তিনি গ্রন্থ রচনার দিকে খুব বেশী মনোযোগ দিতে পারেননি। 'সূয়ে হারাম' (হারামের পানে) শিরোনামে তাঁর হজ্জ সফরের কাহিনী সংবলিত গ্রন্থটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। এছাড়া তিনি কিছু বই-পুস্তক আরবী থেকে অনুবাদ করেছেন এবং কয়েকটি বই অন্যদের মাধ্যমে অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছেন।[১২]

সাংগঠনিক জীবন :

আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য তাঁর উদ্যম ও প্রচেষ্টা ছিল অন্তহীন। তিনি নেপালে এর প্রচার-প্রসারে অন্তঃপ্রাণ ছিলেন। ১৯৯১ সালের ৫ই নভেম্বর নেপালে সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন হিসাবে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল' গঠিত হলে মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী (১৯১০-১৯৯৯) আমীর ও তিনি নায়েবে আমীর নিযুক্ত হন।[১৩] পরবর্তীতে তিনি আমৃত্যু এ সংগঠনের আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা :

জামে'আ সালাফিইয়াহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের দু'বছরের বিশেষ কোর্স সম্পন্ন করেন। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি উর্দূ ও আরবীতে অনর্গল কথা বলতেন ও বক্তৃতা দিতেন। উপসাগরীয় দেশগুলোর কতিপয় আরবী পত্রিকায় তিনি আরবীতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। যেগুলো ঐসব পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাপে। আরব দেশগুলোতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রোগ্রামে তিনি আরবীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। নেপালের মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে আরব দেশগুলোতে গমন করে তিনি আরবীতে নেপালের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন।[১৪]

কাব্যচর্চা :

তিনি উর্দূ ভাষার একজন ভাল কবি ছিলেন। কাব্যজগতে তিনি 'হামিদ সিরাজী' নামে পরিচিত ছিলেন। 'নূরে তাওহীদ' পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীর (১৯৫৪-২০১০) মৃত্যুতে তিনি হামিদ সিরাজী (حامد سراجی) ছদ্মনামে উক্ত পত্রিকায় 'ভাঈ আব্দুল মতীন সালাফী কী ইয়াদ মেঁ' (ভাই আব্দুল মতীন সালাফীর স্মরণে) শিরোনামে ১৩ লাইনের একটি কবিতা লিখেন।[১৫] তাঁর কবিতাগুলো কুরআন-সুন্নাহ, আহলেহাদীছ আক্বীদা এবং ইসলামী নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের মুখপত্র ছিল।[১৬]

জনকল্যাণমূলক কাজ :

উপসাগরীয় আরব দেশের অনেক সংস্থা তাঁর মাধ্যমে নেপালে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করত। তিনি নেপালী জনগণ বিশেষতঃ পাহাড়ী এলাকার সুবিধাবঞ্চিত

৭. *মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ'৯৮, পৃ. ৩৯; জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ৪৯।*
৮. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩০-৩১; নূরে তাওহীদ, মার্চ-এপ্রিল'১৬, পৃ. ৩৭।*
৯. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫।*
১০. *নূরে তাওহীদ, ২৮/৯ সংখ্যা, জানুয়ারী'১৬, পৃ. ৪।*
১১. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩১; ছওতুল উম্মাহ, পৃ. ৫৯।*
১২. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৯৫।*
১৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৯৫।*
১৪. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩২।*
১৫. *দ্র. মাসিক নূরে তাওহীদ, কৃষ্ণনগর, নেপাল, ২২ বর্ষ, ১১ ও ১২ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০১০, পৃ. ৫৪।*
১৬. *মুহাদ্দিছ, পৃ. ৩২।*

মানুষদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন। মসজিদ নির্মাণ, গরীব-দুঃখীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত লোকদের জন্য খাদ্য, পানীয়, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেন। কোন এলাকায় দুর্যোগ দেখা দিলে তিনি তাঁর টিম নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন এবং দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সাহায্য করতেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য :

তিনি যিন্দাদিল, ভদ্র ও মিশুক মানুষ ছিলেন। সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। প্রথম সাক্ষাতেই সাক্ষাৎকারী তাঁর ভক্ত হয়ে যেত। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ। বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করতেন। তিনি নরম মেযাজের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হক প্রকাশে ছিলেন নির্ভীক ও কঠোর। হকের পথে তিনি কোন নিন্দুকের নিন্দাকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না। কোন মজলিস ও প্রোগ্রামে হকের বিপক্ষে কোন কথা উচ্চারিত হলে তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে যেতেন ও জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে তা খণ্ডন করতেন এবং নির্ভীকচিত্তে সত্য প্রকাশ করতেন। তিনি সকল ধর্ম ও মাযহাবের মানুষের সাথে মিশতেন। তাদের কথা শুনতেন এবং তাদেরকে নিজের বক্তব্য শুনাতেন। কিন্তু কখনো কোন বাতিল চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতেন না।[১৭]

মৃত্যু ও দাফন :

মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১৫ সালের ২২শে ডিসেম্বর রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০-টায় কাঠমাণ্ডুর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন ২৩শে ডিসেম্বর বুধবার বাদ যোহর কৃষ্ণনগরে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপাল ও ভারতের কয়েক হাযার মুছল্লী অংশগ্রহণ করেন। জানাযায় ইমামতি করেন মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী।[১৮] জানাযায় জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস থেকে শায়খুল জামে'আহ নাঈমুদ্দীন মাদানী, সাবেক শায়খুল জামে'আহ মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম সালাফী, আরবী মাসিক 'ছওতুল উম্মাহ' পত্রিকার সম্পাদক আস'আদ আ'যমী, শিক্ষক দিল মুহাম্মাদ সালাফী ও হাফেয আব্দুল হাকীম অংশগ্রহণ করেন।[১৯] অতঃপর তাঁকে ঝাণ্ডানগর কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২০]

স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন :

মাওলানা মাদানীর মৃত্যুর তিনদিন পর ২৪শে ডিসেম্বর'১৬ বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় মাওলানার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, দীর্ঘ দিনের সাথীবৃন্দ ও হিতাকাংখী ওলামায়ে কেরাম একত্রে বসে পরামর্শের পর মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা-র মুহতামিম ডাঃ সাঈদ আহমাদ আছারী মাওলানার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তাঁর ছোট ভাই এবং দীর্ঘ ১০ বছরের সার্বক্ষণিক সাথী মাওলানা আব্দুল আযীম মাদানীর নাম ঘোষণা করেন এবং সকলে তাকে সানন্দে বরণ করে নেন। তিনি একই সাথে মাসিক নূরে তাওহীদেরও সম্পাদক মনোনীত হন।[২১]

কে কি বলেন :

৩০শে ডিসেম্বর'১৫ বৃহস্পতিবার বাদ আছর অনুষ্ঠিত সভা কুরআন তেলাওয়াতের পর মাওলানা মাদানী লিখিত দু'লাইন কবিতা পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। যেখানে তিনি বলেন,

جو علم بھی ہم نے سیکھا ہے وہ یاد ہمیشہ رکھیں گے
مسکن ہو کہیں، اس علم کی ہی بنیاد ہمیشہ رکھیں گے

'যে ইলম আমরা শিখেছি, তা সর্বদা স্মরণ রাখব যেখানেই হৌক বাড়ী মোদের এই ইলমের বুনিয়াদ মোরা রাখব'।

উক্ত সভায় জামে'আ সিরাজুল উলূমের পরিচালক আব্দুল মান্নান সালাফী ছাড়াও মাওলানা আব্দুর রহীম মাদানী, শায়খুল জামে'আ মাওলানা খোরশেদ আহমাদ সালাফী, মাওলানা আসলাম মাদানী, মাওলানা আব্দুন্নূর সিরাজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

১. কুল্লিয়া আয়েশা ছিদ্দীকা, কৃষ্ণনগর, নেপাল-এর হাদীছের উস্তায মাওলানা অছিউল্লাহ আব্দুল হাকীম মাদানী বলেন, 'মিয়াঁ মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহঃ)-এর পরিবারের সদা সতেজ পুষ্প, জ্ঞানের আকাশের সূর্য ও চন্দ্র, সালাফী মানহাজ প্রেমিক, জামা'আত ও জমঈয়তের গর্ব মাওলানা আব্দুল্লাহ ঝাণ্ডানগরী নেপালের আহলেহাদীছ জামা'আতের নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য, পরিচিত ও খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও উৎসাহী দাঈ, নির্ভীক ও যোগ্য ইসলামী সাংবাদিক, উঁচুদরের বাগ্মী, গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী এবং অসংখ্য ঈর্ষণীয় গুণ ও প্রশংসিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[২২]

২. মারকাযুত তাওহীদ-এর নবনির্বাচিত সভাপতি ও মাদরাসা খাদীজাতুল কুবরা-র সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল আযীম মাদানী ঝাণ্ডানগরী বলেন, 'আমার ভাই মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী ঝাণ্ডানগরীর জীবন তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিল। তিনি পুরাপুরি মুমিনের যিন্দেগী যাপন করেন। তিনি অনৈসলামিক রীতিনীতিকে অত্যন্ত অপসন্দ করতেন'।[২৩]

৩. মাওলানা আনীসুর রহমান মাদানী বলেন, 'তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ আলেমে দ্বীন ছিলেন'।

৪. জামে'আ সিরাজুল উলূমের শায়খুল জামে'আহ মাওলানা খুরশীদ আহমাদ সালাফী বলেন, 'তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। উপরন্তু অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ও বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন'।

পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা আব্দুল্লাহ মাদানী বাগ্মিতা, শিক্ষকতা, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা প্রকাশ এবং দাওয়াতী সফরের মাধ্যমে নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতি সঞ্চার করেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য তাঁর উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!

---

১৭. *তদেব, পৃ.* ৩২-৩৩।
১৮. *আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০১৬, পৃ.* ৪৯; *ছওতুল উম্মাহ, পৃ.* ৫৮; *মুহাদ্দিছ, পৃ.* ৩৩; *পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী,* ১-১৫ই *জানুয়ারী'*১৬, *পৃ.* ২৭।
১৯. *মুহাদ্দিছ, পৃ.* ৩৩।
২০. *নূরে তাওহীদ, জানুয়ারী'*১৬, *পৃ.* ১।
২১. *নূরে তাওহীদ, জানুয়ারী* ১৬, *পৃ.* ২৬ *ঈনার কভার পেজ।*
২২. *তদেব, মার্চ-এপ্রিল* ২০১৬, *পৃ.* ১।
২৩. *তদেব, জানুয়ারী'*১৬ *পৃ.* ২৪-২৫।

তাতারদের আদ্যোপান্ত

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

ভূমিকা :

তাতারদের ইতিহাসে আমাদের জন্য বহু শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, 'নিশ্চয়ই তাদের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে' *(ইউসূফ ১২/১১১)*। তিনি আরো বলেন, 'অতএব এদের কাহিনী বর্ণনা কর যাতে তারা চিন্তা করে' *(আ'রাফ ৭/১৭৬)*। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষ যত ধ্বংসলীলা চালিয়েছে তার সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে তাতারদের ধ্বংসযজ্ঞ। বাগদাদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে বহু কবি কবিতা রচনা করেছেন। কেউবা গেয়েছেন শোকগাঁথা। অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু এর ভয়াবহতা বর্ণনা করে কেউ পরিসমাপ্তি টানতে পারেননি। বাদশাহ বখতে নছর বায়তুল মাকদাস ধ্বংস ও তার অধিবাসী বনু ইসরাঈলদের হত্যা করেছিলেন। কিন্তু বাগদাদ ধ্বংসের সাথে তার তুলনা হবে না। দাজ্জাল পৃথিবীতে এসে মানুষ হত্যা করবে। কিন্তু তার অনুসারীদের রেহাই দিবে। পক্ষান্তরে তাতার এমন এক রক্তপিপাসু জাতি ছিল, যারা নারী-পুরুষ ও শিশু সবাইকে হত্যা করেছে। এমনকি গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটিয়ে ভ্রূণকেও হত্যা করেছে। বিশ্ব হয়তো ইয়াজূজ-মাজূজ ব্যতীত কারো দ্বারা এরূপ হত্যাকাণ্ড কখনো দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না।[১]

অনেক ঐতিহাসিক তাদের ধ্বংসযজ্ঞকে ইয়াজূজ-মাজূজের ধ্বংসলীলার সাথে তুলনা করেছেন। তারা ছিল সূর্যের পূজারী। তারা কুকুর-শূকরসহ সকল প্রাণীর গোশত খেত। তাদের বৈবাহিক কোন ভিত্তি ছিল না। ফলে নারী-পুরুষ যে যাকে ইচ্ছা ভোগ করত। সন্তানদের কোন পরিচয় ছিল না।[২] এ কারণে হয়তো তারা এত হিংস্র ছিল। তাদের নারী সৈন্যরাও শত শত মানুষকে হত্যা করত। তাদের যুদ্ধ কৌশল দেখে লোকেরা তাদেরকে পুরুষ মনে করত।[৩] তাতারদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়ে ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, একদা আমি তাতারদের শাসন আমলে কতিপয় সাথীসহ তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তারা মদ পান করছিল। আমার সঙ্গী-সাথীরা তাদেরকে তিরস্কার করল। আমি সাথীদের ধমক দিয়ে বললাম, আল্লাহ তো এজন্য মদ হারাম করেছেন যে, এটি আল্লাহ্র যিকির ও ছালাত আদায়ে বাধা দেয়। আর মদ এ সকল লোককে মানব হত্যা, সন্তানদের বন্দি ও সম্পদ লুণ্ঠন থেকে বিরত রেখেছে।[৪] এই তাতাররা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের অনেকে ইসলামের খিদমতে নিজেদের নিয়োজিত করে।

তাতারদের পরিচয় :

তাতার ও মোগল বলতে ঐ সকল সম্প্রদায়কে বুঝায় যারা উত্তর চীনের জূবী হীম-শিতল মরু এলাকায় বসবাস করত। মোগল আসলে তাতারদের একটি শাখা গোত্র। অনুরূপ তুরকী, সুলজূকী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী তাতারদেরই অংশ। তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন চেঙ্গীস খান। তারা মোগল নামেই পরিচিতি লাভ করেছিল। এদের রাজত্ব এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তারা পূর্বে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে ইসলামী রাজ্য খাওয়ারিযম এবং উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে দক্ষিণে চীন সাগর প্রর্যন্ত তাদের রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হয়। যা বর্তমানে চীন, মোঙ্গলিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও সাইবেরিয়ার কিছু অংশ থেকে লাউস, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটানকে শামিল করে।

সপ্তম হিজরী শতকে মোগলদের যে বিজয় বন্যা চলছিল তাতে তারা 'তাতার' নামে পরিচিত ছিল। চীন, ইসলামী ভূখণ্ড বা ইউরোপে অথবা রাশিয়া সর্বত্র তাতাররা পরিচিত ছিল। এজন্য ইবনুল আছীর (রহঃ) চেঙ্গীস খানের পূর্ব পুরুষদের তাতার বলে অভিহিত করেছেন।[৫] অপরদিকে প্রাচীন জাপানীরা তাদেরকে সাকীছিয়া (Sacythia) বা সাকীতিয়া নামে চিনত।[৬]

আল্লামা আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী (১৯৬৩) বলেন, পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ, পূর্বে জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত এবং উত্তরে সাইবেরিয়া ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন পর্যন্ত তাতারদের রাজত্ব বিস্তার লাভ করে।[৭] তিনি আরো বলেন, হিজরী দ্বিতীয় শতকে তাতাররা প্রধানতঃ দু'টি দলে বিভক্ত ছিল। যাদের একটিতে নয়টি কাবীলা ছিল। আর অপরটিতে ত্রিশটি কাবীলা ছিল বা গোত্র ।

হিজরী চারশ' শতকের পূর্বে (১০০০ খৃঃ) ইতিহাসের পাতায় মোগল নামের অস্তিত্ব ছিল না। গ্রহণযোগ্য মতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ গোত্রসমূহ তাতারদের কোন এক নেতার নেতৃত্বে একীভূত হয়, যে ঐ নামের পরিচয় বহন করছিল। অতঃপর ঐ নেতা তার রাজত্ব চুক্তিবদ্ধ সকল গোত্রের উপর বিস্তার করে এবং এভাবে মোগল নামটি পরিচিত হয়ে উঠে।[৮] এরপর একদল যোদ্ধা তাদেরকে ছেড়ে এশিয়া মায়নরে চলে যায়। যাদের পরবর্তীরাই তুর্কী তাতার বা কারা'তাতার নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা তায়মুর লঙের হামলার সময় আমাসীয়া ও কায়ছারিয়ার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম-গঞ্জে যাযাবরী জীবন-যাপন শুরু করে। এ সময় সংখ্যায় তারা প্রায় তিন

---

* *নেয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত তারীখ ১০/৩৩৩ পৃঃ।*
২. *আল-কামিল ফিত তারীখ ১০/৩৩৫ পৃঃ।*
৩. *ঐ, ১০/৩৪৮ পৃঃ।*
৪. *ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মু'আক্কিঈন ৩/১৫; আর-রাহীকুল মাখতূম ১/৩৪ পৃঃ।*
৫. *আল-কামিল ফিত তারীখ ১০/৩৩৩ পৃঃ।*
৬. *হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম ৪/১২৫ পৃঃ।*
৭. *দাওলাতুল মোগল ওয়া তাতার বায়নাল ইত্তিছারে ওয়াল ইনকিসারে ১/২৭ পৃঃ।*
৮. *তারীখুল ইসলাম ৪/১২৫ পৃঃ।*

হাযার থেকে চার হাযারটি পরিবার ছিল। পরে তায়মুর লঙ তাদেরকে মধ্য এশিয়ায় বিতাড়িত করেন। উছমানীয় শাসক দ্বিতীয় বায়েযীদ তাদেরকে কাশগর ও খাওয়ারিযমে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তায়মূর লঙের মৃত্যুর পরে এই তুর্কী তাতাররা পুনরায় এশিয়া মায়নরে ফিরে আসে এবং নতুনভাবে বসতী স্থাপন করে। এজন্য রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে বসবাসরত তাতার বলতে সকল তুর্কী জনগোষ্ঠীকে বুঝায়।[৯]

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন তাতাররা তুর্কীদেরই একটি বড় জনগোষ্ঠী। অন্যান্য গোত্র তাতারদের শাখা। ফলে তারা পুরো তুর্কী জাতিকে তাতার হিসাবে গণ্য করেন। অতএব মোগলরা তাতারদেরই একটি অংশ। বিশেষতঃ মানকূস (Manchos) জাতি। যেমনটি বর্তমানে চীনে তাদের অবস্থান। তুর্কী ঐতিহাসিকগণ বলেন, পূর্বযুগে আলান্‌জা খান নামে তাতারদের একজন বাদশাহ ছিলেন। তাতারখান ও মোগল খান নামে তার দু'জন সন্তান ছিল। যেমনটি আরবে মুযার ও রাবী'আ দু'জন ব্যক্তির নামে দু'টি গোত্র পরিচিতি লাভ করে। এভাবে তাদের জীবন ইতিহাস চলতে থাকে। এক পর্যায়ে মোগল সম্রাট ইলাখান ও তাতার সম্রাট সুনজু খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে রূপ নিলে তাতার সম্রাট সুনজু খান বিজয় লাভ করেন। মোগলরা পরাজিত হয়। এতে পুরো ক্ষমতা চলে আসে তাতারদের হাতে। কিন্তু যুদ্ধ থেমে যায়নি। যুগের পর যুগ ধরে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে চেঙ্গীস খানের পিতা ইয়াসুকী বাহাদুর খান ক্ষমতা লাভ করেন।[১০]

তাতারদের ধর্মীয় পরিচয় :

তাতাররা সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর ন্যায় এক বিস্ময়কর ধর্মের অনুসরণ করত। এটি বিভিন্ন ধর্মের সমন্বিত ধর্ম ছিল। চেঙ্গীস খান ইসলামী শরী'আত, খ্রিষ্টীয় শরী'আত ও বৌদ্ধ ধর্মের কিছু নিয়ম নীতির সমন্বয় ঘটিয়ে তাতারদের জন্য নতুন এক ধর্মের প্রবর্তন করেন, যার নাম ছিল 'আল-ইয়াসাক্ব'।[১১] কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তাতারদের কেউ ইহুদী কেউবা খৃষ্টান আবার কেউ সবগুলো মেনে চলত। তাদের কেউ আবার মূর্তিপূজার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করত। মোটকথা চেঙ্গীস পুত্রদের এই নীতি ছিল যে, যার যে ধর্ম পসন্দ সে তা গ্রহণ করতে পারবে। অন্যরা সেটিকে অবজ্ঞা করবে না।[১২]

ইসলাম পূর্ব তাতাররা তারকা পূজা করত। সূর্য উদয়ের সময় তাকে সিজদা করত। কোন কিছুকে হারাম মনে করত না। তারা সকল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করত। এমনকি কুকুর-শূকরের গোশত ভক্ষণ করতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের কোন পিতৃ পরিচয় ছিল না। মোগল-তাতারদের শামানিয়া (Shamaniasm) নামে এক পুরাতন ধর্ম ছিল। তারা বহু ক্ষমতাধর ইলাহে বিশ্বাসী ছিল। তাদের ছালাত আদায় করা লাগত না। পারস্পরিক কোন ভালোবাসা ছিল না। তারা ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রাণীরও ইবাদত করত যেগুলোকে তারা তাদের মহাক্ষমতাধর ইলাহের জন্য উৎসর্গ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, এগুলো বিপদের সময় তাদেরকে সাহায্য করবে। অনুরূপভাবে তারা তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মারও দাসত্ব করত।[১৩]

হাফেয ইবনু কাছীর, ইবনুল আছীর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাদের ধর্ম সম্পর্কে বলেন,

وَأَمَّا دِيَانَتُهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوْعِهَا، وَلَا يُحَرِّمُوْنَ شَيْئًا، فَإِنَّهُمْ يَأْكُلُوْنَ جَمِيْعَ الدَّوَابِّ، حَتَّى الْكِلَابَ، وَالْخَنَازِيْرَ، وَغَيْرَهَا، وَلَا يَعْرِفُوْنَ نِكَاحًا بَلِ الْمَرْأَةُ يَأْتِيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا جَاءَ الْوَلَدُ لَا يَعْرِفُ أَبَاهُ-

'আর তাদের ধর্মকর্ম ছিল যে, তারা সূর্য উদয়ের সময় তাকে সিজদা করত। তারা কোন কিছুই হারাম মনে করত না। তারা সকল প্রাণীকে ভক্ষণ করত। এমনকি কুকুর, শূকর ইত্যাদি প্রাণীর গোশতও খেত। বিবাহের সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। বরং একজন নারীর কাছে বহু পুরুষের গমনাগমন হ'ত। ফলে সন্তান জন্মিলে পিতৃ পরিচয় মিলত না।[১৪]

তাতারদের বিস্তারকালে সমসাময়িক অবস্থা :

হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষের (১২০০ খৃষ্টাব্দ) দিকে তাতারদের আবির্ভাব ঘটে এবং একশ' বছরের মধ্যে তাদের ধ্বংসলীলা ও রাজ্য জয়ের কারণে ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। হিজরী চতুর্থ শতকে চিনের ক্ষমতায় ছিল তান্‌জ। অতঃপর সমগ্র চীনকে দশটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এরপর চীনের ক্ষমতায় চলে আসেন তাতার নেতা 'সুন্‌জ'। যিনি গোটা চীনকে একীভূত করতে সক্ষম হন। তার রাজত্ব চলে ৯৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা নিয়ম-নীতির পরিবর্তন হয়। ক্ষমতা চলে যায় রাজাদের হাতে। উত্তর চীনের ক্ষমতায় আসীন হন রাজা কীন। এতে সুন্‌জু পরিবারের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে দক্ষিণে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য ১১২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুন্‌জু পরিবারের শাসনকে 'মামলাকাতু সুনজিল জুনবিয়া' বলা হয়ে থাকে। আর ৭ম হিজরী শতকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আসীন হন রাজা খাওয়ারিযম শাহ। কুতুবুদ্দীন আইবেক ৬০৩ হিজরী সনে ভারত জয় করেন। যদিও তিনি একজন গোলাম ছিলেন। এরপর তিনি দিল্লীতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানেরা ভারতে ক্ষমতায় আসলেও বহু দিন থেকে চলে আসা বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের তেমন কাছে টানতে পারেনি।[১৫]

---

৯. *ঐ, ৪/১২৫ পৃঃ।*
১০. *ঐ, ৪/১২৬ পৃঃ।*
১১. *ড. রাগেব সারজানী, কিছ্ছাতু তাতার মিনাল বিদায়াতি ইলা আয়নে জালূত ১/১৬ পৃঃ।*
১২. *কালকাশান্দী, ছুবহুল আ'শা ফী ছানা'আতিল ইনশা ৪/৩১৫ পৃঃ।*
১৩. *তারীখুল ইসলাম ৪/১২৬ পৃঃ।*
১৪. *আল-বিদায়া ১৩/৮৮; আল-কামিল ১০/৩৩৫ পৃঃ।*
১৫. *তারীখুল ইসলাম ৪/১২৮ পৃঃ।*

হিজরী সপ্তম শতকের শুরুতে মুসলিম শাসিত রাজ্যসমূহের অবস্থা :

এ সময় ইসলমী সম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট দেশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর এর নেতারা অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই শাসকেরা খাওয়ারিযম রাজ্যর উপর ভয়ংকর মোগল সৈন্যদের হামালার পূর্বে তাদের রনকৌশল ও সমর দক্ষতা সম্পর্কে জানতে পারেননি। এদিকে রাজ্য জয়ে মোঙ্গল তাতারদের হামলা অব্যাহত থাকে। পরে চীন ও তুরকিস্তান এবং ভারত, ইরান, এশিয়া মায়নর ও পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশ তারা দখল করে নেয়। এরপরেও দ্বন্দ্বে লিপ্ত মুসলিম শাসকেরা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তা করেনি। যাতে তারা সর্বধ্বংসী মোগলীয় যুদ্ধ স্রোতকে প্রবল হওয়ার পূর্বে বাধা দিতে পারে। স্বয়ং বাগদাদে ক্ষমতা লোভী নেতারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। শী'আ-সুন্নী দ্বন্দ্ব বিপদজনকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দজলা নদীর প্লাবন অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে পড়েছিল। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইরাকের অর্ধভূমি ধ্বংসে নিপতিত হয়েছিল।[১৬] আরো বলা যায় যে, আব্বাসীয় শাসনের দ্বিতীয় যুগের শুরু থেকেই রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ে। ইরাকের দক্ষিণ অঞ্চলের বহু এলাকা জলাভূমিতে পরিণত হয়। অথচ ইতিপূর্বে এই ভূমি ছিল আব্বাসীয় সম্রাজ্যের প্রাচুর্যের ভিত্তি এবং সভ্যতার ধারক। যেমন প্রথম দিকে প্রাচ্যের খাওয়ারিযমের বাদশাহগণ নিজেদের সৈন্যদেরকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকে আব্বাসীয় খিলাফত রক্ষার কাজে নিয়োজিত রেখেছিলেন। কিন্তু পরে আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ খাওয়ারিযমশাহ বাগদাদ দখলে নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যেমনটি ইতিপূর্বে বনু বুওয়াইহ ও সুলজুকীরা করেছিল। কিন্তু তিনি দু'টি কারণে তার ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হন। প্রথমতঃ প্রবল তুষার ঘূর্ণীঝড়ের কারণে ফিরে যেতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়তঃ মোগল সৈন্যরা তার রাজ্যের উপর প্রচণ্ড হামলা করে। অবশেষে তিনি কাযবীন সাগরে পলায়নে বাধ্য হন এবং কোন এক দ্বীপে ৬২০ হিজরী সনে মারা যান। এই আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ও প্রবল যুদ্ধের পর মোগলরা তাদের দেশে ফিরে আসে। অপরদিকে আলাউদ্দীন মুহাম্মাদের সন্তান জালালুদ্দীন মানকাবারতী ভারত থেকে ৬২২ হিজরী সনে নিজ দেশে ফিরে আসেন। তিনি ইতিপূর্বে চেঙ্গীস খানের সৈন্যের সামনে টিকতে না পেরে ভারতে পলায়ন করেছিলেন। দেশে ফিরে এসেই তিনি মোগলদের বিপদ দূর করার কাজে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই তিনি তার পিতার সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করেন। অতঃপর ইরাকীয় আরব ও অনারবদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাদের ভূমি দখল ও সম্পদ লুণ্ঠন করেন। অবশেষে তিনি বাগদাদের জন্য বড় হুমকী হয়ে দাঁড়ান। এ কারণে মুসলিম নেতারা ঐ বছরই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এজন্য আশরাফ বিন মালাক আল-আদিল আয়ূবী ও রোমের শাসক কীফান বিন কায়খসরু ঐক্যবদ্ধ হয়ে জালালুদ্দীন মানকাবারতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাকে পরাস্ত করেন। অপরদিকে ৬২৮ হিজরী (১২৩১/১২৩২) সনে মোগলররা জালালুদ্দীন মানকাবার্তীর উপর প্রচণ্ড ও ন্যক্কারজনক আক্রমণ করে। এতে তিনি পাহাড়ের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয়নি। কোন এক কুর্দীর হাতে তিনি নিহত হন।[১৭]

এতো ছিল পূর্ব ইসলামী বিশ্বের অবস্থা। কিন্তু অন্যান্য ইসলামী বিশ্বের অবস্থা ছিল ভিন্নতর। আরব উপদ্বীপ, মিসর এবং সিরিয়ার একটি বড় অংশ সুলতান ছালাহুদ্দীন আইউবীর কর্তৃত্বে ছিল। কিন্তু ৬১৫ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানরা রাজ্য ভাগ নিয়ে পরস্পরে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে মুসলিম শক্তি দুর্বল হ'তে থাকে। অপরদিকে খৃষ্টান অপশক্তি বারংবার সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসরে আঘাত হানতে থাকে। মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তাদের উপর খৃষ্টানদের অব্যাহত হামলা মোগলরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তারা যখন বুঝতে পারে যে, মুসলমানগণ এখন পুরোপুরি দুর্বল তখনই তারা বাগদাদে হামলা করে ধ্বংসলীলা চালায়।[১৮]

তাতারদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতারদের ব্যাপারে কিছু অমরবাণী রেখে গেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

عَنْ عَمْرِو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ، وَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ-

আমর ইবনু তাগলিব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা ক্বিয়ামতের আগে এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সঙ্গে লড়াই করবে যাদের মুখমণ্ডল হবে পিটানো ঢালের মত'।[১৯]

عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلْفَ الأُنُوْفِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্কী জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা এবং মুখমণ্ডল পেটানো

১৬. *রশীদুদ্দীন, জামেউত্ তাওয়ারীখ ১/২৬২; তারীখুল ইসলাম ৪/১২৯ পৃঃ।*

১৭. *তারীখুল ইসলাম ৪/১৩০ পৃঃ।*
১৮. *ঐ, ৪/১৩০ পৃঃ।*
১৯. *বুখারী হা/৩৫৯২।*

চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের'।[২০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত ততদিন সংঘটিত হবে না, যতদিন না মুসলিমগণ তুর্কী (কাফিরদের) সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কীরা এমন এক জাতি, যাদের চেহারা ঢালের মত এবং তারা পশমের জুতা ব্যবহার করবে'।[২১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'তোমরা হাবশীদের অবকাশ দাও, যতদিন তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়। কেননা কা'বা ঘরের সম্পদ তো সে ক্ষুদ্র পায়ের গোছা বিশিষ্ট হাবশী লোকটি বের করে নেবে'।[২২]

এ সকল হাদীছ বর্ণনা করার পর ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, মুসলমানগণ উমাইয়া শাসন আমলে এ সকল তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মুসলমানদের হাতে একটির পর একটি দেশ বিজয়ের জন্য তারাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের হাতে তাদের অনেকে বন্দি হয়। তাদের ক্ষমতা ও শক্তির কারণে তাদেরকে দলে আনার জন্য রাজা-বাদশারা প্রতিযোগিতা করতে থাকেন। এমনকি খলীফা মু'তাছিমের অধিকাংশ সৈন্য তাদের বংশভূত হয়ে যায়। এরপর শাসন ক্ষমতা তুর্কীদের হাতে চলে গেলে তারা মু'তাছিমের উত্তরাধিকারী মুতাওয়াক্কিল ও তার সন্তানদের একের পর এক হত্যা করে। অবশেষে তুর্কী কুর্দীদের রাজত্বের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে। সিরিয়ার শাসন ক্ষমতাও তুর্কীদের হাতে চলে যায়। তারা অনারব রাষ্ট্রসমূহও দখল করে নেয়। অতঃপর এসব রাজ্যসমূহের উপর বিজয় লাভ করে সুবক্তগীনের বংশধররা। অতঃপর সুলজুকের বংশধররা। আর তাদের রাজত্ব ছড়িয়ে পড়ে ইরাক, সিরিয়া ও রোমে। অতঃপর সিরিয়ায় থাকা তাদের অবশিষ্ট অনুসারীগণ নূরুদ্দীন জঙ্গীর বংশধর ছিল। আর এ সকল অনুসারীগণই ছিল ছালাহুদ্দীন আইউবীর পরিবার। এক সময় এরাও তুর্কীদের তুলনায় সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং তারা মিসর, সিরিয়া ও হিজায দখল করে নেয়। গুয্য তুর্কীরা হিজরী ৫ম শতকে সুলজুকদের উপর হামলা করে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায় এবং লোকদের সাথে নির্মম আচরণ করে। এরপর তাতারদের মাধ্যমে মুসলমানদের উপর নেমে আসে মহাবিপদ। কারণ হিজরী ষষ্ঠ শতকের পরে চেঙ্গীস খানের আবির্ভাব ও পুরো পৃথিবীকে বিশেষতঃ সমগ্র প্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, যাতে এমন কোন দেশ ছিল না যেখানে তাদের অনিষ্ট প্রবেশ করেনি। অতঃপর তাদের হাতে বাগদাদের পতন এবং ৬৫৬ হিজরীতে খলীফা মুসতা'ছিম বিল্লাহ নিহত হন। এরপর চেঙ্গীস খানের বাকী অনুসারীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। তাদের সর্বশেষ শাসক তায়মুর লঙ সিরিয়ার বাড়ি-ঘরকে পদদলিত করে তাতে ধ্বংসলীলা চালায়। সে রাজধানী দামেস্ককে আগুন জ্বালিয়ে এমনভাবে পুড়িয়ে দেয় যে, শহরটির ঘরবাড়ির ছাদ সমূহও ভিতের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে। সে রোম, ভারত ও এ দু'টির মাঝে বহু রাষ্ট্রে ক্ষমতা বিস্তার করে। তার মৃত্যু অবধি তার শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়। অতঃপর তার সন্তানরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু দেশ জয় করে। যা রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রতিফলন'।[২৩] রাসূল (ছাঃ) বলেন, বনু কান্তুররা আমার উম্মতের রাজত্ব প্রথম ছিনিয়ে নিবে।[২৪] আর বনু কান্তুর দ্বারা উদ্দেশ্য তুর্কীরা।[২৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা হাবাশীদের অবকাশ দাও, যতদিন তারা তোমাদের অবকাশ দেয়। আর তোমরা তুর্কীদের অব্যাহতি দাও যতদিন তারা তোমাদের অব্যাহতি দেয়'।[২৬]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এ সকল ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর মু'জেযা। এই তুর্কীদের যুদ্ধ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, সেভাবেই ঘটনাসমূহ ঘটেছে। যেমন তাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপ্টা, মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত, পশমের জুতা পরিধান করা ইত্যাদি নিদর্শন আমাদের সময়ে দেখতে পেয়েছি। মুসলমানগণ তাদের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছে এবং এখনও করছে।[২৭] এটি ছিল ইমাম নববী (রহঃ)-এর সময়কার ঘটনা।

চেঙ্গীস খানের পরিচয় :

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে ইয়াসূজাঈ মারা গেলে ক্ষমতায় আসে তার ছোট ছেলে তায়মূজীন। কর্মদক্ষতা ও চাতুরতার কারণে মাত্র তের বছর বয়সে তিনি চেঙ্গীস খান পদবী লাভ করেন। ক্ষমতায় এসেই তায়মূজীন বিভক্ত মোগল ও তাতারদের ঐক্যবদ্ধকরণে সচেষ্ট হন। ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি অভ্যন্তরীণ শত্রুদের দমন ও বিক্ষিপ্ত জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অতিবাহিত করেন। ১২০৬ সালে তায়মূজীন গোত্র প্রধানদের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করেন। সেখানে উপস্থিত করা হয় গণক, জাদুকর, বক্তা ও পুরোহিতদের। তারা জনসম্মুখে ঘোষণা করেন যে, আজ তায়মূজীনের এমন এক সম্মানজনক

---

২০. *বুখারী হা/২৯২৮; মিশকাত হা/৫৪১১ পৃঃ।*
২১. *মুসলিম হা/২৯১২; ছহীহুল জামে' হা/৭৪২৪ পৃঃ।*
২২. *হাকেম হা/৮৩৯৬; আবুদাউদ হা/৪৩০৯; ছহীহাহ হা/৭৭২; মিশকাত হা/৫৪২৯ পৃঃ।*
২৩. *ফাতহুলবারী ৬/৬০৯ পৃঃ।*
২৪. *মু'জামুল কাবীর হা/১০৩৮৯; আওসাত্ব হা/৫৬৩৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১২৩৮৩, সামহুদীর সূত্রে মানাবী, সনদ হাসান, আলবানী, সনদ জাল, যঈফাহ হা/১৭৪৭; ফাতহুলবারী ৬/৬০৯ পৃঃ।*
২৫. *ফাতহুলবারী ৬/৬০৯ পৃঃ।*
২৬. *নাসাঈ হা/৩১৭৬; মিশকাত হা/৫৪৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৮৪।*
২৭. *শারহুন নববী আলা মুসলিম ১৮/৩৭-৩৮ পৃঃ।*

উপাধির জন্য আকাশ খুলে গেছে যা তার পূর্ববর্তীদের জন্য খুলেনি। আজ থেকে তার নাম হয়ে গেল চেঙ্গীস খান। অর্থাৎ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে তিনি তেতাল্লিশ বছর বয়স অবধি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্য পরিচালনা করেন। চেঙ্গীস খান অভ্যন্তরীণ শত্রুদের থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করলে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে একটি নিয়মের আওতায় আনতে সচেষ্ট হন। আর এজন্য 'ইয়াসাক্ব' বা 'ইয়াসাহ' নামে একটি নীতিগ্রন্থ রচনা করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ইয়াসাহ অর্থ রাজনীতি। পরবর্তীতে মিসরীয়রা এর পূর্বে সীন ও তারও পূর্বে আলিফ-লাম যুক্ত করে। ফলে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শব্দটিকে আরবী বলেই মনে করতে থাকে।[২৮] ইয়াসাহ তুর্কী অর্থে 'আল-কানূনুল মুজতামাঈ' বা সামাজিক বিধিবিধান।

চেঙ্গীস খান যে সকল বিষয় এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন তা হ'ল- যে ব্যভিচার করবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলবে, যাদু করবে, কাউকে বিনা দোষে আটকে রাখবে বা বিবদমান দুই দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে একদলের পক্ষ নিবে ও সাহায্য করবে তাকে হত্যা করা হবে। যে ব্যক্তি পানি বা ছাইয়ে পেশাব করবে তাকে হত্যা করা হবে। যাকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালপত্র দেওয়া হ'ল তৃতীয়বারের পরেও যদি সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহ'লে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কোন লোক কোন বন্দিকে সে গোত্রের অনুমতি ব্যতীত খাবার দেয় বা বস্ত্র দেয় তাহ'লে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কোন দাস বা বন্দি পলায়ন করে অতঃপর অন্য কোন ব্যক্তি তাকে আশ্রয় দেয় ও মূল মালিককে ফিরিয়ে না দেয় তাহ'লে তাকে হত্যা করা হবে।

প্রাণী যবেহ করার ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়, পশুটির চার পা শক্ত করে বেঁধে দিবে এরপর সেটি না মরা পর্যন্ত তার হার্টে আঘাত করতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুসলমানদের ন্যায় প্রাণী যবেহ করবে তাকেও যবেহ করা হবে। যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তির বস্ত্র বা কোন মাল-সামান পড়ে যাবে। তার পিছনে থাকা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে সেখানে নেমে তা কুড়িয়ে নেওয়া। এটি না করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

শিষ্টাচার সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়, কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি ব্যতীত সকলকে সমানভাবে সুবিধা দিতে হবে। যেমনভাবে শর্ত করা হয়েছিল যে, আলী (রাঃ)-এর পরিবারের প্রতি কোন বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে না। তাদের প্রতি কোন ধরনের অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে না। অনুরূপভাবে কোন আলেম-ওলামা, ক্বারী, ফক্বীহ, চিকিৎসক, যাহিদ, আবেদ, মুওয়াযযিন, মৃত্যুকে গোসলদানকারী এমনকি ফক্বীর-মিসকীনদেরকেও বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়া হ'ত না।[২৯]

পারস্পরিক চলা-ফেরার ক্ষেত্রে তাদের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল এই যে, মেহমান ততক্ষণ পর্যন্ত খানা খেতে পারবে না, যতক্ষণ না মেযবান খাবার গ্রহণ করবে। যদিও মেযবান আমীর হয় এবং মেহমান বন্দি হয়। কেউ একাকি খাবার গ্রহণ করতে পারবে না। বরং তার যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে এবং যতজন লোকজন দেখবে ততজন লোককে সাথে নিয়ে খাবার গ্রহণ করবে। প্রজারা যতক্ষণ না খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, ততক্ষণ আমীর খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে না। বরং আমীর এবং মা'মূর সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। যদি কোন লোক কোন খাদ্যগ্রহণরত গোত্রের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তাহ'লে তাদের সাথে বসে তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের খাবার গ্রহণ করতে পারবে। কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। তাদের অন্যতম নীতি ছিল এই যে, তারা পানির ভিতর হাত প্রবেশ করিয়ে পানি ব্যবহার করত না। বরং তারা পানি তুলে হাত ও মুখ ধৌত করত। তারা তাদের পোশাক কখনো ধৌত করত না। এমনকি পোশাকটি ছিড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তারা ধৌত করার প্রয়োজন বোধ করত না। তারা পবিত্র ও অপবিত্রতার মধ্যে কোন পার্থক্য করত না।

তাদের কিতাবে এও ছিল যে, তারা কেউ নামের সাথে উপাধি ব্যবহার করতে পারবে না। বরং আমীর ও মন্ত্রীবর্গ কেবল মূল নামে পরিচিত হবেন। তারা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছিল যে, তারা প্রতিবছর তাদের কুমারী মেয়েদের বাদশার নিকট উপস্থাপন করবে। বাদশাহ যাদেরকে ইচ্ছা নিজের বা নিজ সন্তানদের ভোগ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করবেন। তাতে এও লিখা ছিল যে, যদি কোন বড় নেতাও অপরাধ করে ফেলেন আর তার শাস্তি বাস্তবায়ন করার জন্য সুলতান প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তাহ'লে উক্ত নেতার জন্য আবশ্যক হবে বিনয় ও নম্রতার সাথে দূতের আনুগত্য করা, যাতে তিনি বাদশার নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারেন। যদি এক্ষেত্রে নিজের প্রাণও চলে যায় তবুও। তিনি দ্রুততম ডাক ব্যবস্থা চালু করেন। যাতে দেশের যেকোন স্থানের সংবাদ দ্রুত জানতে পারেন। মৃত্যুর পূর্বে চেঙ্গীস খান তার সন্তান জিগতাঈকে 'ইয়াসাকে' বর্ণিত বিধান সমাজে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মারা গেলে তার সন্তান ও অনুসারীরা তাদের সংবিধান 'ইয়াসাক' বা 'ইয়সার' বিধান সমাজে চালু করেন যেমনভাবে মুসলমানেরা কুরআনের বিধান সমাজে চালু করে। তারা ঐক্যমতে এটিকে ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে।[৩০] এগুলো ছাড়াও অনেক নিয়ম-নীতি ছিল যেগুলোর কিছু ভাল, কিছু মন্দ। তাদের বিধানসমূহ ভালো-মন্দ যাই হৌক না কেন, সমাজে এর প্রচলন তাতারদের ঐক্যবদ্ধ করতে ব্যাপক সহায়তা করে। এ থেকেই তারা একের পর এক মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা করে বহু মুসলিম এলাকা দখল করে নেয়।

[চলবে]

---

২৮. *খুতাত ২/২০২; ছুবহুল আ'শা ছানা'আতিল ইনশা ৪/২২০ পৃঃ।*
২৯. *ছুবহুল আ'শা ফী ছানা'আতিল ইনশা ৪/৩১৪-১৫ পৃঃ।*
৩০. *কালকাশান্দী, ছুবহুল আ'শা ফী ছানা'আতিল ইনশা ৪/৩১৫-১৬; তারীখুল ইসলাম ৪/১৩২-১৩৩ পৃঃ।*

Contents

হাদীছের গল্প

জুম'আর দিনে দো'আ কবুলের সময়

শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসেছিলেন মানবতার দিশারী হিসাবে। জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের পথ তিনি উম্মতকে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করে গেছেন। সাথে সাথে কোন কাজে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে, তাও তিনি জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তেমনি একটি বিষয় হচ্ছে মুমিনের দো'আ কবুলের বিষয়। মানুষ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দো'আ-প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু কোন সময় দো'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন এ সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ।-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি তূর পর্বতে গেলাম এবং তথায় কা'ব আল-আহবারের সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা সেখানে একটি দিন একত্রে কাটালাম। আমি তার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করলাম এবং সে আমার নিকট তাওরাত থেকে বর্ণনা করল। আমি তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল জুম'আর দিন। এই দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিন তাকে (জান্নাত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এই দিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে, কোন মুমিন ব্যক্তি ছালাত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহ্র নিকট যা চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা'ব তাওরাত পড়ে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুম'আর দিন।

অতঃপর প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বাছরা ইবনে আবু বাছরা আল-গিফারী (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথা থেকে আসলেন? আমি বললাম, তূর পর্বত থেকে। তিনি বলেন, তথায় যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'ত তবে আপনি তথায় যেতেন না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, উটকে তিন মসজিদ ব্যতীত (অন্য কোথাও সফরে) কাজে খাটানো যাবে না- 'মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ ও মসজিদ বায়তুল মাক্বদিস'।

অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনি যদি আমাকে তূর পর্বতে যেতে দেখতেন! তথায় আমি কা'ব আল-আহবারের দেখা পাই এবং একত্রে একটি দিন অতিবাহিত করি। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনিয়েছি এবং সে আমাকে তাওরাত থেকে শুনিয়েছে। আমি তাকে বলেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল জুম'আর দিন। এই দিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিন তাঁকে (জান্নাত থেকে পৃথিবীতে) নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই দিন তাঁর তওবা কবুল হয়েছে, এই দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং এই দিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। মানুষ ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন প্রাণী এই দিন ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকায় সন্ত্রস্ত থাকে। এই দিন এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আছে যে, কোন মুমিন ব্যক্তি ছালাতরত অবস্থায় তা পেয়ে গেলে সে আল্লাহ্র নিকট যা-ই চাইবে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করবেন। কা'ব তাওরাত পড়ে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্য বলেছেন, তা প্রতি জুম'আর দিনই।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, কা'ব সত্য বলেছে। নিশ্চয়ই সেই দুর্লভ মুহূর্তটি আমি জ্ঞাত আছি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! সেটি আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, তা জুম'আর দিন সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেননি যে, কোন মুমিন ব্যক্তি ছালাতরত অবস্থায় তা পায়? আর ঐ সময়টি ছালাতের সময় নয়। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেননি, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করার পর বসে বসে পরবর্তী ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে ছালাতের মধ্যেই থাকে, যাবত না তার নিকট পরবর্তী ছালাত উপস্থিত হয়'? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বিষয়টি তদ্রূপই *(নাসাঈ হা/১৪৩০; তা'লাকাতুল হাসান হা/২৭৫৫; মুওয়াত্ত্বা ১/১০৮, সনদ ছহীহ)*।

জুম'আর দিন দো'আ কবুল হওয়ার দু'টি সময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) ইমাম ছাহেবের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭-৫৮)*। (২) আছরের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডোবা পর্যন্ত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬০)*।

পরিশেষে বলব, জুম'আর দিনের উক্ত সময়ে আমরা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করি এবং আমাদের যাবতীয় চাওয়া-পাওয়া তাঁর নিকটেই পেশ কর। তাহ'লে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দিন-আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কর্মী সম্মেলন ২০১৬

তারিখ : ২৫ ও ২৬শে আগস্ট'১৬
রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর।

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সভাপতিত্ব করবেন :

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

চিকিৎসা জগৎ

ইসবগুলের ভুষির উপকারিতা

ইসুবগুলের ভুষি মানব দেহের জন্য অত্যন্ত উপকারী। বাংলাদেশ, ভারত সহ অনেক দেশেই এটি বেশ পরিচিত। এর অনেক ধরনের উপকারিতা রয়েছে। যেমন-

কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে : ইসবগুলে থাকে কিছু অদ্রবণীয় ও দ্রবণীয় খাদ্যআঁশের চমৎকার সংমিশ্রণ, যা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য খুব ভালো কাজ করে। এটি পাকস্থলীতে গিয়ে ফুলে ভেতরের সব বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিকভাবে পানি গ্রহণকারী হওয়ায় পরিপাকতন্ত্র থেকে পানি গ্রহণ করে মলের ঘনত্বকে বাড়িয়ে দিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ২ চামচ ইসবগুল এক গ্লাস কুসুম গরম দুধের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন ঘুমাতে যাবার আগে পান করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডায়রিয়া প্রতিরোধে : ইসবগুল একই সাথে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য দু'টিই প্রতিরোধ করতে সক্ষম। ডায়রিয়া প্রতিরোধে ইসবগুল দইয়ের সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। কারণ দইয়ে থাকা প্রোবায়োটিক পাকস্থলীর ইনফেকশন সারায় এবং ইসবগুল তরল মলকে শক্ত করতে সাহায্য করে খুব কম সময়ে ডায়রিয়া ভালো করতে পারে। ডায়রিয়া প্রতিরোধে ২ চামচ ইসবগুল ৩ চামচ টাটকা দইয়ের সাথে মিশিয়ে খাবার পর খেতে হবে। এভাবে দিনে ২ বার খেলে বেশ কার্যকরী ফল পাওয়া সম্ভব।

অ্যাসিডিটি প্রতিরোধে : অধিকাংশ মানুষেরই অ্যাসিডিটির সমস্যা থাকে। ইসবগুল খেলে তা পাকস্থলীর ভেতরের দেয়ালে একটা প্রতিরক্ষামূলক স্তর তৈরি করে, যা অ্যাসিডিটির বার্ন থেকে পাকস্থলীকে রক্ষা করে। এছাড়া এটি সঠিক হজমের জন্য এবং পাকস্থলীর বিভিন্ন এসিড নিঃসরণে সাহায্য করে। ইসবগুল অ্যাসিডিটিতে আক্রান্ত হওয়ার সময়টা কমিয়ে আনে। প্রতিবার খাবার পর ২ চামচ ইসবগুল আধা গ্লাস ঠাণ্ডা দুধে মিশিয়ে পান করতে হবে। এটি পাকস্থলীতে অত্যধিক এসিড উৎপাদন কমাতে সাহায্য করে অ্যাসিডিটির মাত্রা কমায়।

ওযন কমাতে : ওযন কমাতে ইসবগুল হচ্ছে উত্তম হাতিয়ার। এটি খেলে বেশ লম্বা সময় পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয় এবং ফ্যাটি খাবার খাওয়ার ইচ্ছাকে কমায়। এছাড়াও ইসবগুল কোলন পরিষ্কারক হিসাবেও পরিচিত। কুসুম গরম পানিতে ২ চামচ ইসবগুল ও সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে ভাত খাবার ঠিক আগে খেতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেলেও তা ওযন কমাতে সাহায্য করবে।

হজমক্রিয়ার উন্নতিতে : দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যআঁশে ভরপুর ইসবগুল হজম প্রক্রিয়াকে সঠিক অবস্থায় রাখতে সাহায্য করে। এটি শুধু পাকস্থলী পরিষ্কার রাখতেই সাহায্য করে না, বরং এটি পাকস্থলীর ভেতরের খাবারের চলাচলে এবং পাকস্থলীর বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনেও সাহায্য করে। তাই হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে নিয়মিতভাবে ইসবগুল খেতে হবে। এছাড়া মাঠা বা ঘোলের সাথে ইসবগুল মিশিয়ে খাওয়া যায় ভাত খাওয়ার পরপরই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ইসবগুল মিশিয়ে রেখে না দিয়ে সাথে সাথেই খেয়ে ফেলতে হবে।

হৃদরোগের সুস্থতায় : ইসবগুলে থাকা খাদ্যআঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে, যা আমাদেরকে হৃদরোগ থেকে সুরক্ষিত করে। হৃদরোগের সুস্থতায় ইসবগুল সাহায্য করে। কারণ এটি উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ এবং কম ক্যালরিযুক্ত। ডাক্তাররা হৃদরোগ প্রতিরোধে সর্বদা এমন খাবারের কথাই বলে থাকেন। এটি পাকস্থলীর দেয়ালে একটা পাতলা স্তরের সৃষ্টি করে, যার ফলে তা খাদ্য হ'তে কোলেস্টেরল শোষণে বাধা দেয়। বিশেষ করে রক্তের সিরাম কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এছাড়াও এটি রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল সরিয়ে দেয়, যা থাকলে ধমনীতে ব্লকের সৃষ্টি হ'তে পারে। এর ফলে তা হৃদরোগ এবং কোরোনারী হার্ট ডিজিজ থেকে আমাদের রক্ষা করে। তাই হার্টকে সুস্থ রাখতে নিয়মিতভাবে খাবারের ঠিক পরে বা সকালে ঘুম থেকে উঠে ইসবগুল খাওয়া ভাল।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে : যাদের ডায়াবেটিস আছে ইসবগুল তাদের জন্য খুবই উপকারী। এটি পাকস্থলীতে যখন জেলির মত একটি পদার্থে রূপ নেয় তখন তা গ্লুকোজের ভাঙ্গন ও শোষণের গতিকে ধীর করে। যার ফলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। খাবার পর নিয়মিতভাবে দুধ বা পানির সাথে ইসবগুল মিশিয়ে পান করলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ হবে। তবে দইয়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়া যাবে না, এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।

পাইলস প্রতিরোধে : প্রাকৃতিকভাবে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যআঁশে ভরপুর ইসবগুল পায়ুপথে ফাটল এবং পাইলসের মত বেদনাদায়ক রোগীদের জন্য উত্তম পথ্য। এটা শুধু পেট পরিষ্কার করতেই সাহায্য করে না মলকে নরম করতেও সাহায্য করে অন্ত্রের পানিকে শোষণ করার মাধ্যমে এবং ব্যথামুক্ত অবস্থায় তা দেহ থেকে বের হ'তেও সাহায্য করে। এটি প্রদাহের ক্ষত সারাতেও সাহায্য করে। ২ চামচ ইসবগুল কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে ঘুমাতে যাবার আগে পান করা যায়।

সতর্কতা : এটি শুধুমাত্র উল্লেখিত সমস্যাগুলোর ঘরোয়া সমাধান। অবস্থা অতি গুরুতর হ'লে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ইসবগুল কেনার সময় লক্ষ্যণীয় : আমাদের দেশে বাজার থেকে শুরু করে সুপার মার্কেটসহ সর্বত্রই ইসবগুল বেশ সহজলভ্য। তবে কেনার আগে কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

* প্যাকেটজাত ইসবগুল কেনা ভাল। * খোলা ইসবগুল নষ্ট ও ভেজাল থাকতে পারে, যার ফলে এতে ভালো ফলাফল নাও পাওয়া যেতে পারে। * আজকাল প্যাকেটজাত বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম স্বাদের ইসবগুল পাওয়া যায়। ভালো ফলাফলের জন্য এসব কৃত্রিম স্বাদের ইসবগুল অপেক্ষা সাধারণ ইসবগুল খাওয়া ভাল। * বিভিন্ন দোকানে সাধারণ ইসবগুলে কৃত্রিম স্বাদ ও রঙ যোগ করে বিশেষ কার্যকারিতার কথা বলে বিক্রয় করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সাধারণ ইসবগুল খাওয়াই সর্বোত্তম।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলাচ্ছে কৃষি

প্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে কৃষি। যে লাঙল-জোয়াল আর 'হালের বলদ' ছিল কৃষকের চাষাবাদের প্রধান উপকরণ সে জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে 'কলের লাঙল' ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার। সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন লাঙল দেখতে যেতে হবে জাদুঘরে।

কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষাবাদের কারণে একদিকে যেমন সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, তেমনি ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। ফলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের। কেবল জমি চাষই নয়, জমিতে নিড়ানি, সার দেওয়া, কীটনাশক ছিটানো, ধান কাটা, মাড়াই, শুকানো ও ধান থেকে চাল সবই হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর হিসাব মতে, বর্তমানে দেশের মোট আবাদি জমির ৯০ ভাগ চাষ হচ্ছে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তবে অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে এখনো অনেক পিছিয়ে দেশের কৃষকরা। যদি চাষাবাদের সব পর্যায়ে অর্থাৎ জমি তৈরি থেকে শুরু করে চাল উৎপাদন পর্যন্ত পুরোপুরি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাহ'লে রীতিমতো বিপ্লব ঘটবে কৃষিতে।

এদিকে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হওয়ায় কাঠের লাঙল তৈরির কারিগরদের এখন দুরবস্থা। কারিগররা তাদের পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

অনেক গবেষকের মতে, চীনে হানদের শাসনামলে [খ্রিস্টপূর্ব ২০২ থেকে ২২০ খ্রিস্টাব্দ] মানুষ প্রথম লাঙল ব্যবহার করে জমি চাষ শুরু করে। কাঠ দিয়ে লাঙল তারাই প্রথম তৈরি করে। লাঙলের ফলা তৈরিতে ব্যবহার করে লৌহদণ্ড। জোয়াল তৈরিতে ব্যবহার করত কাঠ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে গেলে হাল-চাষের এ প্রথাটি সারাবিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে আশির দশকের শুরুতে কৃষিতে ধীরে-ধীরে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। সে সময় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের কাজ হাতে নেন। বর্তমানে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি কৃষিকাজে ব্যবহার হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

কৃষি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, লাগসই প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন সম্ভব। বর্তমানে দেশে যেসব কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে, তন্মধ্যে অন্যতম কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার। এ যন্ত্রের মাধ্যমে ফসল কাটা, খোসা হ'তে ফসলের দানা আলাদা করার কাজ করা হচ্ছে। এছাড়া ছোট জমি চাষের জন্য পাওয়ার টিলার, বড় জমি চাষে ট্রাক্টর বা হুইল ট্রাক্টর, বীজ বপন, সার প্রয়োগ ও কীটনাশক ছিটানোর জন্য ব্রডকাস্ট সিডার, নির্দিষ্ট অবস্থানে বীজ বপনের জন্য সিড ড্রিল, গভীরভাবে কঠিন স্তরের মাটি কর্ষণের জন্য সাব ব্রয়লার, ধান/বীজ শুকানোর যন্ত্র 'ড্রায়ার', ধান, গম, ভুট্টা শুকানোর যন্ত্র ব্যাচ ড্রায়ার, পাওয়ার রিপার মেশিন (শস্য কাটার যন্ত্র), ঝাড়ার যন্ত্র ইউনারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি চাষাবাদে ব্যবহার হচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার রিপার, ঝাড়ার যন্ত্র ইউনার, নিড়ানির যন্ত্র ইউডার, ধান ও গম মাড়াই কল, ভুট্টা মাড়াই কল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোর, বগুড়া, রংপুর, যশোর, শেরপুরসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সেচপাম্প, ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের খুচরা যন্ত্রপাতি তৈরির বেশকিছু কারখানা গড়ে উঠেছে।

কৃষি কাজের মধ্যে সবচেয়ে শ্রমনির্ভর কাজ হচ্ছে বীজ বা চারা রোপণ, আগাছা দমন ও ফসল কাটা। মৌসুমের নির্দিষ্ট সময়ে বীজ বপন, চারা রোপণ এবং ফসল কেটে ঘরে তুলতে কৃষককে বেশ সংকটে পড়তে হয়। ঐ সময়ে কৃষি শ্রমিকের মজুরিও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কখনো কখনো দ্বিগুণ মজুরি দিয়েও কৃষি শ্রমিক পাওয়া যায় না। ফলে বিলম্বে বীজ রোপণের জন্য ফলন কম হয়, পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। কখনো কখনো বিলম্বে ফসল কাটা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে উৎপাদিত শস্যের একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া আগাম ফসল বিক্রি করতে না পারার কারণে প্রত্যাশিত মূল্য থেকেও কৃষক বঞ্চিত হয়। এসব থেকে রক্ষা পেতেই কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে যেমন সময় কম লাগছে, তেমনি বেশি ফসলও উৎপাদন হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কৃষাণ দিয়ে এক বিঘা জমির ধান কাটাতে খরচ হয় তিন হাযার টাকা। আর 'রিপার' দিয়ে ধান কাটতে বিঘা প্রতি খরচ হয় মাত্র ৫০০ টাকা। সময়ও লাগে কম। অপর দিকে গরু দিয়ে হালচাষ করতে বিঘা প্রতি খরচ হয় ৭০০ টাকা। আর পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষ করতে খরচ হয় প্রতি বিঘায় ৪০০ টাকা। ট্রাক্টর দিয়ে খরচ হয় মাত্র ২৫০ টাকা। তাই কৃষকরা এসব আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকছেন। তবে এসব যন্ত্রপাতির দাম কমানো দরকার।

কৃষিবিদরা জানান, দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় চার কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। উৎপাদন থেকে বাজারজাত পর্যন্ত প্রায় ১৪ শতাংশ খাদ্যশস্য নষ্ট হয়, যার পরিমাণ ৪২ লাখ টন। চাষাবাদে পুরোপুরি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এসব সমস্যা দূর করা সম্ভব।

সম্প্রতি শেষ হওয়া কৃষি যন্ত্রপাতির প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক মুহাম্মাদ মঞ্জুরুল আলম বলেন, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এখনও আমরা প্রতিবেশী দেশ ভারত, চীন থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশে কৃষিযন্ত্রপাতির মধ্যে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর ও মাড়াই যন্ত্র উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো শতাংশের হিসাবের মধ্যেই আসেনি। তিনি বলেন, ফসলের ন্যায্যমূল্য না হওয়ায় কৃষকরা হতাশ। কিন্তু তাদের যদি চাষাবাদের সকল পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে ফসলের উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে এবং তারা লাভের মুখ দেখবে।

কৃষি যন্ত্রপাতির বেশিরভাগ এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। আবার দাম খুব বেশি নয়। তাই আমাদের কৃষকদের আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক রফীকুল ইসলাম মণ্ডল বলেন, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ইনস্টিটিউটের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করছে। বারি উদ্ভাবিত পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, এই যন্ত্রটি দিয়ে একইসাথে জমি চাষ, জমি লেভেল, সার ও বীজ বপন করা যায়। তিনি বলেন, দিন দিন আমাদের জমি কমে যাচ্ছে, কিন্তু খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। তাই কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে চাষাবাদের সকল পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। তাহ'লেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

ভাংবে ওরা

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

জানি রক্তে ওদের সত্যবাদের বীর্য কণা
ভাংবে ওরা কাল ভুজঙ্গের তীক্ত ফনা।
গড়বে ওরা বিশ্বব্যাপী নয়া জামা'আত
লাঞ্ছিত আর দুঃখী মানুষের মুক্তির পথ।
কণ্ঠে ওদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার বজ্রবাণী
পুঞ্জীভূত বর্বতার হোক কুরবানী।
সংগ্রামীরা জমাবে ভীড়
তিমির ঘেরা ধরণী পরে
নয়া জাগরণ আসবে আবার
আমরা জানি।
আলো ঝলমল স্বর্গীয় দ্যুতি
বিশ্বের বুকে আবার আসিয়া বাঁধিবে সে নীড়
থাকিবে ওদের অমর স্মৃতি
পবিত্রতার ছোঁয়াচে আবার গড়বে শিবির।

***

অলক্ষ্যের আহ্বান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

কে গো বারে বারে অলক্ষ্যে অদূরে
মম নাম ধরে শুধু ডাকে?
দিবা ও রাত্রি আমি যাত্রী
মরণ নদীর বাঁকে।
দূরাম্বর হ'তে ধ্বনিত সে ডাক
কঠিন কণ্ঠস্বরে,
চকিতে চমকি দু'চোখে দেখি
আজরাঈল (আঃ) এসেছে দ্বারে।
আকাশ ভেদিয়া আসিছে সে ডাক
পাতাল ভেদিয়া শুনি,
আর নয় হেথা এখন কেবলি
মরণের দিন গুনি।
সচল অবয়ব অচল স্তব্ধ
সামনে চলে না আর,
শেষ চাওয়া-পাওয়া শেষ নাওয়া-খাওয়া
সবই যে রুদ্ধ দ্বার।
বিদায়ী সালাম জানাই আমি আজ
মায়া ভরা ধরণীর
অতীতের স্মৃতি হৃদয়েতে আঁকি
নয়নে আসিছে নীর।
বিদায়ের কালে আসিছে সকলে
শেষ দেখা দেখিবার
সকলের আঁখি ভিজা ভিজা দেখি
ক্রন্দন করাই সার!

ঈমানদার

মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদ সরকার
কলেজপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

এই ভুবনে
মুমিন তারাই হয়,
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি
যাদের অন্তরে বিশ্বাস রয়।
দ্বীনের পথে চলতে
যাদের অন্তরে রয় না ভয়-সংশয়,
শুধু তারাই মুমিন হয়।
আল্লাহ্র রহমতে সকল
মুমিনের পরকালে বিজয় হয়
রাসূলের আদর্শ মানে
যারা সর্বদা নিশ্চয়,
শুধু তারাই মুমিন হয়।
যারা জান-মাল দিয়ে
সর্বদা জিহাদ করে
চরমপন্থা-সন্ত্রাস হ'তে দূরে রয়
শুধু তারাই মুমিন হয়।
আখেরী নবীর উম্মত যারা
তাদের হবেই হবে জয়,
যদি তাদের অন্তরে
শুধু ঈমানের জ্যোতি রয়।

***

আত-তাহরীক-এর কথা

এফ এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

তাহরীক বলে কথা
সোনামণিদের।
পাতা ভরা থাকে খবর
দেশ-বিদেশের।
প্রবন্ধ থাকে লেখা
ছহীহ শুদ্ধ ভাবে।
প্রশ্নোত্তরের টাটকা জবাব,
তাহরীক পড়লে পাবে।
পত্রিকা জগতে আত-তাহরীক-এর
বিকল্প যে নাই,
প্রতি মাসে তাই আমি
তাহরীক পড়ি ভাই।
তাহরীক আমার প্রিয় বন্ধু
সদা সত্য ছহীহ বলে।
এমন বন্ধুর সাহচর্য
সদাই আমি চাই
এর দিশাতে পরকালে
নাজাত পাব নিশ্চয়ই।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. ছিফ্ফীনের যুদ্ধ।
২. ছিফ্ফীনের যুদ্ধ, উষ্ট্রের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।
৩. আয়েশা (রাঃ)।
৪. হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রিঃ)।
৫. তাবুক যুদ্ধে আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং ওমর ফারূক (রাঃ)।
৬. নূহ (আঃ); ৯৫০ বছর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. উলুকা; এটা দেখেই বিজ্ঞানীরা ট্রেন তৈরী করেন।
২. ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে।
৩. লাক্ষ্যা দ্বীপে।
৪. চিনের ফুজিয়ানা প্রদেশের ওয়াং দেং নামক ব্যক্তির তিনটি চোখ আছে।
৫. মিঃ ডব্লিউ দাহা বন্দর নায়েক, শ্রীলংকা।
৬. পূর্ব তিমুরে তুলা গাছের মত এক প্রকার গাছ আছে, যা কাটলে মধু বের হয়।
৭. চীন দেশ।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. কোন ছাহাবী সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে হিজরত করেছিলেন?
২. কোন ছাহাবীর উপাধি ছিল সাইফুল্লাহ বা আল্লাহ্র তরবারী।
৩. কোন ছাহাবী সর্বপ্রথম আল্লাহ্র পথে তীর নিক্ষেপ করেন?
৪. সর্বপ্রথম কোন ছাহাবীকে বায়তুল মালের দায়িত্ব প্রদান করা হয়?
৫. কোন ছাহাবীর উপাধি ছিল এ 'উম্মতের আমানতদার'।
৬. কোন খলীফা সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত হন?
৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম জন্ম গ্রহণকারী শিশুর নাম কি?
৮. আবুবকর ও আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর মাঝে সম্পর্ক কি?
৯. কোন ছাহাবী হিজরী সন প্রবর্তন করেন?
১০. কোন ছাহাবী সর্বপ্রথম নিহত হওয়ার পূর্বে দু'রাকা'আত ছালাতের প্রচলন করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১. ফরিদপুরের পুরাতন নাম কি?
২. কক্সবাজারের পুরাতন নাম কি?
৩. সিলেটের পুরাতন নাম কি?
৪. মুজিবনগরের পুরাতন নাম কি?
৫. ফেনীর পুরাতন নাম কি?
৬. জামালপুরের পুরাতন নাম কি?
৭. গাইবান্ধার পুরাতন নাম কি?
৮. চট্টগ্রামের পুরাতন নাম কি?
৯. বরিশালের পুরাতন নাম কি?
১০. শাহবাগের পুরাতন নাম কি?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

হড়গ্রাম, রাজপাড়া, রাজশাহী ১০ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় হড়গ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

ঝিনাইদহ ১২ই জুন রবিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় ছোট ভাদ্রা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অতঃপর একই যেলাধীন ছোট কামারকুণ্ডুতে বিকাল ৪-টায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা সোনামণি পরিচালক আসাদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ১৪ই জুন মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বামুন্দী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৬ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা সোনামণি পরিচালক সা'দ আহমাদ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ছাত্র মা'ছুম বিল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক ইয়া'কূব আলী।

কোরপাই-কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কোরপাই-কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৬ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন অত্র যেলা সোনামণি পরিচালক মাওলানা আতীকুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আমীর হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সাজেদা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনিকা আখতার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা 'যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বড়কুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গা হোসেন আহমাদ পাড়া বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আয়েশা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারূফ হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম সেলিম আহমাদ।

স্বদেশ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের মৃত্যু

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলেম ও মাসিক মদীনা সম্পাদক সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (৮১) গত ২৫শে জুন শনিবার বিকেল সাড়ে ৬-টায় ইফতারের কিছু পূর্বে তিনি রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন।

২৬শে জুন বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন নিজ যেলা ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপযেলার আনছারনগর গ্রামে জানাযা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর সকল গুনাহখাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন- আমীন!

জন্ম ও কর্মজীবন : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৩৫ সালের ১৯শে এপ্রিল কিশোরগঞ্জ যেলাধীন পাকুন্দিয়া উপযেলার ছয়চির গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপযেলার পাঁচবাগ ইউনিয়নের আনছারনগরে। তার পিতা শিক্ষাবিদ মৌলভী হাকীম আনছারুদ্দীন খান। তিনি উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দু'বার কারাবরণ করেন। পাঁচবাগ মাদরাসা থেকে ১৯৫১ সালে আলিম, ১৯৫৩ সালে ফাযিল এবং ঢাকা আলিয়া থেকে ১৯৫৫ সালে কামিল (হাদীছ) এবং ১৯৫৬ সালে কামিল (ফিক্বহ) ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সাপ্তাহিক কাফেলা, নেজামে ইসলাম, দৈনিক ইনসাফ, আজাদ, মিল্লাত প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তীতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক পাসবান, বাংলা মাসিক দিশারী ও সাপ্তাহিক নয়া জামানায় সম্পাদনা করেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৫৫ বছর যাবৎ মাসিক মদীনা সম্পাদনা করেছেন।

তাঁর ভাষ্য মতে তিনি ঢাকায় থাকাকালে সাপ্তাহিক আরাফাতে দু'বছর কাজ করেছেন এবং মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী-এর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন *(স.স.)*।

সাংগঠনিক জীবন : ১৯৮৮ সালে তিনি সঊদীআরব ভিত্তিক আন্ত র্জাতিক সংস্থা 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে তিনি 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশে'র সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি এই সংগঠনের নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠা : বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝিতে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য ও ডেপুটি স্পীকার এটিএম আব্দুল মতীনের সহযোগিতায় বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের ভেতরেই একটা দালানের দ্বিতীয় তলা ভাড়া নিয়ে 'দারুল উলূম ইসলামী একাডেমী' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ প্রতিষ্ঠান মাত্র এক বছরের মধ্যে অন্যূন দশটি কিতাব অনুবাদ করে প্রকাশ করে। এখান থেকে ১৯৬০ সালে মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের সম্পাদনায় 'মাসিক দিশারী' নামে একটা গবেষণা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রতিষ্ঠানটি একটা ভাল অবস্থানে পৌঁছলে দেশের প্রথম সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খানের আমলে একে সরকারীকরণ করা হয়। মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, তিনি ইচ্ছা করলে এখানে ভাল বেতনে সম্মানজনক চাকুরী করতে পারেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হননি এ কারণে যে, (তার ধারণা মতে) ইসলামের ছহীহ ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন তা সরকারী ইসলামের নানা অপকর্মে ব্যবহৃত হবে। কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম (বাম নেতা বদরুদ্দীন ওমরের পিতা) কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগপত্র নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন' রাখা হয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবদান : সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত থেকে ১০০ কি.মি. দূরে সুরমা-কুশিয়ারা নদীর সম্মিলিত উজানে ভারত সরকারের টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনার প্রতিবাদে ২০০৫ সালের ৯ ও ১০ই মার্চ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান 'ভারতীয় নদী আগ্রাসন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি'র ব্যানারে টিপাইমুখ অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের ডাক দেন। এতে দেশের প্রায় ৩০টি সংগঠন যোগদান করে। অতঃপর লংমার্চ শেষে জকিগঞ্জে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। যা রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

অসহায়, দরিদ্র ও ইয়াতীম ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ, সম্বলহীন লোকদের বসতবাড়ি নির্মাণসহ সার্বিক কল্যাণে তিনি কাজ করে গেছেন। বান্দরবান যেলার কয়েক শ' উপজাতি পরিবার তার সহযোগিতায় ইসলাম গ্রহণ করে। সেখানে প্রায় তিন শতাধিক নারী-পুরুষকে তিনি 'তাওহীদ মিশন' নামক সংস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসন করেন।

দেশের রাজনীতি ও সমাজ সচেতন আলেমদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল শীর্ষে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি অকৃত্রিম দরদ এবং কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে তিনি পরিণত হয়েছিলেন এদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন যোগ্য অভিভাবকে। সে কর্তব্য পালনে তিনি মাযহাবী বিতর্ক, আভ্যন্তরীণ মতাদর্শভিত্তিক টানাপোড়েনকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। যার বড় প্রমাণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের প্রতি তৎকালীন সরকারের যুলুমের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে তাঁর রুখে দাঁড়ানো।

দেশে ১৬টি খাতে বছরে ৮ হাযার ৮২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় : টিআইবি

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পাসপোর্ট ও বিচারিকসহ অন্তত ১৬টি খাতের সেবা পেতে বছরে ৮ হাযার ৮২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয় বলে টিআইবির এক জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। গত ২৯শে জুন 'সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫' শীর্ষক ঐ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-টিআইবি। এ সংস্থাটির ঐ প্রতিবেদনে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা খাতে ৬৭ দশমিক ৮ শতাংশ খানার সদস্যদের দুর্নীতির শিকার হওয়ার এবং ৫৮ দশমিক ১ শতাংশের ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়ার কথাও উঠে এসেছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুযযামান জরিপের তথ্য তুলে ধরে বলেন, সর্বশেষ ২০১২ সালে সেবা খাতের দুর্নীতি জরিপের

তুলনায় এবার ১ হাযার ৪৯৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা বেশী ঘুষ দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১২ সালের তুলনায় এবার মানুষের দুর্নীতির শিকারের হার প্রায় ১ শতাংশ ও ঘুষের শিকারের হার ৬ শতাংশ বেড়েছে। আর সেবা খাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হ'তে হয় পাসপোর্ট খাতে। পাসপোর্ট সেবা নিতে ৭৭ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ দুর্নীতির শিকার ও ৭৬ দশমিক ১ শতাংশ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়। সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতি রোধে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলীতে দলীয়করণ ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে সব খাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের সুফারিশ করেন তিনি।

বিদেশ

উৎপাদিত খাদ্যের অর্ধেকই ফেলে দেয় আমেরিকানরা

বিশ্বে ৫ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ অভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ১৬ হাযার কোটি ডলার সমমূল্যের ছয় কোটি টন খাদ্য নষ্ট হচ্ছে, যা পুরো বিশ্বের খাদ্যপণ্যের তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ উৎপাদিত মোট খাদ্যের অর্ধেকই ফেলে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা। খাবার নিখুঁত হচ্ছে না এমন অজুহাতেই এ কাজটি করে থাকে তারা। আর এতে দেশটিতে একদিকে যেমন বাড়ছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, অপরদিকে খাদ্য অপচয়ের মারাত্মক প্রভাব পড়ছে পরিবেশের ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক খাবার অপচয় বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে এ ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। এতে দেখা যায়, নিজেদের মনমতো না হওয়ায় উৎপাদিত খাদ্যের বড় অংশ মাঠেই ফেলে রাখা হয়, কিছু অংশ গৃহপালিত পশুকে খাওয়ানো হয়, আর বাকি অংশ নিক্ষেপ করা হয় ময়লা ফেলার স্থানে। দেখতে নিখুঁত বা মানসম্মত নয় এমন মনোভাব দেশটিতে বিশাল পরিমাণ ফসল ফেলে দেয়ার পেছনে কাজ করছে।

এভাবে ফসলের মাঠ, গুদাম, প্যাকেজিং, বণ্টন, সুপার মার্কেট, রেস্তোঁরা ও ফ্রিজে নষ্ট হচ্ছে এসব খাদ্য। এছাড়া খরচ ও ফসল-সম্পর্কিত শ্রম বাঁচাতে নিয়মিত মাঠে ফসল ফেলে আসা হয়। এছাড়া সামান্য দাগ দেখা গেলে গুণগত মান ঠিক থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার না করে গুদামে পচার জন্য রেখে দেয়া হয়। রোদে পোড়া বা কালো দাগযুক্ত ফুলকপি জমিতেই মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। আঙ্গুরের আকৃতি সমান না হ'লে তা ফেলে দেয়া হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের খাদ্য অপচয়ের এ হার বৈশ্বিক ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য অপচয়ের এ পরিমাণ অর্ধেকে নামিয়ে আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে ওবামা প্রশাসন ও জাতিসংঘ।

পাকিস্তানী সমাজসেবী আব্দুস সাত্তার ইদির মৃত্যু

দরিদ্রদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা পাকিস্তানের প্রখ্যাত সমাজসেবী আব্দুস সাত্তার ইদি (৮৮) মারা গেছেন। গত ৮ই জুলাই তিনি করাচীর এক মেডিকেল সেন্টারে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ চিকিৎসাধীন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতের গুজরাটের এক বণিক পরিবারের সন্তান ইদি ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাকিস্তানে চলে যান। নিজের অসুস্থ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের দেখাশোনা করতে রাষ্ট্র কিভাবে ব্যর্থ হ'ল, তা দেখে তিনি জীবনভর সমাজসেবায় রত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫১ সালে একটি ক্লিনিক খোলার মাধ্যমে তাঁর ইদি ফাউন্ডেশন যাত্রা শুরু করে। সময়ের আবর্তনে যা পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনে পরিণত হয়। কেবল পাকিস্তানে নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় কাজ করছে ফাউন্ডেশনটি। অ্যাম্বুলেন্স সেবা, মর্গ, লাশ পরিবহন, বাড়িতে গিয়ে নার্সিং সেবা, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, ইয়াতীমখানা, স্কুল, হাসপাতাল, নারী ও শিশু আশ্রয় কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, বৃদ্ধনিবাস, মাদকাসক্ত ও মানসিক রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে এই ফাউন্ডেশন। যে কোন দুর্যোগে সবার আগে পৌঁছে যায় ইদি ফাউন্ডেশনের অ্যাম্বুলেন্স। কখনো কখনো রাষ্ট্র যেসব সেবা দিতে ব্যর্থ হয় সেগুলোও দিয়ে থাকে এই ফাউন্ডেশন।

অনৈতিক সম্পর্কে জন্মলাভ করা পরিত্যক্ত শিশুদের লালন-পালন করতেন তিনি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তিনি এরূপ প্রায় ৩৫ হাযার শিশুর লালন-পালন করেছেন। এছাড়া ১৫০০ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গঠিত তাঁর অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হিসাবে গিনেজ বুক রেকর্ডেও স্থান করে নিয়েছে।

১৯৮৭ সালে তিনি র‍্যামন ম্যাগসাস পুরস্কারে ভুষিত হন। এছাড়া লেনিন শান্তি পুরস্কার এবং বলসান পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। ১৯৮৯ সালে পাকিস্তান সরকার সে দেশের সবচেয়ে বড় বেসামরিক পুরস্কার 'নিশান এ ইমতিয়ায'-এ ভূষিত করেন তাকে। কোনদিন স্কুলের গণ্ডি না পেরুলেও ২০০৬ সালে করাচীর ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও ২০১০ সালে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডি.লিট দেয়।

তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়ায শরীফ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, 'মানবতার এক মহান সেবককে হারালাম আমরা। যিনি সামাজিকভাবে ভঙ্গুর, অভুক্ত, অসহায় ও দরিদ্রদের কাছে ভালবাসার মূর্ত প্রতীক ছিলেন'।

২০১৪ সালে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, সাধারণ জীবন যাপন, সততা, কঠোর পরিশ্রম ও সময়ানুবর্তিতা তার কাজের মূল বিষয়। তিনি বলেছিলেন, 'অন্যদের সেবা করা প্রত্যেকের কর্তব্য, মানুষের জীবনের অর্থও তাই। মানুষ বেশী বেশী এমনভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ইদি ছিলেন স্পষ্টবাদী। কখনো কাউকে তোষামোদ করেননি। তিনি রাজনীতিবিরোধী মানুষ ছিলেন। বরং সবসময় মানুষকে সমাজ সেবায় উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এবং সামরিক স্বায়ত্বশাসনের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর কঠোর অবস্থান। চরমপন্থী হামলার জন্য তেহরিক-ই-তালিবানকে যেমন আক্রমণ করেছেন, আবার দুর্নীতির জন্য দুষেছেন সরকারকে। সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতেন বলে সামরিক সরকারের রোষের মুখে পড়েছেন বহুবার।

২০০৩-০৪ সালে পাকিস্তানে ঢুকে পড়া ভারতের মূক ও বধির তরুণী গীতা ইদি ফাউন্ডেশনের আশ্রয়েই ছিল। ২০১৫ সালে গীতাকে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইদি ফাউন্ডেশনকে এক কোটি রুপী দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেবামূলক কাজের বিনিময়ে ঐ অর্থ গ্রহণ করতে রাযী হননি আবদুস সাত্তার ইদি।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেসময় করাচীতে ভারতের চালানো বোমা

Contents

হামলায় নিহতদের ছিন্ন-ভিন্ন দেহের বিভিন্ন অংশ ইদি এবং তার স্ত্রী বিলকিস নিজ হাতে কুড়িয়ে একত্র করে গোসল দিয়েছিলেন। ইদি বলেন, ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন দেহগুলো দেখে আমার হৃদয় কঠিন হয়ে যায় সেদিন। মানবতার কাছে এবং ধর্মের কাছে সেদিন থেকেই আমি আমার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম।

বোমার ভয়াবহতা, ক্ষতিকারক গ্যাস সবকিছুর ভয় দূরে ঠেলে জীবনভর নিরপরাধ মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেছেন তিনি। আজ তাই শত্রু-মিত্র, ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক সবার কাছেই আবদুস সাত্তার ইদি অসম্ভব শ্রদ্ধার পাত্র এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম। যার আলোয় আলোকিত বহু মানুষ।

যুক্তরাষ্ট্রই মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদ আমদানী করছে

-ফিলিপিনো প্রেসিডেন্ট

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সংঘাতের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপকে দায়ী করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রই 'সন্ত্রাসবাদ আমদানী' করছে। তিনি বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্য আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদ রফতানী করছে, বিষয়টা এমন নয়। বরং আমেরিকাই সন্ত্রাসবাদ আমদানী করছে।' তিনি বলেন, ইরাকের পরলোকগত সাদ্দাম হোসেন স্বৈরাচারী হ'লেও তিনি দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, 'তারা বলপূর্বক ইরাকে ঢুকে সাদ্দামকে হত্যা করে। এখন ইরাকের অবস্থা দেখুন। লিবিয়ায় কি হচ্ছে দেখুন। সিরিয়ায় কি হচ্ছে দেখুন। দক্ষিণ মিন্দানাও থেকে নির্বাচিত ফিলিপাইনের প্রথম এই প্রেসিডেন্ট ইরাকী জনগণকে 'মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দেয়া হয়েছে' বলে মন্তব্য করেন।

চিলকট তদন্ত প্রতিবেদন : বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে ব্লেয়ারকে

ইরাক যুদ্ধে জড়ানো ছিল ভুল সিদ্ধান্ত

ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের সম্পৃক্ততা নিয়ে বহুল প্রতীক্ষিত চিলকট তদন্ত প্রতিবেদন অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এই সামরিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে 'দি ইরাক ইনকোয়ারি' নামের প্রায় আট হাযার পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি তৈরীর জন্য স্যার জন চিলকটের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে চিলকট কমিশন গঠিত হয়। দীর্ঘ ছয় বছর এই কমিশন ইরাক যুদ্ধের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যুদ্ধের ১৩ বছর পর এ রিপোর্ট প্রকাশ করল। প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ হ'ল- (১) ইরাক যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়ার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি ভুল ছিল, যার ফল আজো ভোগ করতে হচ্ছে (২) ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইরাকে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, সাদ্দাম হোসেন এসব অস্ত্র জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই দাবী তারা প্রমাণ করতে পারেনি (৩) ২০০৩ সালের মার্চ মাসে সাদ্দাম হোসেনের পক্ষ থেকে কোন হুমকি ছিল না। সেসময় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বেশিরভাগ সদস্যের অভিমত ছিল যে, সেখানে জাতিসংঘের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখা হোক। (৪) ইরাক যুদ্ধে সম্পৃক্ত হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বিতর্কিত সেনা সম্পৃক্ততা, যা যুদ্ধে যোগ না দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যেত।

উল্লেখ্য, ইরাক যুদ্ধে ১৭৯ জন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়। সরকারের ব্যয় হয় প্রায় ১০ বিলিয়ন পাউন্ড। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লাখ ইরাকী নিহত হয় এবং ১০ লাখের বেশি বাস্তুহারা হয়।

মুসলিম জাহান

ভারত ও বাংলাদেশে পীস টিভির সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশ

সম্প্রতি ঢাকার গুলশানে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলাকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রখ্যাত দাঈ ডা. যাকির নায়েক পরিচালিত 'পীস টিভি'র সম্প্রচার গত ৯ই জুলাই ভারত সরকার এবং ১১ই জুলাই বাংলাদেশ সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। একই সাথে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম থেকে তাঁর বক্তব্য সরিয়ে ফেলার কার্যক্রম শুরু করেছে দেশ দু'টি।

গত ৪ঠা জুলাই বাংলাদেশের ইংরেজী দৈনিক ডেইলী স্টার 'মিলিট্যান্ট ফলোড আইএস রিক্রুটারস, কন্ট্রোভার্সিয়াল প্রিচার' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে গত ১লা জুলাই ঢাকার গুলশানে বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলায় অংশ নেয়া নিবরাস ইসলাম টুইটারে যাকির নায়েককে অনুসরণ করত। পরে খবরটি ভারতের একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপর ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সন্ত্রাসবাদের উসকানীর অভিযোগ এনে দুবাইভিত্তিক এই চ্যানেলটি বন্ধের দাবী তোলে। যার পরিপ্রেক্ষিতে চ্যানেলটির সম্প্রচার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা দেয় ভারত সরকার। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে এই টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে ব্যাপক চাহিদার কারণে অনেক ক্যাবল অপারেটর তা সম্প্রচার করত।

এরই পরিপেক্ষিতে দু'দিন পর বাংলাদেশ সরকার এর সম্প্রচার বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারী করে। যাতে বলা হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডাউন লিংকের শর্ত ভঙ্গ করায় বিদেশী ফ্রি-টু-এয়ার টিভি চ্যানেল পিস টিভির ডাউন লিংকের অনুমতি বাতিল করা হ'ল'। এ প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, পিসি টিভি বহু ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের কুরআন, সুন্নাহ, হাদীছ, বাংলাদেশের সংবিধান, দেশজ সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বর্তমানে ডা. যাকির নায়েক ও তাঁর প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও পীস টিভি নিয়ে ভারতে বহুমুখী তদন্ত চলছে। মোট নয়টি তদন্তকারী দল গঠিত হয়েছে। যারা তাঁর প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার ফুটেজ ও ভিডিও, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম ও ফেসবুক পোস্টগুলো তদন্ত করছে। এর বাইরে তদন্তের আওতায় রয়েছে আইআরএফ-এর অর্থনৈতিক দিক। বিভিন্ন দেশ থেকে এই সংস্থা যে আর্থিক অনুদান পাচ্ছে তা কিভাবে খরচ করা হচ্ছে কিংবা সেই অর্থে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হচ্ছে কি না, তদন্তকারী দল তা-ও খতিয়ে দেখছে।

ডা. যাকির নায়েক-এর বক্তব্য :

এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সঊদী আরবে অবস্থানরত ডা. যাকির নায়েক এক ভিডিও বার্তায় জানান, তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে উসকানি দেয়ার কোন অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, তিনি মালয়েশিয়ায় নিষিদ্ধ। কিন্তু মালয়েশিয়া সরকারের সর্বোচ্চ সম্মানসূচক পদক তিনি পেয়েছেন। তিনি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীসহ কমপক্ষে ১৩ জন মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন।

স্কাইপের মাধ্যমে ভারতে অনুষ্ঠিত আরেকটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, পীস টিভিতে দেওয়া আমার পুরো ভাষণগুলো কেউ দেখাক। তারপরে বলুক, যেকোন অংশটা ভারত বা বাংলাদেশের জন্য অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে?

তিনি বলেন, জ্ঞাতসারে আমি কোন সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে দেখা করিনি। প্রতি মাসে হাযার হাযার মানুষের সাথে আমার সাক্ষাৎ

হয়। এদের মধ্যে যদি কোন সন্ত্রাসবাদী থাকেন, তাহ'লে তো সেটা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়!

অনেক ক্ষেত্রে 'ডক্টরড টেপ' অর্থাৎ কাটছাঁট করা ভিডিও দেখেই তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদে মদদ দেওয়ার অভিযোগ করছে সংবাদ মাধ্যম, এমনটাই বলেন ডা. যাকির নায়েক।

উসকানীমূলক কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি -*মহারাষ্ট্র গোয়েন্দা সংস্থা*

এদিকে মহারাষ্ট্র প্রদেশের আইএস ফেরত জেলবন্দী আরিব মজীদের সাক্ষ্য 'যাকির নায়েকের বক্তব্য তাদের আইএস-এর প্রতি উৎসাহিত করেছে'-এর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশনায় যাকির নায়েকের বিরুদ্ধে তদন্তে নামে মহারাষ্ট্র প্রদেশের গোয়েন্দা সংস্থা। তারা ইউটিউবে আপলোডকৃত যাকির নায়েকের দেশে ও দেশের বাইরে প্রদত্ত ২০০ বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ উসকে দেওয়ার মতো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তারা। ফলে দেশে ফেরার পর যাকির নায়েককে গ্রেফতার করার কোন সুযোগ নেই বলেও উল্লেখ করেছে তারা। তদন্তের সাথে জড়িত একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ইংরেজী ভাষায় ধর্মীয় বক্তব্য প্রচারকের বিরুদ্ধে জঙ্গিসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন অভিযোগ আনার সুযোগ আইনে নেই। জ্যেষ্ঠ আইন বিশেষজ্ঞ অমিত দেশাই বলেন, মুসলমানদের 'সন্ত্রাসী হওয়া উচিত' শুধু এ বক্তব্য নিয়ে অভিযোগ গঠন করলেই হবে না, বক্তব্যের পুরো প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সালের ২১শে জানুয়ারী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে চালু হওয়া পীস টিভি কেবল মাত্র ইসলাম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি অলাভজনক স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল। যার অনুষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ২৪ ঘন্টা ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত হয়ে থাকে এবং বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশে সম্প্রচারিত হয়। এর ৩টি শাখা চ্যানেল রয়েছে। এগুলো হ'ল, পীস টিভি উর্দূ (২০০৯), পীস টিভি বাংলা (২০১১) এবং পীস টিভি চাইনিজ (২০১৫)। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও বাংলাদেশে এর সম্প্রচার বন্ধ থাকলেও সমগ্র বিশ্বে খুবই জনপ্রিয় এই চ্যানেলটি। ২০১৩ সালে আরব নিউজ জানায়, বিশ্বে ২০০ মিলিয়নেরও বেশী মানুষ পীস টিভি দেখে।

আইএস-বিরোধিতা করায় মাকে হত্যা, দুই ভাই গ্রেপ্তার

কথিত চরমপন্থী গ্রুপ 'আইএস'-এ যোগ দিতে বাধা প্রদানকারী মা-কে হত্যা করায় ২০ বছর বয়সী দুই যমজ ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে সঊদী প্রশাসন। গত ২৪শে জুন ঐ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এ ঘটনার পর চরমপন্থী এই গ্রুপের উত্থান নিয়ে সঊদীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবার এর মধ্যেই গত ৪ঠা জুলাই'১৬ মসজিদে নববীর কাছে আত্মঘাতী হামলায় অন্তত চার নিরাপত্তারক্ষী নিহত হয়েছে।

২৪শে জুনের ঐ হত্যাকাণ্ডের পর দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, 'যমজ দুই ভাই খালেদ ও ছালেহ রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত তাদের নিজ বাড়িতে ৬৭ বছর বয়সী মা হাইলা, ৭৩ বছর বয়সী পিতা ও ২২ বছর বয়সী ভাইকে ছুরি মেরেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং তাদের সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তির পর তাদের মা মারা যান এবং তারা পিতা-মাতা ও ভাইকে ছুরি মারার পর সীমান্ত পেরিয়ে ইয়েমেনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাকালে গ্রেফতার হয়। উল্লেখ্য, সঊদী আরবে গত বছর জুলাইয়ের পর সন্দেহভাজন চরমপন্থীদের হাতে পরিবারের সদস্যদের নিহত হওয়ার এটি পঞ্চম ঘটনা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আসছে রাশিয়ার যুদ্ধরোবট

রাশিয়া এক বছরের মধ্যেই কমব্যাট রোবট ব্যবস্থার পরীক্ষা শুরু করবে। রুশ 'এডভান্সড রিসার্চ ফাণ্ড'-এর প্রধান এ কথা জানিয়েছেন। যুদ্ধোপযোগী রোবটের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা রাশিয়াতেই চালানো হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে প্রকৃত যুদ্ধ করবে ড্রোন এবং রোবট। গোয়েন্দা ও নযরদারী তৎপরতা থেকে শুরু করে হামলা চালানো পর্যন্ত সব কাজই করবে এসব যন্ত্র।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে মানব সেনারা রোবট এবং ড্রোনকে পরিচালনা করবেন। ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, এক সেনা অপর সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে না বরং এক মানব-সেনা পরিচালিত যন্ত্রসেনা অপর মানব-সেনা পরিচালিত যন্ত্রসেনাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। মানুষের ক্ষয়ক্ষতি যথাসাধ্য কম যেন হয় সেভাবেই সম্পন্ন করা হবে ভবিষ্যতের সামরিক অভিযান। তিনি বলেন, রুশ রোবট ট্যাংক ভবিষ্যতে পরিচালিত হবে প্রকৃত রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থাকা মানব সেনাদের মাধ্যমে।

বগুড়ায় কৃত্রিম হাত-পা তৈরী করে বিকলাঙ্গদের সংযোজন করা হচ্ছে

বগুড়ার যন্ত্র বিজ্ঞানী আমীর হোসেন তার নিজস্ব 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স সাইনটিস্ট টেকনোলজি' ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে মানুষের হাত ও পা তৈরীর কাজ করছেন। তার লক্ষ্য স্বল্প খরচে খুব সহজেই যেকোন বয়সী পুরুষ ও নারীর শরীরে তার হারানো হাত ও পায়ের স্থলে কৃত্রিমভাবে তৈরী হাত-পা সংযোজনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেয়া। কারণ অর্থাভাবে অনেক পঙ্গু মানুষ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত দামী কৃত্রিম পা ও হাত সংযোজন করতে পারেন না। 'বুয়েট' কর্তৃক রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ এই যন্ত্র বিজ্ঞানী আমীর হোসেনের বাসা বগুড়া শহরের কাটনারপাড়ার টিকাদার লেনে। প্রবল ইচ্ছা ও গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত তিন ডজন মেশিন উদ্ভাবন করেছেন। ফলে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে তার সুনাম। সর্বশেষ তিনি তার ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম পা ও হাত তৈরী শুরু করেছেন। গত ২৪শে জুন অসিত কুমার মণ্ডল নামের এক ব্যক্তির পা সংযোজনের কাজ শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি ক্র্যাচারের সাহায্যে চলাফেরা করছেন। আগামী দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যে কৃত্রিম পা সংযোজনের কাজ শেষ হ'লে তিনি অনেকটা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবেন বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে আমি এ কাজের চিন্তা করি। ইতিমধ্যে দু'জনের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে সফল হয়েছি। সরকার আমাকে সহযোগিতা করলে একটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবরেটরী বা হাসপাতাল তৈরী করে দেশেই কৃত্রিম পা ও হাত সংযোজনের ব্যবস্থা করতে পারব।

মোবাইল ফোনের আরেক কুফল

অধিক সময় ধরে আধুনিক প্রযুক্তি-সুবিধার যন্ত্র ব্যবহারে অল্প বয়সে বুড়িয়ে যাচ্ছে মানুষ। ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলছেন, কুঁজো হয়ে বা নত হয়ে ইলেকট্রনিক পণ্য অধিক সময় ধরে ব্যবহারের কারণে মানুষের মুখের ও চোয়ালের চামড়া কুঁচকে ও ঝুলে যাচ্ছে, মুখে বলিরেখা দেখা দিচ্ছে এবং ঘাড় ও কাঁধে ব্যথা হচ্ছে। এছাড়া এতে মাথাব্যথা, ঝিমুনি, হাত-কবজি, কনুইয়ে ব্যথা বা খিঁচুনির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। ভারতের প্রখ্যাত কসমেটিক সার্জন মোহন থমাস বলেন, ইলেকট্রনিক পণ্যের অতিব্যবহার কমানো ব্যতীত এ থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

'পিস টিভি'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন!

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্প্রতি ঢাকায় সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রখ্যাত ইসলামী দাঈ ডা. যাকির নায়েক পরিচালিত 'পিস টিভি'র সম্প্রচার বাতিল করার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ডা. যাকির নায়েক বর্তমান যুগে ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াত প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এতে কিছু মহল শংকিত কিংবা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। অতি সম্প্রতি এক শ্রেণীর মিডিয়া তাঁর খণ্ডিত বক্তব্যকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে তাঁকে 'জঙ্গীবাদে উদ্বুদ্ধকারী' হিসাবে চিত্রিত করার ন্যক্কারজনক প্রয়াস চালিয়েছে। যার প্রেক্ষিতে সরকার কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই অন্যায়ভাবে এর সম্প্রচার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমরা সরকারের এই অন্যায় পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছি।

(দৈনিক ইনকিলাব ১১ই জুলাই ৩য় পৃঃ ৪র্থ কলামে প্রকাশিত)।

আহলেহাদীছ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গতকাল ১৬ই জুলাই শনিবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'সন্ত্রাস ও জঙ্গি হামলা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে ইমাম ও খতীবদের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় 'আহলে হাদিসের অনুসারীরা জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করছে' বলে ইমামদের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে উপরোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি বলেন, উক্ত বৈঠকে সমবেত ইমাম ও খতীবদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জঙ্গীবাদ সৃষ্টির সাথে এ দেশের শান্তিপ্রিয় আহলেহাদীছদের জড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। এর মাধ্যমে বরং তারা নিজেদের জ্ঞানের দীনতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন মতবাদের নাম নয়। এটি একটি পথের নাম। যে পথ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। কুরআন ও হাদীছে যেমন জঙ্গীবাদের কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি প্রকৃত কোন আহলেহাদীছ কস্মিনকালেও জঙ্গি বা চরমপন্থী হ'তে পারে না। ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। এখানে গুম-খুনের কোন সুযোগ নেই। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সবসময়ই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অতএব বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তির অপরাধের কারণে ঢালাওভাবে গোটা আহলেহাদীছ জামা'আতকে দোষারোপ করা মোটেও সমীচীন নয়। এতে বরং মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। যা মোটেই কাম্য নয়।

(দৈনিক ইনকিলাব ১৮ই জুলাই ৫ম পৃঃ ১ম কলামে প্রকাশিত)।

চরমপন্থা থেকে ফিরে আসুন!

-প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেশের বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী হামলা ও নিরীহ মানুষ হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে যাবতীয় চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী বিশ্বাস থেকে দূরে থেকে মধ্যপন্থী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। গতকাল ২২শে জুলাই'১৬ শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় তিনি সকলের প্রতি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চরমপন্থী খারেজী মতাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী কবীরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফের। এই চরমপন্থী বিশ্বাসের কারণে চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একদল তরুণ তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এমনকি তাঁকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল। অথচ তিনি ছিলেন স্বীয় জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত একজন মহান ছাহাবী। আজও সেই চরমপন্থী বিশ্বাসের কারণে একইভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে। অথচ এভাবে নিরপরাধ মুসলিম-অমুসলিম কাউকেই হত্যার কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। তিনি যাবতীয় চরমপন্থা থেকে বিতর থাকার জন্য তরুণ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

(দৈনিক ইনকিলাব ২৩ শে জুলাই ৪র্থ পৃঃ ৮ম কলামে প্রকাশিত)।

আমরা এক সাহসী মুরব্বীকে হারালাম

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দেশের প্রখ্যাত আলেম, 'মাসিক মদীনা' সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দীন খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, তাঁকে হারিয়ে আমরা এক সাহসী মুরব্বীকে হারালাম। ২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তৎকালীন চার দলীয় জোট সরকারের কোপানলে পড়ে যখন আমরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই, তখন তিনি উক্ত জোটের শরীক হওয়া সত্ত্বেও দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ২০০৫ সালের মার্চে ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সিলেট থেকে লংমার্চ কর্মসূচী সম্পাদিত হয়। দেশের প্রাচীনতম 'মাসিক মদীনা' ও উর্দূ থেকে অনূদিত ও সংক্ষেপায়িত 'তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন' তাঁর অমরস্মৃতি হিসাবে থেকে যাবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সাহিত্য ও ধর্মীয় অঙ্গনে একটি বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল। যা সত্বর পূরণ হওয়ার নয়। ইসলামপন্থী রাজনীতিকগণ হারালেন তাদের এক মহান অভিভাবককে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন ও তাঁর পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারনের তাওফীক দান করুন- আমীন!

(দৈনিক ইনকিলাব ২৭শে জুন, ২য় পৃঃ ২য় কলামে প্রকাশিত)।

আমরা স্তম্ভিত ও শোকাহত

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

গত ১লা জুলাই'১৬ শুক্রবার গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে সন্ত্রাসী হামলা ও হতাহতের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বিদেশীদের উপর এধরনের কাপুরুষোচিত ও নযীরবিহীন হামলার ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত, উদ্বিগ্ন ও শোকাহত। দেশে দেশে মুসলমানদের বিপদাপন্ন করার জন্যে পরিকল্পিতভাবে এরূপ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। তাই সরকারের উচিত এধরনের সুরক্ষিত এলাকায় কিভাবে হামলা হ'ল, তার কারণ উদ্ঘাটন করা এবং কাউকে অযথা হয়রানি না করে এ ঘটনার নেপথ্য নায়কদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। বিবৃতিতে তিনি এ সন্ত্রাসী হামলায় বিদেশী নাগরিকসহ

নিহত ও আহতদের জন্যে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

যাবতীয় জঙ্গীবাদী চিন্তাধারা হতে বিরত থাক

-ছাত্রদের প্রতি আমীরে জামা'আত

গত ১৫ই জুন বুধবার রাজশাহী মহানগরীর সাফাওয়াং চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সমবেত ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তি ও সহমর্মিতার ধর্ম। এখানে চরমপন্থার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, বর্তমানে যেসব কথিত জঙ্গী ধরা পড়ছে, তাদের অধিকাংশই নাকি আহলেহাদীছ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেন, অনেকে ছালাতে রাফাদানী হ'লেও আক্বীদায় 'আহলেহাদীছ' নয়। কেননা প্রকৃত আহলেহাদীছ কখনো জঙ্গী হ'তে পারে না। বরং তারা সর্বদা মধ্যপন্থী। তিনি বলেন, আহলেহাদীছের স্বচ্ছ আক্বীদা ও আমলকে কলুষিত করার জন্য এটি বিরোধীদের চক্রান্ত বৈ কিছুই নয়। অতএব হে আহলেহাদীছ তরুণ সাবধান হও! তোমরা যেন ফাঁদে পা দিয়ো না'।

রাবি যুবসংঘের সভাপতি কাওছার আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল সমূহ

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষ্যে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনোনীত দায়িত্বশীলগণ দেশব্যাপী সফর করেন। এ উপলক্ষ্যে মোট ৪০ জন সফরকারীর মাধ্যমে ৫২টি যেলাতে কেন্দ্রীয় সফর ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া ৪৩টি সাংগঠনিক যেলায় স্ব স্ব উদ্যোগে মোট ৪৮৭টি প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয়। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সমূহ ও ইফতার মাহফিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।-

দৌলতখালি, কুষ্টিয়া ১০ই জুন ৪ঠা রামাযান শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন দৌলতখালী উত্তরপাড়া (দাড়ের পাড়া) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগাঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ গোলাম যিল কিবরিয়া-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সাম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার আমীরুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া, ১১ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগাঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার হাশীমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সাম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, অর্থ-সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

পূর্ব খাসবাগ, মাহিগঞ্জ, রংপুর ১৫ই জুন বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার পরিচালক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে রবীউল হাসানকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন।

শরীয়তপুর ১৫ই জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শরীয়তপুর যেলার উদ্যোগে যেলার ডামুড্যা থানাধীন চরমালগাঁও ভাদুরীকান্দি বায়তুন নূর জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলাউদ্দীন-এর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদ।

ফরিদপুর ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাত রশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজাহিদ।

শৈলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার জলঢাকা থানাধীন শৈলমারী পশ্চিম কাযী পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি মেহেরপুর যেলার পরিচালক সা'দ আহমাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

কোরপাই-কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর কোরপাই-কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসায়

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা জামীলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ, দফতর সম্পাদক বেলাল হুসাইন ও সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হুসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ, সাবেক সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সোনামণি পরিচালক আতীকুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ।

সিলেট ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট যেলার উদ্যোগে যেলার সেনগ্রাম মুহাম্মাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও অত্র মাদরাসার সুপার মাওলানা ফাইযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক প্রচার সম্পাদক ড. মাওলানা আবু তাহের প্রমুখ।

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভীবাজার যেলার উদ্যোগে কুলাউড়া উপযেলা সদরের দক্ষিণ মাগুরায় নব নির্মিত মসজিদ আত-তাওহীদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ছাদিকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু মুহাম্মাদ সোহেল।

উল্লেখ্য যে, জনাব আবু মুহাম্মাদ সোহেলদের বাড়ী সংলগ্ন তাদের দানকৃত জমিতে নির্মাণাধীন উক্ত মসজিদটি গত ৪ঠা রামাযান ১০ই জুন'১৬ শুক্রবার জুম'আর ছালাতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম উদ্বোধনী জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

নীলফামারী-পশ্চিম ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলা শহরের মুন্সিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি মেহেরপুর যেলার পরিচালক সা'দ আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

চট্টগ্রাম ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে শহরের উত্তর পতেঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম।

টাঙ্গাইল ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে কালিহাতী থানাধীন ছাতিহাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ময়মনসিংহ যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

পাংশা, রাজবাড়ী ১৭ই জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা থানাধীন সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ঈমান আলী।

লাখাই, হবিগঞ্জ ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে লাখাই আমানুল্লাহপুর বড়বাড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বিলাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, স্থানীয় দারুল হুদা মাদরাসা ও ইয়াতীমখানার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উক্ত মসজিদের খত্বীব হাফেয আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে লাখাই ইউনিয়নের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান উক্ত গ্রামের বাসিন্দা জনাব আরিফ আহমাদ রোকন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ছাদে মহিলাদের জন্য পৃথক বসার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে প্রায় চার শতাধিক মহিলা যোগদান করেন ও আলোচনা শ্রবণ করেন।

নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার নবীগঞ্জ উপযেলা সদরে নব নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও

উক্ত মসজিদের খত্বীব মাওলানা মানছূরুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ।

পঞ্চগড় ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি মেহেরপুর যেলার পরিচালক সা'দ আহমাদ।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন ভোটেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ.বি.এম হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, লালমণিরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনতাযির রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ত্রিশাল থানার উদ্যোগে সামানিয়া পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ময়মনসিংহ যেলার 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

কক্সবাজার ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে শহরের পাহাড়তলী নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ শফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুজীবুর রহমান ও অত্র মসজিদের ইমাম নাজমুল হক মাদানী।

সাতক্ষীরা ১৮ই জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় শহরের বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সরদার আব্দুর রহমান ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ১৯শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, লালমণিরহাট যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনতাযির রহমান ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

ঠাকুরগাঁও ১৯শে জুন রবিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার হরিপুর থানাধীন খিরাইচণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় যেলা সেক্রেটারী আমীনুর রহমান। সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও সোনামণি মেহেরপুর যেলার পরিচালক সা'দ আহমাদ। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম কলেজের বিশেষ কাজে পঞ্চগড় থেকেই ফেরৎ আসতে বাধ্য হন। ফলে তাঁর স্থলে পঞ্চগড় যেলা সেক্রেটারীকে সেখানে পাঠানো হয়।

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ১৯শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানার উদ্যোগে মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন ময়মনসিংহ যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

চিতলমারী, বাগেরহাট ১৯শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে চিতলমারী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এবং শূরা সদস্য মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক।

মহাদেবপুর, নওগাঁ ১৯শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলার 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুর রহমান।

পিরোজপুর ২০শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে স্বরূপকাঠী (নেছারাবাদ) থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ রেযাউল করীম।

কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ২২শে জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন পূর্ব বর্ষাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মাকছূদ আলী মাষ্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনায় সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন আব্দুল কুদ্দূস মাষ্টার। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী ৬টি মসজিদের মুছল্লীগণ অংশগ্রহণ করেন।

হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২২শে জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে হাট গাঙ্গোপাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর।

শরীফপুর, জামালপুর ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান ও অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আমীর হোসেন।

গাবতলী, বগুড়া ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার গাবতলী থানাধীন মেন্দীপুর-চাকলা মাদরাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সাম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম।

খুলনা ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযযাম্মিল হক, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি শু'আইব হোসাইন প্রমুখ।

গাইবান্ধা-পূর্ব ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব যেলার উদ্যোগে যেলার সাঘাটা থানাধীন ডাকবাংলা মদীনাতুল উলূম রহমানিয়া হাফেযিয়া মাদরাসার মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুস আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

মান্দা, নওগাঁ ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা থানাধীন হাট ফতেহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হাট ফতেহপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী নিযামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান ও দামনাশ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ নিযামুল হক। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শাখার অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জাব্বার। রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার সিরাজুল ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিপুল সংখ্যক সুধী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

পাবনা ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

কালাই, জয়পুরহাট ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে কালাই হাইস্কুলের ৩য় তলায় এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন।

বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কামারখন্দ থানাধীন বড়কুড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল বাশার আব্দুল্লাহ।

উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর শিকদার হোসাইনকে সভাপতি ও কায়ী আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' বড়কুড়া শাখা গঠন করা হয়।

ইসলামপুর, জামালপুর ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ইসলামপুর থানাধীন ঢেঙ্গারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

উল্লেখ্য, অতিথিবৃন্দ অত্র মসজিদসহ পার্শ্ববর্তী মসজিদগুলিতে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

ঝিনাইদহ ২৪শে জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয জামীলুর রহমান ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান।

ঘরে ঘরে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দাওয়াত পৌঁছে দিন

-আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৫শে জুন, ১৯শে রামাযান শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পূর্ব, পশ্চিম ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত যথাযথভাবে না পৌঁছার কারণে বহু মানুষ বিশুদ্ধ দ্বীন থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অতএব বড় বড় জালসার চাইতে ব্যাপকভাবে তাবলীগী সফর করার মাধ্যমেই সমাজকে দ্রুত জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, সদর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও মোহনপুর উপযেলা আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা প্রমুখ। অতঃপর বাদ আছর রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত কোন আমলই কাজে আসবে না। আমরা বাহ্যিক আমল দেখি। কিন্তু আল্লাহ হৃদয়ের আমল সম্পর্কে জানেন। অতএব রামাযানে আত্মশুদ্ধি অর্জন করুন। হিংসা-অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, গীবত-তোহমত প্রভৃতি ব্যাধি থেকে অন্তরজগতকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলে আল্লাহ্র রহমতের আশা করা যায়। তিনি সকলকে বিশুদ্ধ অন্তরে বিশুদ্ধ আমল করার প্রতি তাকীদ দেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী।

পাবনা ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান ছিলেন কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়া, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও রাজশাহী-পশ্চিম 'সোনামণি' সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মিনারুল ইসলাম। ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

নাটোর ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার লালপুর থানাধীন চৌষডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়া। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয।

চুয়াডাঙ্গা ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী

প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সাম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয জামীলুর রহমান।

রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর-পূর্ব ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রাণীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াহহাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম আযাদ।

বগুড়া ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে শহরের চারমাথা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ।

রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৫শে জুন শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

দিনাজপুর-পশ্চিম ২৬শে জুন রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্টেশন বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আজমল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম আযাদ।

যশোর ২৯শে জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর হাইস্কুল ময়দানে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম।

মেহেরপুর ২৬শে জুন রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সাম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

তেরখাদা, খুলনা ২৭শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেরখাদা থানাধীন ইখড়ি-কাটেঙ্গা হাইস্কুলের বিজ্ঞান ভবনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তেরখাদা উপযেলার উদ্যোগে রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ২৮শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর আন্ধারিয়াপাড়া করাতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র যেলা 'সোনামণি' পরিচালক মুহাম্মাদ আলী।

চাঁদপুর ২৮শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর চাঁদপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন' ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী চাঁদপুর শাখার উদ্যোগে চাঁদপুর প্রেসক্লাবের দোতলায় এলিট চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বিলাল হোসাইন, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, চাঁদপুর হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরীর ইমাম মুহাম্মাদ রেযওয়ানুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন।

বুড়িচং, কুমিল্লা ২৯শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর বুড়িচং বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বুড়িচং উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বুড়িচং শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শাহ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ ও বেলদী দারুল হাদীছ ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ খান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ ফেরদাউস।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (০১/৪০১) : যুলুমের শিকার হওয়ার পরও মুসলিম ভাইকে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-রবীউল আলম, ভোলা।

উত্তর : সর্বাবস্থায় মানুষকে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত অত্যধিক। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের সাথে করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহ'লে ধৈর্যশীলদের জন্য নিশ্চয়ই সেটি উত্তম' *(নাহাল ১৬/ ১২৬)*। তিনি বলেন, আর যদি তোমরা মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং মাফ করে দাও। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*। আল্লাহ বলেন, 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর, লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' *(আ'রাফ ৭/১৯৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা যুলুমের শিকার হওয়ার পর যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন' *(তিরমিযী হা/২৩২৫, মিশকাত হা/৫২৮৭)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ক্ষমা কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৮০; আহমাদ হা/৬৫৪১, ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৬৫)*।

প্রশ্ন (০২/৪০২) : বিবাহের মোহরানা হিসাবে কোন নারী যদি বিবাহের পর স্বামীর সাথে হজ্জে যেতে ইচ্ছা করে, তবে তা মোহরানা হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি?

-আকলীমা খাতুন, বগুড়া।

উত্তর : স্ত্রীর হজ্জের খরচ বহন করাকে বিবাহের মোহরানা হিসাবে নির্ধারণ করায় কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) কুরআনের সূরা শিক্ষা দানকেও বিবাহের মোহরানা হিসাবে গণ্য করেছেন *(বুখারী হা/৫০২৯; মুসলিম হা/১৪২৫; মিশকাত হা/৩২০২)*।

প্রশ্ন (০৩/৪০৩) : নারীকে ছালাতের সময় মুখ খুলে রাখতে হয়। এক্ষণে সফর অবস্থায় বাসে বা জনবহুল স্থানে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে করণীয় কি?

-নাজমা খাতুন, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : এরূপ অবস্থায় নারীরা মুখমণ্ডল ঢেকে ছালাত আদায় করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/২৫৬)*। যেমন হজ্জের সময়ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ বেগানা পুরুষ দেখলে মুখ ঢাকতেন *(বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/৮৮৩২; ইরওয়া হা/১০২৩; মিশকাত হা/২৬৯০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (০৪/৪০৪) : কি কি এবং কোন আকৃতির বস্তু দ্বারা ছালাতে সুৎরা দেওয়া যাবে?

-কায়ছার মাহমূদ, ঢাকা।

উত্তর : সুৎরার উদ্দেশ্য আড়াল করা। তা যে কোন বস্তু দ্বারা হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) কখনো সওয়ারীকে সুৎরা হিসাবে গ্রহণ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৪)*। এমনকি তিনি হাওদার পিছনের কাঠের ন্যায় সামান্য উঁচু কিছু হ'লেও তা দ্বারা সুৎরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৫)*। এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'সুৎরার সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল হাওদার পিছনের কাঠ পরিমাণ। যা প্রায় হাতের তিনভাগের দুইভাগ পরিমাণ বস্তু (তথা একফুট)। অতএব এরূপ কিছু মুছল্লীর সামনে রাখলেই সুৎরার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে *(নববী, শরহ মুসলিম ৪/২১৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৩/৩২৬)*। উল্লেখ্য যে, দাগ টেনে সুৎরা দেওয়ার হাদীছ যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৬৮৯; মিশকাত হা/৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯)*।

প্রশ্ন (০৫/৪০৫) : বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন মেয়াদী ডি.পি.এস একাউন্ট খোলার সুযোগ রয়েছে। এসব একাউন্ট খোলা যাবে কি? এখানে জমাকৃত টাকা নিছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে কি?

-ছাদিকুর রহমান, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : দেশের কোন ব্যাংকেরই কার্যক্রম শতভাগ সূদমুক্ত নয়। তাই ব্যাংকে ডি.পি.এস খোলা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে যে কোন একাউন্টে হৌক বা অন্য কোথাও হৌক তাতে নিজস্ব মালিকানা সাব্যস্ত থাকলে এবং সেখানে নিছাব পরিমাণ অর্থ এক বছর সঞ্চিত থাকলে তা থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৯২; আবুদাঊদ হা/১৫৭৩; মিশকাত হা/১৭৯৯)*।

প্রশ্ন (০৬/৪০৬) : ছিয়াম অবস্থায় চোখে, কানে বা নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে কি?

-রুকসানা ইয়াসমীন, কুমিল্লা।

উত্তর : চোখে ও কানে ড্রপস ব্যবহার করায় কোন বাধা নেই। কারণ তা কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। তবে নাকের ড্রপস-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে তা কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে *(আবুদাঊদ হা/২৩৬৬, মিশকাত হা/৪০৫; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৫০)*। স্মর্তব্য যে, ছিয়াম অবস্থায় খাদ্য নয় এরূপ বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করায় কোন বাধা নেই। নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (আরোগ্যের জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী হা/১৯৩৮, ১৯৩৯)*। আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনারা কি রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগাতে অপসন্দ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, না। তবে দুর্বলতার বিষয়টি ভিন্ন *(বুখারী হা/১৯৪০; মিশকাত হা/২০১৬)*।

প্রশ্ন (০৭/৪০৭) : মসজিদ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক বিঘা জমি নেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ হাযার টাকার বিনিময়ে। যতদিন টাকা পরিশোধ না হবে ততদিন কর্তৃপক্ষ উক্ত জমি অন্যের কাছে লীজ দিয়ে লাভবান হচ্ছে। এরূপ লেনদেন কি বৈধ?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঘোড়াঘাট পূর্বপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তর : টাকার বিনিময়ে জমি কট বা বন্ধক নিয়ে সেই জমি থেকে উপকৃত হওয়া সূদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/১০৭১৫; ইরওয়া হা/১৩৯৭, সনদ ছহীহ)*। কট-কবলা বা বন্ধকী প্রথা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা তাতে বন্ধকী বস্তু থেকে লাভ করা হয়, যা সূদ।

প্রশ্ন (০৮/৪০৮) : ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েয থাকা সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ)-কে ফাতেমা (রাঃ) থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ কি ছিল?

-আব্দুল্লাহ, আবুধাবী, আরব আমিরাত।

উত্তর : একাধিক বিবাহ বৈধ হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আলী (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করতে নিষেধ করার কারণ ছিল এই যে, তিনি ইসলামের চির শত্রু আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। আবু জাহলের মেয়ের সাথে একই ঘরে ফাতিমা (রাঃ) সংসার করলে তাঁর ফিৎনায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তাই আল্লাহ্র শত্রুর মেয়ের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ে একত্রে সংসার করুক এটা রাসূল (ছাঃ) সমর্থন করতে পারেননি। যেমন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি হালালকে হারাম করছি না এবং হারামকে হালাল করছি না। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহ্র দুশমনের কন্যা কখনো একত্র হ'তে পারে না *(বুখারী হা/৩১১০; মুসলিম হা/২৪৪৯)*। উপরোক্ত বক্তব্যে রাসূল (ছাঃ) যে একাধিক বিবাহকে নিষেধ করেননি তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

অতএব রাসূল (ছাঃ) তাঁর মনের সংকীর্ণতার কারণে নয় বরং আলী ও ফাতিমা (রাঃ) উভয়ের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মঙ্গলের কথা ভেবেই আলী (রাঃ)-কে আবু জাহলের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৩২৯; নববী, শরহ মুসলিম ৮/১৯৯; যাদুল মা'আদ ৫/১১৯)*।

প্রশ্ন (০৯/৪০৯) : কাছীদায়ে বুরদাহ্র রচনাকারী কবি শারফুদ্দীন বুছীরীকে স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ) নিজের ইয়ামনী চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি পক্ষাঘাত থেকে মুক্তি লাভ করেন। এঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-ডা. মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হোসাইন
-তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এ ঘটনার কোন সত্যতা নেই। তাছাড়া উক্ত কাছীদায় বহু শিরকী কথা থাকায় ইমাম শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, উছায়মীন, ছালেহ বিন ফাওযান প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম তার ব্যাপক সমালোচনা করেছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৬৮৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে প্রদত্ত সূদ গ্রহণ করা যাবে কি? করা না গেলে তা মা, বোন, স্ত্রী, ভাইকে দান করা যাবে কি? পেনশন ও ডিপিএস ফাণ্ডের মূল টাকা উত্তোলনের সময় বাধ্যগতভাবে ঘুষ দিতে হয়। এক্ষণে সূদ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে উক্ত ঘুষ দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী,
ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সরকারের পক্ষ থেকে নির্ধারিত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়, চাকুরী শেষে শুধু সেই অর্থই গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর বেতন থেকে সূদের অংশটি আলাদা করে নেকীর আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। ভাই-বোন দরিদ্র হ'লে তাদেরকেও দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মা ও স্ত্রীর খরচ বহন করা নিজের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী হা/৫৩৫৫; মুসলিম হা/১০৩৪; মিশকাত হা/১৯২৯)*। সুতরাং তাদেরকে দেওয়ার সুযোগ নেই। আর বাধ্যগত অবস্থায় এবং এরূপ বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য সূদের টাকা হ'তে ঘুষ দেওয়া যেতে পারে *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*। তবে এজন্য ঘুষ গ্রহিতা দায়ী হবে। আল্লাহ এদের লা'নত করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/২৩১৩; মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : প্রত্যেক ওযূ শেষে লজ্জাস্থানে পানি ছিটানো নারী-পুরুষ সকলের জন্য যরূরী কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপর পানি ছিটানো নারী-পুরুষের জন্য মুস্তাহাব *(মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০-এর ব্যাখ্যা)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রথমে আমার নিকট যখন অহী নাযিল করা হয় তখন জিব্রীল (আঃ) আমার নিকট এসে আমাকে ছালাত ও ওযূ শিক্ষা দিলেন। ওযূ শেষ করলে তিনি হাতে পানি নিয়ে তার লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিলেন *(আহমাদ হা/১৭৫১৫; মিশকাত হা/৩৬৬; ছহীহাহ হা/৮৪১)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-মাহমূদুর রহমান, জামালপুর।

উত্তর : তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম করার বিশেষ কোন ফযীলত নেই এবং খতম তারাবীহ বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই। রাসূল (ছাঃ) তারাবীহর ছালাত ২৩, ২৫, ২৭ তিনদিন জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন। তার প্রথমদিন রাতের এক তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয় দিন অর্ধাংশ ও তৃতীয় দিন সাহারীর আগ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। তাবেঈ বিদ্বান আ'রাজ (রহঃ) বলেন, আমরা লোকদেরকে (ছাহাবীগণকে) রামাযান মাসে এরূপই দেখেছি, তারা কাফেরদের লা'নত করতেন। সেসময় ইমাম আট রাক'আতে পূর্ণ সূরা বাক্বারাহ (আড়াই পারা) পড়তেন। যখন ইমাম বার রাকা'আতে তা পড়তেন তখন লোকেরা মনে করত যে, তিনি ছালাতকে অনেক সংক্ষেপ করলেন *(মুওয়াত্ত্বা, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৩০৩ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা সংক্ষিপ্ত হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূই হ'ল প্রধান বিষয়। আজকাল খতম তারাবীহতে ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে হাফেযগণ ক্বিরাআত এমন দ্রুত পড়েন, যা কুরআনের অবমাননার শামিল। মুছল্লীরা যা বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ৭/২০৪)*। অনেকে খতম তারাবীহ্র ভয়ে তারাবীহ্র জামা'আতেই আসেন না।

অতএব মুছল্লীদের আগ্রহ বুঝে হাফেয ছাহেবগণ তারাবীহ্র ক্বিরাআত দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করবেন। কোন অবস্থাতেই খতম তারাবীহ'তে বাধ্য করা বা একে অধিক ছওয়াবের কাজ মনে করা যাবে না। কারণ এটি সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন প্রচলন ছিল না।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : হা-মীম যুক্ত সাতটি সূরা এগুলির পাঠকারীদের জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বক্তব্যটি কোন সত্যতা আছে কি?

- মিনহাজ আহমাদ, যোগীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহের কোনটি জাল, কোনটি যঈফ *(বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/২৪৭৯; যঈফাহ হা/৬১৮৩, ৩৫৩৭, ৩৫৩৮,৭০৮১; যঈফুল জামে' হা/২৮০২)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : চিকিৎসাকর্মে বিশেষত অপারেশনে নিয়োজিত থাকা কালে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় প্রায় নিয়মিতভাবে ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। এতে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-ডা. আব্দুল জাব্বার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা যাবে না। যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহ তা'আলা যথাসময়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন *(নিসা ৪/১০২)*। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে মাঝে-মধ্যে দু'ওয়াক্তের ছালাত ক্বছর ও সুন্নাত ছাড়াই একত্রে জমা করে পড়া যেতে পারে। যেমন যোহর ও আছর পৃথক একামতের মাধ্যমে ৪+৪=৮ (ثَمَانِيًا) এবং মাগরিব ও এশা অনুরূপভাবে ৩+৪=৭ (سَبْعًا) রাক'আত। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এটা কেন? তিনি বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়' *(বুখারী হা/১১৭৪)*।

ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্ত মহিলা ও বহুমূত্রের রোগী বা অন্যান্য কঠিন রোগী, বাবুর্চী এবং কর্মব্যস্ত ভাই-বোনেরা বিশেষ ওযর বশতঃ সাময়িকভাবে এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৩৬-৪০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭-১৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৮৮ পৃ.)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে হজ্জ পালন না করেই মারা গেলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : নিজের ও পরিবারের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের পর যদি অবশিষ্ট সম্পদ দ্বারা হজ্জের খরচ নির্বাহ করা যায়, তাহ'লে উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হবে। এরূপ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শারঈ কোন ওযর ব্যতীত তা পালন না করে কেউ মারা গেলে অবশ্যই তাকে ফরয ত্যাগের কারণে গুনাহগার হ'তে হবে *(আলে ইমরান ৩/৯৭; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫)*। আর কেউ যদি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ পালনকে ফরয গণ্য না করে, তবে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, তাফসীর আল-কাবীর ৩/২২৭)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : সূরা তীন শেষে 'বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন' পাঠ করা যাবে কি?

-দবীরুল ইসলাম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : উক্ত দো'আ পাঠ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৮৮৭; তিরমিযী হা/৩৩৪৭; মিশকাত হা/৮৬০, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : 'ছা'লাবা নামে জনৈক আনছারী ইয়াতীম ছাহাবী জনৈক নারীকে বস্ত্রবিহীন ও গোসলরত অবস্থায় দেখে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে একপর্যায়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন'। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-তাওহীদুর রহমান, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘটনাটি মাওযূ' বা জাল *(আল-মুগনী ফিয-যুআ'ফা ১/২৮৫)*। ইবনুল জাওযী বলেন, বর্ণনাটি জাল। এর সনদে একদল দুর্বল রাবী রয়েছে *(আল-মাওযূ'আত ৩/১২১)*। ইবনু হাজার বলেন, এটি গল্প মাত্র *(আল-ইছাবাহ ১/৪০৫)*। অতএব এসব ঘটনা বিশ্বাস করা বা প্রচার করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : রাসূল (ছাঃ) প্রথম কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য তিনবার ও ২য় কাতারে আদায়কারীদের জন্য ১ বার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। বর্তমানে কি এটা ইমাম ছাহেবদের জন্য প্রযোজ্য হবে? তারা এটা কখন করবেন? সশব্দে না নীরবে করবেন?

-ওবায়দুল্লাহ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারে ছালাত আদায়কারীদের জন্য যে দো'আ করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯৯৬)* তা উক্ত কাতারদ্বয়ে ছালাত আদায়কারী মুছল্লীদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এ দো'আ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। তা পরবর্তী ইমামগণের জন্য অনুসরণীয় নন। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) চুল ছোটকারী হাজীদের জন্য একবার ও মাথা মুণ্ডনকারী হাজীদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭২৮; মুসলিম হা/১৩০২)*। এর মাধ্যমে তিনি মূলতঃ উক্ত আমলের ফযীলত বুঝিয়েছেন। পরবর্তী ইমামদের এরূপ ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেননি। অতএব বর্তমান ইমামগণ উক্ত হাদীছের বর্ণিত ফযীলত বর্ণনা করে মুছল্লীদেরকে প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন দো'আ পাঠ করবেন না।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, স্ত্রীকে খুশী করার জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দাড়িতে কলপ করা যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ, গুলশান, ঢাকা।

উত্তর : এ মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬২৫; যঈফাহ হা/২৯৭২; যঈফুল জামে' হা/১৩৭৫)*। স্মর্তব্য যে, সাদা দাড়ি বা চুল রঙ্গিন করা যায়। তবে কালো রং করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শেষ যামানায় একশ্রেণীর লোক চুল-দাড়িতে কালো রং দ্বারা খেযাব দিবে। দেখতে কবুতরের বুকের মত সুন্দর লাগবে। কিন্তু তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাউদ হা/৪২১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৯৭)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুল্ক পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-আরীফুল ইসলাম বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : ঘুমানোর পূর্বে সূরা মুলক পাঠের বিশেষ ফযীলত আছে। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুল্‌ক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)*। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই কুরআনে একটি সূরা আছে যাতে ৩০ টি আয়াত রয়েছে, পাঠকারীর জন্য এটি সুফারিশ করবে। এমনকি তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সেটি হ'ল সূরা মুলক' *(তিরমিযী হা/২৮৯১; মিশকাত হা/২১৫৩; ছহীহুল জামে' হা/২০৯১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, বান্দাকে কবরে রাখা হ'লে পায়ের দিক হ'তে আযাব আসে। তখন পা বলে, আমার দিক থেকে আযাব দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ তিনি আমাদের উপর সূরা মুলক তিলাওয়াত করতেন। এরপর পেটে শাস্তি দিতে চাইলে পেট বলে, আমাকে শাস্তি দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ তিনি আমার মধ্যে সূরা মুলক আয়ত্ব করতেন। মাথার দিক থেকে আযাব আসতে চাইলে মাথা বলবে, আমার দিকে দিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই। কারণ তিনি আমার মধ্যে সূরা মুলক তিলাওয়াত করতেন *(মু'জামুল কাবীর হা/৮৬৫১; হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৭৫)*।

উল্লেখ্য, সূরা সাজদা ও মুল্‌ক রাত্রিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭৬)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রীকে দেখতে পারে। কিন্তু পাত্রী পাত্রকে দেখতে পারবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর: বিবাহের উদ্দেশ্যে পাত্রী পাত্রকে দেখতে পারে। কারণ সাধারণভাবেই প্রবৃত্তির বশবর্তী না হয়ে নারী যেকোন পুরুষকে দেখতে পারে *(বুখারী হা/৯৮৮)*। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকের উপস্থিতিতে দেখবে। কেননা তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ জায়েয নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬)*।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : বিতর ছালাতে নির্ধারিত কুনূত পাঠের পর কুনুতে নাযেলার দো'আ সহ অন্য কোন দো'আ পাঠ করা যাবে কি? বিশেষত এটা পুরো রামাযান নিয়মিতভাবে পাঠ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : দো'আ কুনূতের সাথে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহ পাঠ করা যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৭২)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে ছাহাবীগণ দীর্ঘ সময় ধরে কুনূতের দো'আ পাঠ করতেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১১০০; মিশকাত হা/১৩০১, সনদ ছহীহ)*। ওছায়মীন বলেন, বর্ণিত দো'আর সাথে মিলিয়ে অন্য দো'আ বৃদ্ধি করাতে কোন বাধা নেই *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৮১, প্রশ্ন নং ৭৭৮)*। তবে তা নিয়মিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) একমাস কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন, অতঃপর তা ছেড়ে দেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৪৫; মিশকাত হা/১২৯১)*। আবু মালেক আল-আশজাঈ বলেন, আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি রাসূল (ছাঃ), আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং আলীর পিছনে এখানে কূফায় ছালাত আদায় করেছেন প্রায় পাঁচ বছর। তারা কি কখনো একটানা কুনূত পড়তেন? আব্বা বলেন, বেটা! এটি নব্যসৃষ্ট' *(তিরমিযী হা/৪০২; মিশকাত হা/১২৯১-৯২)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : ক্বিয়ামতের দিন মানুষে আত্মার সাথে দেহ জুড়ে দেওয়া হবে, না স্বপ্নের মত দেহ ছাড়া কেবল আত্মা পুনর্জীবিত হবে?

-যাকারিয়া খন্দকার, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : মৃত্যুর পরে রূহ কিছুক্ষণের জন্য দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'লেও পুনরায় আপন দেহে তা স্থাপন করা হয় এবং বান্দাকে প্রশ্ন করা হয় *(আহমাদ হা/১৮৫৫৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২৬২; মিশকাত হা/১৬৩০; ছহীহুল জামে' হা/১৬৭৬)*। অতএব কিয়ামতের দিনও মানুষের আত্মার সাথে দেহ জুড়ে দেওয়া হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, সকল ছহীহ মুতাওয়াতির হাদীছ প্রমাণ বহন করে যে, রূহ দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪৪৬)*। তবে তখন আমাদের এই দেহ থাকবে না অন্য দেহে রূহ স্থাপন করা হবে সে বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : স্বর্ণের ক্রয়মূল্য না বিক্রয়মূল্য অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে হবে?

-আছীর মাহমূদ
পীরের বাগ, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ ধরে যাকাত দিতে হবে। সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ কারো নিকটে এক বছর যাবৎ থাকলে তার উপর উক্ত স্বর্ণের বর্তমান বিক্রয় মূল্যের হিসাবে মোট সম্পদের ২.৫০% যাকাত দেওয়া ফরয।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : আমার ভাই সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে। এক্ষণে আমার মা তার নিকট থেকে আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে কি?

-শাহরিয়ার ইসলাম, নাটোর।

উত্তর : নিরুপায় অবস্থায় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে হারাম অর্থ উপার্জনকারী সন্তানের জন্য উক্ত সম্পদ হারাম হ'লেও মায়ের জন্য তা সরাসরি হারাম নয়। কেননা একজনের পাপ অন্যে বহন করবে না *(হাকেম হা/৭০৫৩; ছহীহাহ হা/২১৮৬)*। আর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ব্যাপারে সন্তান দায়িত্বশীল *(আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহাহ হা/২৪১৪)*। মায়ের জন্য সন্তানকে এরূপ হারাম উপার্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই লোকেরা কোনরূপ অন্যায় হ'তে দেখে, তার প্রতিরোধ না করলে, আমার আশংকা হয় যে, তাদের সকলকে আল্লাহ তার শাস্তিতে শামিল করবেন *(আহমাদ, তিরমিযী হা/৪০০৫, মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : জুম'আর ছালাতের ন্যায় বিতর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নিয়মিত পঠিতব্য কোন সূরা আছে কি?

-মুতীউর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : আছে। রাসূল (ছাঃ) 'ছালাতুল বিতর'-এর প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১৭১; নাসাঈ হা/১৭৩৪; মিশকাত হা/১২৭২)*। ঐ সাথে ফালাক্ব ও নাস পড়ার কথাও এসেছে *(আবুদাঊদ হা/১৪২৪, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯)*। এসময় তিনি শেষ রাক'আতে ব্যতীত সালাম ফিরাতেন না *(নাসাঈ হা/১৭০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৬৫-৬৬)*।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : আল্লাহ বলেন, ...'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, ছালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়, তাহ'লে ওদের রাস্তা ছেড়ে দাও...' (তওবা ৯/৫)। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠের যেখানেই কাফির-মুশরিকদের পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া; অতঃপর গ্রহণ না করলে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক কি?

-আব্দুল করীম, জকিগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : এটি হ'ল খারেজী চরমপন্থীদের ব্যাখ্যা। তাদের মতে 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর হারাম শরীফ ব্যতীত' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ৯২ পৃ.)*।

আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে পূর্বেকার সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এর ফলে মুশরিকদের জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরের বছর যাতে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে রাসূল (ছাঃ) হজ্জ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র।

খারেজীপন্থী লোকেরা কুরআনের আরও দু'টি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'সাবধান! সৃষ্টি ও আদেশের মালিক কেবল তিনিই' *(আ'রাফ ৭/৫৪)*। 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)* এইসব আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তারা হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ) উভয়কে 'কাফির' এবং তাঁদের রক্ত হালাল গণ্য করেছিল ও হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলে তাদের ধারণায় কোন মুসলিম সরকার 'মুরতাদ' হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার রাষ্ট্রে কিছু কুফরী কাজের প্রকাশ ঘটালো' *(যুগে যুগে শয়তান-এর হামলা ১৪৫ পৃ.)*। তাহ'লে তো এই আক্বীদার লোকেরা ক্ষমতায় গেলে কোন অমুসলিম বা কবীরা গোনাহগার মুসলিম এদেশে বসবাস করতে পারবে না। বরং এদের দৃষ্টিতে তারা প্রত্যেকে হত্যাযোগ্য আসামী হবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

বস্তুতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যতীত অন্য কারু প্রতি অস্ত্র ধারণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শই বাস্তব প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। অতএব জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করেই যারা চটকদার কথা বলে জিহাদের নামে জঙ্গীবাদকে উসকে দিচ্ছে, তারা ইসলামের বন্ধু তো নয়ই, বরং ইসলামের শত্রু এবং খারেজী চরমপন্থীদের দলভুক্ত। যাদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বহুপূর্বেই মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে গিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪; মিশকাত (বঙ্গানুবাদ) হা/৫৬৪২; বিস্তারিত দেখুন : জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ভূমিকা ৩৭-৫৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : আমার স্ত্রী অধিকাংশ সময় বসে ছালাত আদায় করে এবং সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার ওযর পেশ করে। এরূপ ওযরে অধিকাংশ ওয়াক্তে বসে ছালাত আদায় করলে তা কবুলযোগ্য হবে কি?

-কামরুল ইসলাম

কুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ক্লান্তির অজুহাতে ফরয ছালাত নিয়মিতভাবে বসে আদায় করলে তা কবুলযোগ্য হবে না। কেননা ক্বিয়াম ছালাতের অন্যতম রুকন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। বরং ক্লান্তি দূর হওয়ার পরেই ছালাত আদায় করবে। কেননা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট বনু আসাদ গোত্রের জনৈকা মহিলা বসেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, মহিলাটি কে? আমি তার পরিচয় দিয়ে বললাম, উনি সারা রাত্রি ইবাদতে কাটান, ঘুমান না। তখন রাসূল (ছাঃ) রাগতঃ স্বরে বললেন, ছাড়! যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায়, ততটুকু ইবাদত করো। কেননা আল্লাহ ক্লান্তি বোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হও' *(বুখারী হা/১১৫১; মিশকাত হা/১২৪৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : 'সাইয়েদ' আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত কি? যদি হয় তবে ইয়া সাইয়েদী বলে দো'আ করা যাবে কি?

-আযহারুল ইসলাম

গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সরাসরি এটি আল্লাহ্র গুণবাচক নাম হিসাবে হাদীছে না আসলেও রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণ এ নামে আল্লাহকে সম্বোধন করেছেন। আব্দুর রহমান ইবনু শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমরা বনু 'আমের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি আমাদের সাইয়েদ! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সাইয়েদ হ'লেন আল্লাহ *(আবুদাঊদ হা/৪৮০৬; মিশকাত হা/৪৯০০)*। খাত্ত্বাবী বলেন, 'আল্লাহ নেতা' অর্থ নেতৃত্বের উৎস হ'লেন আল্লাহ। আর সকল সৃষ্টি হ'ল তাঁর দাস *(যাদুল মা'আদ ৩/৫২৭-টীকা)*।

যেহেতু এটা সরাসরি গুণবাচক নাম হিসাবে বর্ণিত হয়নি তাই কোন কোন বিদ্বান সাইয়েদী বলে দো'আ করাকে অপসন্দনীয় বলেছেন। অতএব আল্লাহকে সাইয়েদ না বলে রব বলে দো'আ করাই উত্তম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ১/২০৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : জনৈক আলেম বলেন, অমুসলিম কারু মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা, ব্যথিত হওয়া মুনাফেকীর লক্ষণ। একথার সত্যতা আছে কি?

-মাসঊদুর রহমান
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : কথাটি ভিত্তিহীন। বরং মানুষ হিসাবে সবার প্রতি সমবেদনা দেখানো যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; মিশকাত হা/৪৯৬৯; ছহীহাহ হা/৯২৫)*। ... জনৈক ইহূদী বালক রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমত করত। সে অসুস্থ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখতে যান *(বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪)*।

তবে যারা ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু তাদের মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়া বা শোক প্রকাশ করা যাবে না। এরূপ শত্রুদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) এক মাস যাবৎ বদ দো'আ করেছেন *(বুখারী হা/২৮০১; মুসলিম হা/৬৭৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : আমাদের মসজিদের নিচে তিনটি কবর (২টি ৩৫ বছর ও ১টি ১৮ বছর পূর্বের) রয়েছে। মসজিদ পাকা করার সময় এগুলির উপর ৪ ফুট বালি ভরাট দিয়ে তার উপর মসজিদ করা হয়। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি?

-রাজীব হাওলাদার
কবিরাজপুর, মাদারীপুর।

উত্তর : ছালাত হবে না। বরং যে স্থানে কবর আছে বলে নিশ্চিত হবে তা খুঁড়ে লাশের কোন চিহ্ন পেলে তা উঠিয়ে অন্যত্র দাফন করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৯১-৯৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কবরের দিকে ফিরে ছালাত আদায় করো না এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ত্বাবারাণী কাবীর, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০১৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা কবরে ছালাত আদায় করো না এবং এর উপর বসো না' *(মুসলিম হা/৯৭২)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, *আলহামদুলিল্লাহ*। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করে গিয়েছেন *(মুসলিম হা/৫৩২)*। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না। যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পূর্বেকার হয়, তাহ'লে কবর সরাতে হবে। বহু পুরাতন হ'লে মাটি সমান করার মাধ্যমে, আর নূতন হ'লে তা উঠিয়ে অন্যত্র কবর দেওয়ার মাধ্যমে। পক্ষান্তরে যদি মসজিদ কবর দেওয়ার পরে বানানো হয়, তাহ'লে হয় মসজিদ সরাতে হবে, নয় কবর সরাতে হবে। কেননা কবরের উপর মসজিদ থাকলে তাতে ফরয বা নফল কোন ছালাতই পড়া যাবে না। এটি নিষিদ্ধ *(মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃ.; তাহযীরুস সাজিদ ৪৫ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : শ্রমিক হিসাবে প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। সেজন্য ছিয়াম রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য আমাকে গোনাহগার হ'তে হবে কি?

-আনীসুর রহমান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ফরয ত্যাগ করার কারণে কবীরা গুনাহগার হ'তে হবে *(বাক্বারাহ ২/১৮৩; বুখারী হা/৮; মিশকাত হা/৪)*। অতএব কষ্ট করে হ'লেও ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : অনেকে বলে থাকে যে, বেগানা নারীর দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টিপাত করা যায়। এতে কোন গুনাহ হবে না। একথার কোন সত্যতা আছে কি?

-শাহাদত হোসাইন
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : একথার কোন সত্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুমিন নর ও নারীকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে নিম্নমুখী করে চলাফেরার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। জারীর (রাঃ) বলেন, হঠাৎ নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে *(আবুদাঊদ হা/২১৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১০১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে সতর্ক করে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য মাফ। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ হা/২১৪৯; মিশকাত হা/৩১১০)*। এর অর্থ এই নয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে একবার দৃষ্টিপাত করা যাবে। বরং এখানে অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : আমি শুনেছি ঋণের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু আমি অনেক টাকা ঋণী হয়ে আছি, যা পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ আমার নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-যহূরুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কারণ ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজ নেকী থেকে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে, যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; মিশকাত হা/২৯১৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭৭৯)*। সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে ঋণমুক্তির জন্য দো'আ করতে হবে '*আল্লা-হুম্মাক্বফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্বনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা*'। অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন!

রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী হা/৩৫৬৩; মিশকাত হা/২৪৪৯; ছহীহাহ হা/২৬৬)*।

কোনভাবেই সম্ভব না হ'লে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, সংগঠন বা সরকার তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করবে। আর একারণেই শরী'আতে যাকাতের ৮টি খাতের একটি খাত হিসাবে ঋণমুক্তিকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অথবা ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং ঋণদাতার উচিত সত্যিকারের অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া। কেননা আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় নিচে ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : সূরা আলে ইমরান ১০২ নং আয়াতে বর্ণিত মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কি? আর মুহসিন কাকে বলে?

-আব্দুল্লাহ আল-মাসঊদ, সোনাতলা, বগুড়া।

উত্তর : আয়াতটির অর্থ হ'ল- 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' *(আলে ইমরান ৩/১০২)*। এখানে তিনটি বিষয় এসেছে, মুমিন, মুত্তাক্বী ও মুসলিম। প্রথম দু'টি হৃদয়ে বিশ্বাসগত কমবেশীর সাথে সম্পর্কিত এবং শেষেরটি বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত। যা অবশ্যই কঠিন। আলোচ্য আয়াতে হৃদয়ের বিশ্বাসকে আল্লাহভীতি ও যথাযথভাবে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, যদি ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একই বাক্যে আসে, তাহ'লে 'ইসলাম' অর্থ হবে প্রকাশ্য আমল। আর 'ঈমান' অর্থ হবে আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস। যেমন আল্লাহ বলেন, বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। (হে নবী! তুমি) বল, তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। কারণ এখনও পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি' *(হুজুরাত ৪৯/১৪)*।

এক্ষণে উপরোক্ত আলে ইমরান ১০২ আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর, যেন এর উপরেই তোমরা মৃত্যুবরণ করতে পার' *(ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। ঈমানের কমবেশীর বিষয়টি আল্লাহ দেখবেন।

স্মর্তব্য যে, দ্বীনের স্তর হচ্ছে তিনটি : (১) ঈমান, যা ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (২) ইসলাম, যা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা শাহাদত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। (৩) ইহসান, যা একনিষ্ঠচিত্তে ও পূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে অথবা আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে দেখছেন। পূর্ণ ঈমানের সাথে সকল প্রকার সৎকর্ম ইসলাম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর সেগুলি পূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করা ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। এটিই হ'ল দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। উল্লিখিত তিনটি বিষয় হাদীছে জিব্রীলে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৯; মিশকাত হা/২)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : ইসমে আ'যম সহ দো'আ করার পদ্ধতি কি?

-নাসরীন, জার্মানী।

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠকে বা সালাম ফিরানোর পর 'ইসমে আ'যম' সহ নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে হয়। *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্নাকা আনতাল্লা-হুল আহাদুছ ছামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান আহাদ'* (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি আল্লাহ। তুমি একক ও মুখাপেক্ষীহীন। যিনি কাউকে জন্ম দেননি ও যিনি কারু থেকে জন্মিত নন এবং যাঁর সমতুল্য কেউ নেই)। জনৈক ব্যক্তিকে এটা পড়তে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে তাঁর 'ইসমে আযম' (মহান নাম) সহ দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি উক্ত নাম সহকারে প্রার্থনা করবে, তাকে তা দেওয়া হবে। আর যখন এর মাধ্যমে দো'আ করা হবে, তা কবুল করা হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫৭, আবুদাঊদ হা/১৪৯৩; 'আওনুল মা'বূদ হা/১৪৮২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*। অতঃপর হৃদয়ের কামনা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করতে হবে। এছাড়া নিম্নের দো'আটি রাসূল (ছাঃ) অধিকাংশ সময় পড়তেন।-*আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র'*। (হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দাও ও আখেরাতে মঙ্গল দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও) *(বুখারী হা/৪৫২২, ৬৩৮৯; বাক্বারাহ ২/২০১; মিশকাত হা/২৪৮৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৮-৯৯ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : মহিলারা নিজেদের মধ্যে তা'লীম করতে পারে কী?

-তারিক হাসান, পাবনা।

উত্তর : মহিলারা নিজেদের মধ্যে তা'লীম করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন কোন কওম কোন গৃহে বসে, অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তা পর্যালোচনা করে, সেখানে তাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রশান্তি নাযিল হয় ও ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে... *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*। যেমন তা'লীমী বৈঠক, ওয়ায মাহফিল, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অন্য যেকোন দ্বীন শিক্ষার মজলিস ইত্যাদি। আর ইসলামী বিধান পালনের ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমগোত্রীয় *(আবুদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১; ছহীহাহ হা/২৮৬৩)*। তবে সেখানে শারঈ পর্দা, পূর্ণ নিরাপত্তা ও অভিভাবকের অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে।

স্মর্তব্য যে, মহিলারা যেমন নিজেদের মধ্যে তা'লীমী বৈঠক করতে পারেন, তেমনি দ্বীনী বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন পুরুষ আলেমের নিকটেও দ্বীন শিখতে পারেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) নারীদের উপদেশ দেওয়ার জন্য তাদের দাবীক্রমে পৃথক একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : বেদানা জান্নাত থেকে পরাগায়িত ফল এবং তা খেলে ৪০ দিনের জন্য হৃদয় আলোকিত হয় এবং শয়তান নির্বাক হয়ে যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছ সমূহ কি ছহীহ?

-ক্বামারুযযামান
গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছসমূহ মওযূ' বা জাল, যার অধিকাংশ রাফেযী শী'আদের তৈরী মিথ্যা বর্ণনা মাত্র *(যঈফ আত-তারগীব হা/২২১০; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৩৯২-৯৩; সৈয়ূতী, আল-লাআলি আল-মাছনূ' ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ ২/১৭৭)।*

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : মুসলিম দেশে বসবাসকারী কোন অমুসলিমকে কোন মুসলিম শরী'আতসম্মত কারণে হত্যা করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিম বা মুসলিম ব্যক্তির কোন অপরাধ রাষ্ট্রীয় আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে কারো জন্য আইন হাতে তুলে নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ করলে উক্ত ব্যক্তি কবীরা গুনাহগার হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যাকারী ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(বুখারী হা/৩১৬৬, মিশকাত হা/৩৪৫২)*। আর চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম হ'ল, যাদের সাথে মুসলমানদের জিযিয়া চুক্তি বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সন্ধি অথবা কোন মুসলিমের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে *(ফাৎহুলবারী ১২/২৫৯)*। আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারু জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : মুসলিম ২১৪২ নং হাদীছ থেকে বুঝা যায় আত্ম প্রশংসামূলক নাম রাখাকে রাসূল (ছাঃ) অপসন্দ করতেন। এক্ষণে অধিক পরহেযগার, দানশীল ইত্যাদি অর্থবোধক নাম রাখা যাবে কি?

-আব্দুল লতীফ, পঞ্চগড়।

উত্তর : উক্ত হাদীছ অনুযায়ী জনৈকা মহিলার নাম ছিল বাররাহ, যার অর্থ গুনাহমুক্ত। রাসূল (ছাঃ) তা পরিবর্তন করে যয়নব (সুন্দর ও সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষ) রেখে বললেন, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তোমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক সৎ আমলকারী সে সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত *(মুসলিম হা/২১৪২; মিশকাত হা/৪৭৫৬)*। অতএব আব্দুল্লাহ (আল্লাহর দাস), আব্দুর রহমান ইত্যাদি নাম রাখাই উত্তম। কেননা 'এ নামগুলিই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়' *(মুসলিম হা/২১৩২; মিশকাত হা/৪৭৫২)*।

উল্লেখ্য যে, নিজের নাম ঐরূপ রাখাকে আত্মপ্রশংসামূলক বলা হয়, যা নিষিদ্ধ। কিন্তু আক্বীক্বার সময় শিশু সন্তানের নাম ঐরূপ রাখা তার জন্য আত্মপ্রশংসা নয়। বরং পিতা ও অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে তার জন্য শুভ কামনা বা দো'আ স্বরূপ। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর নাম তার দাদা রেখেছিলেন 'মুহাম্মাদ' ও মা রেখেছিলেন 'আহমাদ' (প্রশংসিত)। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) মুতার যুদ্ধবিজয়ী সেনাপতি খালেদকে দো'আ করে অশ্রুসজল নেত্রে বলেছিলেন, এবারে ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছে 'আল্লাহর তরবারি সমূহের অন্যতম 'তরবারি'। অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেন' *(বুখারী হা/৪২৬২)*। অর্থাৎ খালেদ নিজে ঐ নাম অর্থাৎ 'সায়ফুল্লাহ' নাম গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর অভিভাবক রাসূল (ছাঃ) তাকে ঐ লকব দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর নিজের ছেলে আব্দুল্লাহর লকব ছিল ত্বাইয়িব ও ত্বাহির (পবিত্র)। অতএব পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য দো'আ হিসাবে উক্ত গুণবাচক নাম সমূহ রাখতে পারেন। তবে তা যেন অহংকার প্রকাশক না হয়।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়া'লা, বারাকাহ, আফলাহ, ইয়াসার, নাফে' প্রভৃতি নাম নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি চুপ হয়ে যান। অতঃপর তার মৃত্যু হয়, কিন্তু এগুলো থেকে আর নিষেধ করেননি। পরে ওমর (রাঃ) এসব নাম নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে বাদ দেন' *(মুসলিম হা/২১৩৮; মিশকাত হা/৪৭৫৪)*। এতে বুঝা যায় যে, এই নামগুলি হারামের পর্যায়ে ছিল না। তবে অপসন্দনীয় ছিল।

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরে চুপ হয়ে যান উম্মতের উপরে রহমত স্বরূপ। যাতে ঝগড়া ও ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ না করে। কারণ অধিকাংশ মানুষ ভাল-মন্দ নামের মধ্যে তারতম্য করতে পারে না *(মিরক্বাত ৯/১০৭)*।

বস্তুতঃ নাম রাখার উদ্দেশ্য হ'ল তার ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় তুলে ধরা। অতএব বাংলাদেশ সহ যেকোন অনারব দেশে আরবীতে ইসলামী নাম রাখাই কর্তব্য।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

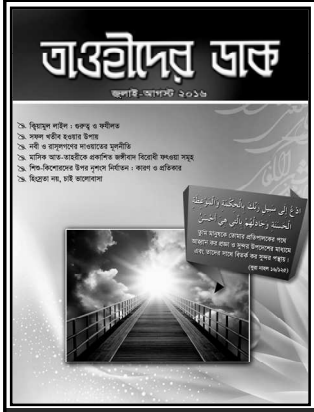

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটির বর্তমান জুলাই-আগস্ট ২০১৬ সংখ্যাটি সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৬৮৪, ০১৭৬৬-২০১৩৫৩